দূরত্ব

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাবুক পরিবেশিত

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৬
প্রচ্ছদ
মঈন আহমেদ
আলোকচিত্র
শামসুল ইসলাম আলমাজী
কম্পোজ
ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিঃ
১৭০ শান্তিনগর ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দূরত্ব

সৈয়দ শামসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রাজারহাটে এখন বেগ এবং ধ্বনি প্রত্যেকেই অবিরাম অনুভব করে। বিছানা নিশ্চল, কিন্তু মনে হয় একটি অগস্ত্যযাত্রার জন্যে তার প্রস্তুতি এখন সম্পূর্ণ। নীরবতা অখণ্ড, অথচ তীব্র একটি ধ্বনি অবিরল ধারায় গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

শ্রী ভূধর সরখেল গানের টিউশানি করে। সপ্তাহে দু দিন তাকে সাইকেল চালিয়ে নবগ্রাম যেতে হয়। ফিরতে ফিরতে অবেলা স্যা হয়ে যায়। ধারণা ছিল, তার হয়ত সাক্ষাৎ হয়েছে, অথবা এমন কারো কাছে সে কিছু শুনতে পেয়েছে যা রাজারহাটে এখনো অশ্রুত। কিন্তু না, সেও কিছু শোনেনি।

মঙ্গলবারের হাটে এ রকম একটা কথা শোনা যায় যে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া স্বয়ং দেখেছে। লোকটির চোখ স্বভাবতই রক্তবর্ণ; যেচে কেউ তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। অতএব তার কাছেই জানা হয় না সত্যি সে কিছু দেখেছে কিনা। কারো কারো সন্দেহ হয়, সুখি মিয়া কিছু না হলেও কিছু জানে। কারণ তার ঠোঁটে এক প্রকার দ্যুতিময় হাসি লক্ষ্য করা গেছে। সুখি মিয়া দোকান ব করে ঘরে চলে যাবার পর দু একজন বলাবলি করে, গোরা পাহাড় বেশি দূরে নয়। ব্রহ্মপুত্র পার হলেই। সেখান থেকে এসেছে কি না কে বলবে?

জন্তুটিকে এখন পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি। তাবে তার উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। এবং বেশ ভাল ভাবেই । বলা যায়, ভয়াবহভাবে।

গতকাল ভর সন্ধ্যেবেলা এক কিষানের কোলের শিশুকে জন্তুটি নিয়ে যায়। আজ সকালে আধ মাইল দূরের এক বাঁশবনে শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পেট বীভৎস রকমে চেরা। আঁত বহুদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত।

কিষান বৌ ছেলেটিকে ঘরে শুইয়ে রেখে পাশের বাড়িতে আগুন ধার করতে গিয়েছিল। গ্রামে সূর্যাস্তের পর অনেকেই আগুন ধার দেয় না। পাশের বাড়ির বৌ তাই প্রথমে আপত্তি করেছিল। অবশেষে সে সম্মত হয়েছিল একটি অভিনয় করতে।

বৌটি কোনো এক ছুতোয় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন কিষান বৌ আগুন চুরি করে নিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হয়। পথে আগুন নিভে যাবার উপক্রম হওয়াতে সে খানিক দাঁড়িয়েছিল–কতটা সময় বলতে পারবে না—এবং পাটকাঠির আগুন আবার সতেজ হতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

ভোর বেলায় সরখেল মাইল দুই হেঁটে আসে। তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই এটা দরকার কিম্বা নির্মল বাতাসে নিজের কণ্ঠ শুনতে তার ভাল লাগে কিনা, ও ব্যাপারে এখনো সে নিশ্চিত নয়। আসলে, তর্কটি তার মনে আদৌ কখনো ওঠেনি। প্রতি ভোরেই সরখেল গেয়ে থাকে, পথ

হাঁটতে হাঁটতে, প্রথমে গুনগুন করে, পরে গানের কথাগুলোকে গর্বিত পায়রার মত আকাশে উড়িয়ে দিতে দিতে। আজ সকালেও সরখেল তার কণ্ঠ নিয়ে খেলা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক ধ্বনি স্রোত তাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

সরখেলের প্রথম মনে হয়, বহুদূর থেকে তারই গানের সঙ্গে কেউ প্রতিযোগিতা করতে চাইছে। গান থামিয়ে কান খাড়া করে সে। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপারটির কোনো মীমাংসা হয় না। তারপর আকস্মিকভাবেই সে আবিষ্কার করে—বিলাপেরও সংগীত ধর্মিতা আছে।

কিষান বৌ বিলাপ করে চলেছে।

সরখেলের কৌতূহল হয়, কিন্তু সে অগ্রসর হয় না। বরং যেখানে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখানেই সেদিনকার শেষবিন্দু ধরে নিয়ে সে ইস্টিশানের দিকে ফিরে যায়। তখন তার গলায় আর গান থাকে না।

ইস্টিশানের কাছে কলেজের পাশে বাবলা গাছের নিচে নতুন অধ্যাপক আজও হতাশ হয়। সে এই গাছের নিচে প্রতিদিন পায়চারি করে এবং সরখেলের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। বলা যায়, এ অপেক্ষা সরখেলের গানের জন্যেই। আজ কয়েকদিন থেকেই অধ্যাপকটি কৌতূহলী হয়ে আছে সরখেল যে গান গায় তার কথাগুলো শোনার জন্যে। কিন্তু প্রতিদিনই সরখেল অধ্যাপককে দেখা মাত্র গলা নামিয়ে নেয়, কাছে এসে নীরব হয়ে যায় এবং নীরবেই অধ্যাপককে পাশ কাটিয়ে সে চলে যায়।

২

রাজারহাটকে শহরের মানুষ বলবে, গ্রাম। আর কয়েকটি কুটির নিয়ে মাঠ ও গাছের ভেতরে যাদের বসতি তারা বলবে,শহর।

প্রশাসনিক নথিপত্রে রাজারহাট ছোট শহর বলে বর্ণিত। রেল ইস্টিশান আছে, ডাকঘর আছে। শনি-মঙ্গল হাট বসে, দৈনিক বাজার তো আছেই। একদিকে ডোবা আর এক দিকে ধান ক্ষেত নিয়ে একটি ব্যাংক আছে। ইস্কুল আছে। আর হালে একটি কলেজ হয়েছে। দিনে দুবার ট্রেন থামে । সে ট্রেন পরের ইস্টিশান নবগ্রাম পেরিয়ে জলেশ্বরীতে যায়, আবার সেখান থেকে উলটো যাত্রা করে রাজার হাট পেরিয়ে তিস্তা ফিরে আসে।

ইস্টিশানে সবসময়ই কয়েকটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। অলস দুপুরগুলোতে প্ল্যাটফরম চঞ্চল হয়ে ওঠে কোনো কোনো দিন। মালগাড়িতে সুপুরির বস্তা তোলা হয়, পাটের গাঁট পোরা হয়। ইস্টিশানের ওপাশেই বহুদূর পর্যন্ত একটা খাল চলে গেছে। সেই খালে ভেজান আছে পাট। যতদূরেই যাওয়া যাক না কেন ভেজা পাটের গলিত গন্ধ পেছন ছাড়ে না।

জানা না থাকলে মনে হতে পারে পৃথিবীর শরীরে উৎকট কোনো ক্ষত হয়েছে, মাংস পচে গলে পড়েছে, বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। যখন হঠাৎ করে হাওয়া দেয়, শিউরে উঠতে হয়।

BanglaBook.org

নতুন অধ্যাপক পাট ভেজানোর খবর রাখে না। পচা মাংসের ঘ্রাণ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার জামা কাপড়েও সেই গুরুগন্ধ সে এখন টের পাচ্ছে। মনে হয়, তার নিজের শরীরেই পচন ধরে গেছে।

৩

বাজারে একাধিক চায়ের দোকানের ভেতর একটির জনপ্রিয়তা অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। তার একটা কারণ, এই দোকানে রেডিও আছে। সেই রেডিও ঘিরে দিনের সবটুকু এবং রাতের অনেকখানি সময় স্থানীয় যুবকেরা ব্যয় করে।

কিষান বৌয়ের শিশুটির বীভৎস পরিণতি নিয়ে ভোর থেকেই তুমুল আলোচনা চলে।

আলোচনার পটভূমিতে বিশ্বসংবাদ পর্যন্ত কোনো আঁচড় কাটতে সক্ষম হয় না।

কেন সে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আগুন আনতে গেল না ?

হ্যাঁ, তা যেতে পারত।

কোলে নিয়েই যাওয়া উচিত ছিল তার।

নিয়ে গেল না কেন?

না নিয়ে যাবার কোনো কারণ থাকতে পারে।

বৌটা বোকা।

আস্ত বোকা।

এরা এই রকম বোকাই হয়।

কোলে না নেবার কোনো কারনই নেই।

আসলে মৃত্যু টেনেছিল।

মৃত্যুর উল্লেখে মুহূর্তের জন্যে নীরবতা এসে আক্রমণ করে কোলাহলকে। লোকেরা আবার সেই বেগ এবং ধ্বনি অনুভব করতে পারে অস্তিত্বের ভেতরে।

একজন হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মনে হয়, উচ্চকণ্ঠে কিছু বলবার জন্যে সে এখন তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু যখন সে বলে, তার গলা অস্বাভাবিক রকমে নিচু পর্দায় কাজ করে।

সে বলে,মৃত্যু এ ভাবেই আমাদের টানে।

ইস,বাচ্চাটার বয়স কত ছিল?

কোলের বাচ্চা।

আমার মাথাতেই ঢোকে না, বাচ্চাটাকে তার মা কি করে একা ঘরে ভর সন্ধ্যেবেলায় ফেলে রেখে যেতে পারল।

কেউ কেউ নীরবে নিজেদের শিশুকাল স্মরণ করে। কেউ কেউ শিউরে ওঠে, তাদেরও এই পরিণতি হতে পারত। বেঁচে থাকার বিস্ময় বোধ করে তখন কেউ কেউ। দোকানের

BanglaBook.org

বাইরে,পথের ধারে বুনো লতাপাতাগুলো এখন অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সবুজ বলে বোধ হয় তাদের।

বেশিক্ষন তো যায়নি। পাশের বাড়ি। বড়জোর দু মিনিট।

বাড়িতে আর কেউ ছিল না?

এদের বাড়িতে আর কে থাকে?

ভাত না থাকলে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনও থাকে না।

তবু বাচ্চাটাকে একা ফেলে যাওয়া কোনোমতেই উচিত হয়নি তার।

৪

কিছু বলবেন?

সরখেল লজ্জিতস্বরে ছোট্ট করে প্রশ্নটি করে নতুন অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রোজ সকালে আপনাকে হাঁটতে দেখি।

তা হাঁটি।

সরখেল এখন তার ভেতরের ছোট্ট হতাশাটুকু গোপন করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। সে ভেবেছিল, নতুন অধ্যাপক নিহত শিশুটি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে।

আপনি গুনগুন করেন শুনি।

সরখেল আবার লজ্জিত হয় ।

মনে হয় রোজ আপনি একটা গানই করেন।

সরখেল উৎসুক চোখে অধ্যাপককে দেখে।

কি গান করেন?

এই একটা গান।

রবীন্দ্র সঙ্গীত?

হ্যাঁ। একি এ সুন্দরশোভা । আপনি গান করেন?

এবার লজ্জিত হয় নতুন অধ্যাপক ।

না, করি না। গান আমার আসে না।

খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে কলেজের দিকে ফিরে যায়।

সরখেলের তবু সন্দেহ যায় না। অধ্যাপকটি নিশ্চয়ই গান জানে।

ঢাকা থেকে এসেছে,গান কি আর জানে না?

BanglaBook.org

৫

কিষান বৌ উঠানে বসা, পা ছড়িয়ে, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে, দুহাতে মাথার উকুন চুলকোতে

চুলকোতে ক্ষীণ গলায় কেঁদে চলে। তার কান্নায় জোর নেই,আশাহীন খেদ নেই; আছে এক সর্বশক্তিমান ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণের উপলব্ধি।

অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে অনির্ণীত বয়সের দুটি রমণী। তেলহীন রুক্ষ চুলের ভেতরে তারাও অনুভব করে উকুনের সন্তর্পণ চলাফেরা। এবং তারাও চুলের ভেতরে অবিরাম আঙুল চালায়। তবে তারা কিষান বৌটির মত অশ্রুহীন কেঁদে চলে না।

একজন জানায় শিশুটির জন্ম হয়েছিল তারই হাতে।

দ্বিতীয় জনের প্রত্যয় হয় না।

তখন প্রথমজন সবিস্তারে বিবরণ দেয়। শেষ রাতে ব্যথা উঠেছিল। কিষান এসে তাদের কুটিরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। শেষ রাতে চাঁদের আলো ছিল বলে প্রসব অনেকটা নির্বিঘ্ন হতে পারে। এই সূত্রে আগের একটি ঘটনাও এই রমণী স্মরণ করিয়ে দেয়। সেবার অমাবস্যা ছিল। আর তাদের মত গরীব ঘরে বাতি রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব অন্ধকারে শিশুর নাড়ি কাটতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ রেখে কাটা সম্ভব হয় না। কয়েক দিনের মধ্যেই খিচুনি রোগে শিশুটি যেখান থেকে ক্ষণকালের জন্যে পৃথিবীর অমাবস্যার ভেতরে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায়।

এবং এই কাহিনী শেষ করবার পর বক্তা আর খেই খুঁজে পায় না। অতএব, সে যে সদ্যমৃত এই শিশুটির জন্মকালে উপস্থিত ছিল তার আর প্রমাণ দেয়া হয় না। উকুন তার মনোযোগ এবং শ্রম দাবী করে প্রবলভাবে। একা সে সামাল দিতে পারে না বলে মাটিতে থপ করে বসে পড়ে দ্বিতীয় রমণীকে অনুরোধ করে হাত লাগাতে। অনুরোধটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের মত দেখিয়েছিল। কারণ, রমণীটি কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে দ্বিতীয়ার ডান হাতের কব্জি ধরে অকস্মাৎ টান দিয়েছিল।

কিন্তু কিষান বৌটি তার শিশুকে সঙ্গে না নিয়ে একাঘরে ফেলে রেখে গিয়েছিল কেন?

এই রহস্য গ্রামের স্মৃতিকথায় পরিণত আরো অনেক রহস্যের অন্তর্ভুক্ত হবার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু অচিরেই একটি আলো দেখা যায়।

বস্তুতপক্ষে দিনের আলোয় কিষান বৌয়ের উন্মুক্ত স্তনযুগল চোখে পড়ে। শূন্যগর্ভ কাপড়ের থলের মত। ফুটবলের ফুটো ব্লাডারের মত।

তার স্তনে দুধ নেই।

খরায় পোড়া, পঙ্গপালের আক্রমণে মরা ধানের শীষের ভেতরে অবিকল যেমন ধান নেই— তার দুটো স্তন।

কিষান বৌ ঘুমের ঠিক আগের মুহূর্তে খিন্ন শিশুর মুখে বলে যেতে থাকে, বাচ্চাকে কোলে নিলেই সে কেবল মাই টানতে চায়। বন বেড়ালের বাচ্চার মত খামচে ধরে মাইয়ের বোঁটা। দুধ নেই বলে সুঁই ফোটানোর মত তখন তীব্র ব্যথা হয় তার। তাই সে শিশুকে কোলে নিতে ভয় পায়।

তাই সে শিশুকে শুইয়ে রেখে পাশের বাড়িতে আগুন আনতে যায়।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় রমণীটি প্রথমার মাথা থেকে উকুন খুঁটে তোলায় এত তন্ময় হয়ে থাকে যে এই ব্যাখ্যাটি আদৌ তার কানে পশে না। বুড়ো আঙুলের দুই নখের ভেতরে উকুন টিপে মারার উল্লাস তার জিভে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে নাকের ডগা ছুঁই-ছুঁই হয়ে থাকে।

৬

শিশুটির আঁত বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল।

বাঁশবনের ভেতরে ভোরবেলায় শরীর লঘু করতে গিয়েছিল রাজারহাটের সবচেয়ে পুরনো কাঠমিস্তিরি এনায়েতের জোগানদার ব্যাং মামুদ। তার জন্মের পর মুহূর্তেই বিরাট এক ব্যাং লাফিয়ে এসে থপ করে দাওয়ায় বসে পড়েছিল বলে সেই স্মৃতিটিকে শিশুর সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়। তার নাম হয়ে যায় ব্যাং।

বাঁশবনের ভেতরে পরিচ্ছন্ন একটি অংশ আছে। সেখানে ব্যাংয়ের নিজস্ব রাজত্ব। সে প্রতিদিন দুহাত অন্তর অন্তর মলত্যাগ করে। এইভাবে হাত বিশেক জায়গা ব্যবহার করে ফেলবার পর আবার সে প্রথম জায়গাটিতে ফিরে আসে। আবার সে গোড়া থেকে পুরো ব্যাপারটি শুরু করে দেয়।

আজ ভোরে তার অবস্থান ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। সে বসে আগামী দিনের পরিষ্কার ক্ষেত্রটির দিকে ভাবুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কোষ্ঠ চমৎকারভাবে সহযোগিতা করছিল। হঠাৎ নীলাভ সরু একটি দীর্ঘ নল তার চোখে পড়ে। প্রথমে সে ঠাহর করতে পারে না বস্তুটি কি হতে পারে। সে সুখী দৃষ্টিতে নলটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক প্রকার স্বপ্নের দরুণ বাস্তবকে বুঝে নেবার ক্ষমতা তখন তার প্রায় অনুপস্থিত।

অচিরে নলটি তার চোখের সমুখ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বস্তুত নলটি যথাস্থানেই থাকে কিন্তু তার চোখ আর আলাদা করে বস্তুটিকে চিহ্নিত করতে পারে না। বাঁশবনের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতা, কঞ্চি, পচে যাওয়া এক টুকরো চট, ভাঙ্গা একপাটি খড়ম ইত্যাদির সঙ্গে নলটি বেমালুম হয়ে থাকে। ব্যাং মামুদ কিছুক্ষণ একটি কাঠাল গাছের কথাও চিন্তা করে এই অবসরে। গাছটি আজ ফাড়াই হবে। করাতের টানে হলুদ সুগন্ধ কাঠের গুঁড়ো এখনি যেন তার নাকে এসে লাগে, তার সমস্ত শরীরে মাখামাখি হয়ে যায়। সে বাতাসের দিকে নাক উঁচু করে নিঃশ্বাস নেয়।

তারপর গলা ঝাড়া দিয়ে, শুকনো পাতা ব্যবহার করে পরিষ্কার হয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার সেই নীলাভ নলটি তার চোখে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, এই প্রথম সে দেখল। তারপর স্মরণ হয়, বস্তুটি কিছুক্ষণ আগেও সে লক্ষ্য করেছিল। এবার সে সাবধানে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি বাড়িয়ে দেয়।

অত্যন্ত কোমল এবং অপ্রত্যাশিত রকমে জীবন্ত বলে বোধ হয় বস্তুটি। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায় সে। অতিকায় কৃমি কিম্বা অচেনা কোনো সরীসৃপ? পরণের গামছার

BanglaBook.org

ভেতরে তার মনে হয় শীতল কি একটা শিরশির করে হঠাৎ চলতে শুরু করেছে। ব্যাং মামুদ পায়ের কাছে পড়ে থাকা শুকনো একটা কঞ্চি দিয়ে ভয়ে ভয়ে বস্তুটি পরীক্ষা করে দ্যাখে।

তখন তার ধারণা হয় এটি আসলে ছাগলের আঁত।

সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই নষ্ট ছেলেরা কারো ছাগল চুরি করে এনে গত রাতে জবাই করে খেয়েছে। তাদের সে দুষ্কর্মের সাক্ষী এই নীলাভ দীর্ঘ আঁত। পাপ কখনো লুকনো যায় না– – ছোটবেলা থেকে শুনে আসা এই কথাটি তার নতুন করে মনে পড়ে যায় এবং গুরুজনদের প্রতি তার মন হঠাৎ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে।

ব্যাং নিজেও কিছু ছাগল পোষে। তার সন্দেহ হয়, হয়ত এই চুরি তারই বাড়িতে হয়ে গেছে অথচ সে এখনো জানে না। দ্রুত পায়ে সে আঁত অনুসরণ করে এগোয়।

এবং অচিরেই মৃত শিশুটিকে আবিষ্কার করে ফ্যালে।

পাঁজরের প্রান্ত থেকে তলপেট পর্যন্ত শিশুটির পেট চেরা। যেন ধারাল ছুরি দিয়ে কেউ এক টানে ফেড়ে ফেলেছে।

দাঁতহীন শিশুটির গোলাপি মাড়ি বেরিয়ে আছে, সেই মাড়ির ওপর লাল রঙের স্বচ্ছ ডানাওয়ালা একটা ফড়িং বসে আছে স্থির হয়ে।

চোখের পলকে ব্যাং তার শরীরের ভেতরে বিবমিষা বোধ করে। আর একটু হলে শিশুটির ওপরই হয়ে যেত, সে হড়হড় করে বমি করে দেয়। ছোট্ট একটি শিশুর আঁতও যে এত দীর্ঘ হয়, তার জানা ছিল না।

৭

আর কিছুক্ষণ পরেই কলেজের ঘন্টা পড়বে। নতুন অধ্যাপক গোসল সেরে ঘরে আসে। যে জামা–ই তুলে নেয়, সে গলিত মাংসের প্রবল ঘ্রাণ পায়। বিশাল একটি শরীর থেকে অনবরত চাপ চাপ মাংস খুলে পড়ছে কোথাও। অসংখ্য কোটি কোটি নীল মাছি ওড়ার ভনভন শব্দে তার কান ঝালাপালা হতে থাকে।

তারপর এক সময় হঠাৎ শব্দটা থেমে যায়। গন্ধটিও যেন আর পাওয়া যায় না। বিশ্বাস হতে চায় সবকিছু নির্মল হয়ে গেছে, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মনের ভেতরে অতিক্ষীণ যেন একটি আকাঙ্ক্ষাও জন্ম নেয়। সেই পচা গন্ধের জন্যে, উচ্চগ্রাম সেই শব্দের জন্যে। আর সে জন্যেই বুঝি সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিদায় নিশ্চিত কিনা—পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে যতটা, ঠিক ততটাই আমন্ত্রণ জানাবার জন্যেও বটে।

জানালার কাছে যেতেই উৎকট গন্ধটি হা–হা করে তেড়ে আসে আবার। অবসন্ন, পরাজিত সে হাতের কাছে যে জামা পায় পরে নেয়।

কলেজের ঘন্টা সৌরজগৎ জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

BanglaBook.org

৮

মসজিদের মোয়াজ্জিন পানিভরা মাটির পাত্র সমুখে রেখে দুলে দুলে বিড়বিড় করে সুরা পড়ে। পানিতে ফুঁ দেয়। তারপর সটান হয়ে সে ব্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ সুন্দর হাসে। অভয় দ্যায়, এই পানি এখন একবার, আর ঠিক মগরেবের আজানের সময় একবার খেয়ে নিলেই সে ভাল হয়ে যাবে।

খড়ের পাটির উপর ব্যাং শক্তিরহিত শুয়ে থাকে । তার নিজের পেটের ভেতরে যে আঁত আছে তা সে স্পষ্ট চোখে দেখতে পায় কেউ টেনে টেনে রোদ্দুরে শুকোতে দিচ্ছে। কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে তাকে নিষেধ সে করতে পারে না। কেবল মাথা নাড়ে এবং 'আঃ আঃ' করতে থাকে।

মোয়াজ্জিন জানায়, একটি মানুষের পেটের ভেতরে যা আছে ছাগলের পেটেও অবিকল তাই আছে। পশু থেকে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, মানুষ আল্লার এবাদত করে।

ব্যাং তার শরীরের ভেতরে হঠাৎ আরো ভয়ের শীতলতা অনুভব করে। সে এবার অদৃশ্য ব্যক্তিটির দুহাত চেপে ধরতে চায়, আঁত টেনে বের না করবার জন্যে তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় সে। এবং ব্যর্থ হয়ে কম্পিত আঙুল তুলে উপস্থিত সকলকে দেখায়—ঐ,ঐ যে।

তার সেই উচ্চারণ এবার সবাইকে ভীত করে তোলে। এ রকম বোধ হয় যে সকাল দশটাতেই ঝপ করে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, জন্তুটির সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে।

লুঙ্গি ঝাড়া দিয়ে মোয়াজ্জিন উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দাওয়া থেকে নেমে আসে। চোখ ছোট করে গনগনে সূর্যের দিকে একবার তাকায়। জোহরের নামাজ যদিও অনেক দূরে, তবু অভ্যেসবশেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় মেপে নেয় সে হয়ত । তারপর সমবেত সবাইকে সতর্ক থাকবার সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য উচ্চারণ করে পথে নেমে যায়।তার গলার স্বর তখনো উঠানে আছাড় খেতে থাকে ।

এইসব চোখে দেখা যায় না, হুঁশিয়ার মত থাকেন সকলে।'

৯

একটা যখন গেছে , আরো যাবে।

এই কেবল শুরু।

আরো কোথায় কোথায় যেন এ রকম হয়েছে। কাগজে খবর ছিল।

কিন্তু জিনিসটা কি ?

স্তব্ধ তা।

রেডিওর অনুষ্ঠান এখন বন্ধ বলে স্তব্ধ তা বিকট বোধ হয়।

BanglaBook.org

কাগজে লিখেছিল—অচিন জানোয়ার।

ঘটাং করে একটি শব্দ সারা বাজার কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। মনে হয়, পৃথিবীর হৃদপিণ্ড অপার্থিব আর্তনাদ করে বন্ধ হয়ে গেল। অচিরে ভ্রম দূর হয়। ইস্টিশানে কুলিরা মালগাড়ি ঠেলে এনে আরেকটি মালগাড়ির সঙ্গে জুতে দিয়েছে। ওটা সেই শান্টিংয়ের শব্দ ছিল।

১০

জয়নাল আবেদিন রাজারহাট কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে মাত্র দু সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে এসেছে। তার চুলের ছাট, হাঁটার ধরন, গায়ের জামা, সব কিছুই সব সময় ঘোষণা করতে থাকে যে সে আগন্তুক । যুবকেরা তাকে দেখে ঈর্ষা করে, ঢাকার স্বপ্ন দ্যাখে। ছাত্রীরা তাকে সিনেমার পর্দা ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসা একজন অভিনেতার তুল্য বলে জ্ঞান করে ।

বই খুলেও বই আবার বন্ধ করে রাখে জয়নাল। ক্লাশের ছাত্র ছাত্রীদের দিকে সে স্মিত চোখে তাকায়। আজ কয়েকদিন ধরে সে লক্ষ্য করেছে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্লাশ নেবার সময় সে গলিত মাংসের গন্ধটা পায় না। কখনো কখনো এই ক্লাশ ঘরটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ক্লাশ ঘরটির মত মনে হয় । কখনো কখনো সে সদ্য অতীত ঢাকার কোলাহল এখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়।

কিছুক্ষণ আগে অধ্যাপকদের ঘরে ইংরেজীর আফজাল সাহেবের সঙ্গে এক রকম কথা কাটাকাটি হয়ে যায় তার। জন্তুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জয়নাল সন্দেহ প্রকাশ করায় আফজাল সাহেব বলেছিলেন রাজধানীর লোকেরা উদ্ধত হয় বটে।

ছাত্র ছাত্রীদের দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জয়নাল।

'তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ?'

ক্লাশে একটা গুঞ্জন ওঠে। উত্তর অনাবশ্যক। হ্যাঁ, তারা প্রত্যেকেই শুনেছে ঐ শিশুটির মর্মান্তিক পরিণতি।

'কি মনে হয় তোমাদের?'

জয়নাল যেন দাবার ছকে একটি একটি করে ঘুঁটি এগিয়ে দেয়। দিয়ে, অপেক্ষা করে, প্রতিপক্ষের মুখভাব লক্ষ্য করে কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে।

অপ্রতিভ দেখায় ছাত্রছাত্রীদের ।

জয়নাল এবার গম্ভীর হয়ে যায়। আলোর অকস্মাৎ অপসারণের মত সে হাসিটুকু উধাও করে দিয়ে আবারো প্রশ্ন করে, তোমাদের নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে?

কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

তখন জয়নাল নিজেই বলতে থাকে, আমরা, মানুষ, আমরা সচেতন। প্রতি মুহূর্তে আমরা কিছু না কিছু দেখছি, কিছু না কিছু শুনছি, কিছু না কিছু জানছি। প্রতি মুহূর্তেই আমরা এই

BanglaBook.org

দেখা জানা শোনা মিলিয়ে একটি না একটি ধারণা করে চলেছি। আমাদের চার পাশের কোনো ঘটনাই আমাদের মনের ভেতরে ঢেউ না তুলে পারে না। পারে কি?

জয়নাল লক্ষ্য করে, নিশ্চল নিস্পন্দ ক্লাশের ভেতরে সমুখের সারিতে একমাত্র একজন খুব মৃদুভাবে, প্রায় দেখা –যায় –কি–যায়–না, মাথা নাড়ে। যে মাথা নাড়ে সে একজন ছাত্রী।

জয়নালের মনে হয় ক্লাশে যে আরো তিনটি মেয়ে আছে তাদের ভেতরে সে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। তার শাড়ির রঙ আর সকলের তুলনায় অনেক স্নিগ্ধ।

তুমি কিছু বলবে?

মেয়েটি হঠাৎ ভীত হয়ে বড় বড় চোখ মেলে জয়নালের দিকে তাকায়। তারপর প্রবল বেগে মাথা নাড়ে। এবার তার মাথা নাড়া স্পষ্ট চোখে পড়ে। বরং দরকারের তুলনায় কিছুটা বেশি মাত্রায় সে মাথা নাড়ে । তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে নেয়। দ্রুত হাতে বই ওলটায়। যেন কি একটা খোঁজে।

আমাদের সবার মনেই কিছু না কিছু বলবার আছে।' জয়নাল ঘোষণা করে। বলবার কিছু নেই, এমন মানুষ হতেই পারে না। মানুষ যখন বলে আমার কোনো বক্তব্য নেই, সে মিথ্যে বলে ; কখনো কখনো তা একটি কূটনৈতিক মিথ্যা।

একটি ছেলে ভীরু হাত তোলে ।

স্যার, কূটনৈতিক মানে কি?

খবর কাগজ পড় না ?

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে চোখ নামায়।

কূটনৈতিক শব্দটি আগে কখনো শোননি?

চারদিক থেকে একই সঙ্গে কয়েকটি ছেলে বলে ওঠে , শুনেছি , স্যার

আসলে এইটুকু সময় কূটনৈতিকভাবেই আদায় করে নেয় জয়নাল। উত্তর দেবার জন্যে, উত্তরটা ভেবে নেবার জন্যে তার একটু সময় দরকার ছিল

কূটনৈতিক মানে হচ্ছে কোনো কাজ উদ্ধারের জন্যে কৌশল অবলম্বন করা।

স্যার।

চশমা চোখে, খুব ফর্সা, চ্যাপটা চেহারার একটি ছেলে উৎসাহের সঙ্গে জয়নালের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

স্যার হযরত মোহাম্মদ যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যান, তাকে কূটনৈতিক বলা যায়, স্যার?

জয়নাল ভ্রু কুঁচকে থাকে কিছুক্ষণ । তারপর হেসে ফেলে বলে , আজ আমি পড়াচ্ছি না জয়নালের বিষয় , ইসলামী ইতিহাস ।

ছেলেরা বিমর্ষ কি খুশি হয় , বোঝা যায় না।

জয়নাল জানতে চায়, এর আগেও কি এখানে এ রকম হয়েছে?

স্তব্ধ তা।

তোমরা সবাই তো এখানকারই ছেলে ?

হ্যাঁ, স্যার।

BanglaBook.org

আগে শুনেছ?

আগে কখনো শুনিনি , স্যার।

জয়নাল বিশেষভাবে তাকায় সেই মেয়েটির দিকে যাকে তার সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল। মেয়েটিও তারই দিকে এখন তাকিয়ে আছে আবার সেই বড় বড় চোখ মেলে।

তুমি কখনো শুনেছ?

চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি মাথা নিচু করে ফেলে। আবারো সে মাথা নেড়েই উত্তর দেয়—না, সে শোনেনি। মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু জয়নাল জিজ্ঞেস করে না। পরদিন রোল ডাকবার সময় দেখে নেবে।

জয়নাল ঐ সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাছে অজ্ঞাত এক কারণে নতুন উৎসাহ বোধ করে। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের সমুখে এসে টেবিলে পেছন ঠেকিয়ে, বিবেকানন্দ–র মত বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ায়।

গোড়াতেই আমি জিগ্যেস করেছিলাম , ঘটনাটি শুনে তোমাদের কি মনে হয়?

কেউই বুঝতে পারে না এর উত্তর কি দেয়া যেতে পারে। তারা পরস্পর মুখ চাওয়া– চাওয়ি করে। এক প্রকার অপ্রতিভ দেখায় প্রত্যেককে।

আচ্ছা তোমরা জন্তুটির ডাক শুনেছ?

স্তব্ধ তা।

কেউ শুনেছে?

ইতস্ততঃ করে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ায়।

স্যার, আমার মা শুনেছেন।

জন্তুটির ডাক ?

হ্যাঁ, স্যার।

কি রকম?

কি রকম, স্যার? মা বললেন, বাচ্চা ছেলের মত হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তারপর বুড়ো মানুষের মত কিছুক্ষণ খকখক করে কাশে। তারপর সব চুপ হয়ে যায়।

বর্ণনা শুনে সুন্দরী মেয়েটির হাসি পায় হয়ত। সে মুখ নিচু করে খাতায় পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে হাসি সামলায়।

তখন তাকে আরো সুন্দর দেখায়।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্লাশের উপর এনে জয়নাল লক্ষ্য করে, আর সব ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে এখন গভীর আতংক খেলা করছে। অজানা জন্তুটির ডাকের বর্ণনা শুনে তারা নিঃসঙ্গ অমাবস্যার ভেতরে চলে গিয়েছে। সদ্য চুনকাম করা দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। বেঞ্চগুলো অন্ধকারে হামা দিয়ে আছে ।

জয়নালের নাকে মুহূর্তের জন্যে পচা মাংসের ঘ্রাণ এসে ঝাপটা দিয়ে যায়। মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করে ওঠে তার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে।

বাইরে কি একটা সরসর শব্দ হতেই ক্লাশের সবকটি ছেলেমেয়ে চমকে সেদিকে তাকায়। ক্লাশঘরের বাইরেই ধানের ক্ষেত শুরু হয়েছে। সেই ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যেতে

BanglaBook.org

দেখা যায়। জয়নালের মনে পড়ে যায় 'এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ? কিন্তু সে অনুভব করে, ঐ ঢেউ কোনো জন্তুতাড়িত হতে পারে। অন্তত ছেলেরা সেই সম্ভাবনাই অধিকতর বাস্তব বলে ধরে নেয়।

জয়নাল অবাক হয়ে যায়। সে নিজেইবা কি করে ঢেউয়ের সঙ্গে জন্তুটিকে যুক্ত করে ফেলল? কেন তার মনে হলো, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও, ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এই মাত্র দৌড়ে গেল জন্তুটি যে গত রাতে কিষান বৌয়ের শিশুটিকে ফেড়ে ফেলেছে?

সে আরো লক্ষ্য করে, পচা মাংসের ঘ্রাণটির অপেক্ষাই সে করছিল, কখন তা ফিরে আসে। এখন যে ফিরে এসেছে, তার ভেতরে এক প্রকার স্বস্তি বোধ হচ্ছে।

গোটা ক্লাশঘর এখন শিশুর কান্না এবং তার পরে বুড়ো মানুষের খকখক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে যেন।

জয়নাল বলে, বাতাস। ধানের খেত দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হেসে উঠে লঘু করে দিতে চায় সে ক্লাশঘরের ভীতি। কিন্তু সফল হয় না। আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে জন্তুটি শিশুর মত কেঁদে ওঠে, আসলে হয়ত তোমার মা কোনো শিশুর কান্নাই শুনেছিলেন?

যে বলেছিল সে প্রতিবাদ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দেয় জয়নাল। ছেলেটির চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। আবার একই সঙ্গে এক ধরণের দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়—যে দৃঢ়তা মায়ের সম্মান রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞায় যুগে যুগে সন্তানদের চোখে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

আর সেই শিশু কেঁদে ওঠার পরে পরেই হয়ত কোনো বুড়ো খকখক করে কেশে উঠেছিল? এ রকমটা হতে পারে নাকি? তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে, বুড়ো যারা কাশি রোগে ভোগে তারা অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেদের গলার ভেতরে হঠাৎ খুশ খুশ অনুভব করে। তখন তাদের গলা পরিষ্কার করে নিতে হয়। আমার তো মনে হয়, তোমার মা কোনো শিশুকেই কেঁদে উঠতে শুনেছিলেন, তারপরে কোনো বুড়ো কেশে উঠেছিল, কি বল?

ছেলেটি পরাস্ত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। জয়নাল অনুভব করতে পারে, যুক্তির কাছে তার এ পরাজয় নয়। গুছিয়ে কথা বলবার প্রতিভা তার নেই—এটা অনুভব করেই ছাত্রটি এখন পরাস্ত বোধ করে।

জয়নাল লক্ষ্য করে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আফজাল সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন সিগারেট ধরাবে, কিন্তু সন্দেহ করা যায় ক্লাশের কথোপকথন শোনবার জন্যেই সে দাঁড়িয়েছে।

আর কেউ কিছু বলবে? আর কেউ জন্তুটির ডাক শুনেছে বলে জান?

শুনে থাকলেও কেউ আর এগিয়ে আসে না। স্তব্ধতা খণ্ডিত হয় না। বারান্দা থেকে আফজাল সাহেবও চলে যায়। না, তার দেশলাইতে একটি কাঠিও অবশিষ্ট নেই। বাক্সটা সে মাঠের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়।

সুন্দরী মেয়েটি জিজ্ঞাসু এবং প্রত্যাশী চোখে জয়নালের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবার অনেকক্ষণ সে চোখ ফেলে রাখে, এমনকি জয়নালের চোখে চোখ পড়বার পরেও।

BanglaBook.org

১১

এখন এক ঘন্টা ছুটি তার। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের বাসা থেকে ভাত এসে গেছে। ঢাকা দেয়া আছে তার টেবিলের ওপর। জয়নাল একবার ঢাকা সরিয়ে দেখে নেয়। আবার সেই পাট শাক দেখে তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। পিরীচে রাখা প্রায় স্বচ্ছ ছোট ছোট মাছের চচ্চড়ি, প্লাস্টিকের তৈরী বলে মনে হয়। চারদিকে সে আবার পচনের গাঢ় ঘ্রাণ পায়। তাড়াতাড়ি খাবার ঢাকা দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে সে।

হাতের কাছেই রেডিও-কর্ডার। ক্যাসেট পরানোই ছিল। চালাতে গিয়ে দেখে ব্যাটারি প্রায় বসে গিয়েছে। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত গান বিকট এক ধীরতায় বেজে ওঠে।

মাসুদা, সেই মেয়েটি, তার মুখ খান খান হয়ে যায় তার স্মৃতির ভেতরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনুষ্ঠানে মাসুদাকে সে প্রথম নিঃশব্দে নিজের করে নিয়েছিল, সেখানে এই গানটি গেয়েছিল ফাহমিদা খাতুন।

গান শিখলে কেমন হয়? গান শেখার বয়স তার আছে কি এখনো? ঈর্ষার সঙ্গে সে ভূধর সরখেলের দিকে তাকায়। প্রতিদিনের ভোর বেলায় সরখেলের গুনগুন সে এখন অস্পষ্ট শুনতে পায় কানে।

হঠাৎ ঠুন একটা শব্দ হয় কোথাও। প্রথম উপেক্ষা করে সে। তারপর চোখ ফিরিয়ে দ্যাখে, জানালার ভেতরে হাত গলিয়ে কে তার খাবার টেনে নিচ্ছে। লাফ দিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে ইস্টিশানের ভিখিরি-যুবতীকে। কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধরা পড়েও পালিয়ে যায় না। অপ্রত্যাশিত রকমে শাদা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

১২

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব তাঁর ঘরে বসে হাপুস হুপুস করে একটা আম খাচ্ছিলেন। জয়নালকে দেখেই তিনি টাকরায় সুখ-শব্দ তুলে বলেন, খাবেন?

জয়নাল একটু হেসে নীরবে মাথা নাড়ে। একটু আগে সব ভাত সে যুবতী-ভিখিরিকে দিয়ে দিয়েছে। খিদে যা পেয়েছিল তা উবে গিয়েছিল যুবতীর সাক্ষাতমাত্র। এখন আমের গাঢ় হলুদ রস এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কনুইয়ে বসা নীল একটা মাছি দেখে তার ভেতরটা ঘুলিয়ে ওঠে। এ রকম বোধ হয় থকথকে পচা পাঁকের ভেতরে কেউ তাকে ক্রমাগত ঠেসে ধরছে।

রক্ষে এই, বাইরে চনমনে রোদ্দুর। সেদিকে তাকিয়ে জীবনের প্রতি এক ধরনের মমতা হয়। প্রত্যয় হয়, পচনশীলতাও শেষ সত্য নয়।

বাড়ির আম। একটা ছেলে নিয়ে এসেছিল।

BanglaBook.org

জয়নাল এবার দেখতে পায়, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের চেয়ারের পাশে এক ঝুড়ি আম রাখা। হাত চেটেপুটে আঁটিটা তিনি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। জয়নালের কৌতূহল হয়, কারো গায়ে পড়ল কিনা। আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে 'এহ্' জাতীয় একটা শব্দ করে ওঠেন, তারপর বেয়ারাকে হাঁক দিতে দিতে বাইরে চলে যান। বেয়ারা কলসি থেকে পানি ঢেলে দেয়, তিনি অনেকটা পানি খরচ করে হাত ধুয়ে নেন। রুমালের অভাবে শেরোয়ানীর ভেতর থেকে পাঞ্জাবীর খুঁট বের করে কনুই পর্যন্ত মুছে নেন। খুঁট মুখ পর্যন্ত পৌঁছোয় না বলে ঠোঁট তাঁর ভিজে থাকে।

বেয়ারাকে বলেন, চারটে করে আম সব প্রফেসর সাহেবকে বাসায় দিয়ে বাকিগুলো আমার বাসায় দিয়ে আসবি।

ঘরের ভেতরে এসে তাঁর খেয়াল হয়, চেয়ারের পিঠে তোয়ালে ছিল। তিনি এখন খপ করে তোয়ালে নিয়ে পরিষ্কার করে মুখ মুছে আয়েস করে বসেন। বলেন, রংপুরের আম খুব ভাল হয় না। এটা বেশ মিষ্টি ছিল। আঁশও নেই। দুধ দিয়ে খাবার মত। অবশ্য দুধের যা দাম আজকাল। ঢাকায় কি রাজশাহীর আম উঠেছে?

ভ্রু কুঞ্চিত করে জয়নাল।

ঠিক বলতে পারছি না।

আমার কি মনে হয় জানেন?

জয়নাল উৎসুক চোখে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে তাকায়। আম সম্পর্কে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশায় সে কৌতূক অনুভব করে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট পাঠানো দরকার। কি বলেন?

জয়নাল একটা সিগারেট বের করে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দেয়, কিন্তু তিনি নেন না। আসলে তিনি খান না।

সিগারেট ধরিয়ে জয়নাল বলে, রংপুরের আম হয়ত ভালও আছে, কিন্তু লিখবেন কী? আর লিখলেই বা কোন কাগজে ছাপবে বুঝতে পারছি না।

আরে না না। সে কথা নয়। এই যে বাচ্চাটার লাশ পাওয়া গেল, অচেনা জন্তু, সেই জন্তুটার একটা খবর পাঠানো দরকার কাগজে। পাঠালেই ওরা ছাপবে। রোজ এ রকম খবর বেরুচ্ছে। দেখেননি? অমুক জায়গায় অজানা জন্তুর আবির্ভাব! আতংকে জনসাধারণ ঘরের বার হচ্ছে না? মানে, সন্ধ্যের পর।

জয়নাল চুপ করে থাকে।

আমি অবশ্য একটা খবর লিখে রেখেছি। দেখবেন নাকি?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ড্রয়ার খুলে লজ্জিত ভঙ্গীতে একটা ফুলস্কেপ কাগজ বের করে তার হাতে দেন। 'রাজারহাটে অজানা জন্তুর নির্মম শিকার— শিরোনামটি লাল কালিতে দাগ দেয়া।

খবরটা পড়ে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে জয়নাল বলে, ভালই তো হয়েছে।

সখেদে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যোগ করেন, একটা ছবি তোলাতে পারলে খুব ভাল হতো। কি বলেন?

BanglaBook.org

জন্তুটাকে তো কেউ দেখেই নি।

না, না, জন্তুর নয়। ঐ বাচ্চাটার।

সত্যি, বাচ্চাটার ঘটনা খুব দুঃখজনক। দেখলাম, ছাত্রদের অনেকে বিশ্বাসও করে। গ্রামে থাকলে যা হয়।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

জানেন, চোখ আধো বুঁজে তিনি এবার বলে চলেন, পৃথিবীতে বহু কিছু আছে যা আমরা জানি না। আপনাদের বিজ্ঞানীরা কটা প্রাণীর হদিস রাখে? বরং আমাদের সাধারণ মানুষেরা খোঁজ খবর রাখে অনেক বেশি। এ সব নিয়ে রীতিমত গবেষণা হওয়া দরকার। অবশ্য সে গবেষণারও অনেক অসুবিধা। এখন, গারো পাহাড়ে আপনি যাবেন কি করে? ইনডিয়া পারমিশন দেবে না। ইনডিয়া হয়ত মনে করে নেবে আপনি অন্য কোনো মতলব নিয়ে যেতে চাইছেন। আমার বিশ্বাস জন্তুটির আস্তানা আসলে গারো পাহাড়ে। কোন গতিকে দল ছাড়া হয়ে এখানে এসে পড়েছে। পরিষ্কার দিনে পূব দিকে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখবেন, স্পষ্ট গারো পাহাড় দেখা যায়। বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি প্রথমে যখন এসেছিলাম, সন্ধ্যের ঠিক আগে, মগরেবের আজানের জন্যে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ মনে হলো দূরে পাহাড়ের গায়ে কি যেন সার বেঁধে চলেছে। আমি মনে করি চোখের ভুল। পরে সরখেলবাবুর কাছে শুনলাম, হাতি। হ্যাঁ, সাহেব, হাতির পাল, পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে। এখন অবশ্য চোখের জোর কমে গেছে, চশমা ছাড়া এই আপনি যে এত কাছে আপনাকেও ভাল দেখতে পাই না। তার জন্যে দুঃখ করি না। বয়স অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে গেলেও অনেক কিছু দিয়েও যায়। আপনার বয়স হলে স্মরণ করবেন, আমি একদিন বলেছিলাম।

কথার খেই হারিয়ে হঠাৎ বড় অপ্রতিভ হয়ে যান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। হয়ত অপেক্ষা করেন জয়নাল কিছু একটা উত্থাপন করবে, তখন তাঁর মনে পড়বে কি বলছিলেন। কিন্তু জনয়ালও চুপ করে থাকে।

অচিরে মনে পড়ে যেতেই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব শুরু করেন, কি জানেন, শহরে যাঁরা আছেন, তাঁরা মনে করেন তাঁরাই সব জাননেওয়ালা। এই যে জন্তুটা, শিশুর মত কাঁদে, আবার বুড়ো মানুষের মত খকখক করে, নতুন একটা প্রাণী হতে পারে যার খবর হয়ত বৈজ্ঞানিকেরা রাখেনই না। ধরা গেলে হয়ত দেখবেন চারদিকে ভীষণ একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। তখন আপনি যে প্রথম খবরটা দিয়েছিলেন, সে কথা কেউ মনেও রাখবে না। কি বলেন?

জয়নাল বলে, কিন্তু আপনি কোত্থেকে শুনলেন, জন্তুটা শিশুর মত কাঁদে বুড়োর মত কাশে?

কেন? সবাই বলছিল।

আমার ক্লাশেও একটা ছেলে বলছিল তার মা নাকি শুনেছে।

আমি শুনলাম আমার বাসার চাকরের কাছ থেকে।

সে নিজে শুনেছে?

ভ্রু কুঞ্চিত করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকিয়ে রইলেন খানিক।

BanglaBook.org

না, তাকে জিগ্যেস করিনি।

জয়নাল যোগ না করে পারে না, সে নিজে শুনে থাকলে তো বলতে হয়, জন্তুটা আপনার বাসার কাছ দিয়ে ঘুরে গেছে।

মনে হয় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শিউরে উঠলেন এ কথা শুনে।

না, না, এ দিকটা তো মানুষজনের খুব বাস। এদিকে আসবে না।

কেন আসবে না?

এর কোনো সদুত্তর তাঁর মাথায় আসে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ তিনি অচিরেই তুলে আনেন।

আপনার লাগছে কেমন?

প্রসঙ্গটা ঠিক সনাক্ত করতে পারে না জয়নাল।

ভয় পাবার মত এখনো কিছু বোধ করছি না, এই পর্যন্ত।

ভয়?

মানে ঐ জন্তুটাকে ভয়।

আহা সে কথা নয়। এখানে আপনার লাগছে কেমন? নতুন এসেছেন, মানিয়ে নিতে পারছেন তো?— তাই জিগ্যেস করছি।

দৃশ্যতই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বিরক্ত দেখা যায়। তাঁকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। বারবার প্রসঙ্গ ভুল বুঝেছে জয়নাল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে সে অন্যমনস্ক অর্থাৎ এখানে তার মন বসছে না।

অপ্রস্তুত হয়ে জয়নাল উত্তর দেয়, ভালই তো লাগছে, বেশ লাগছে।

সময় লাগবে, কিছুটা সময় লাগবে। তারপর দুদিন পরেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। এ জায়গা ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আরে সাহেব, আমিও ঢাকায় থাকতাম, ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। কোনোদিন কি ভেবেছি অজ পাড়া গাঁয়ে এসে বাস করতে হবে? বাস তো করছি। খারাপ লাগছে না। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মন খারাপ যে হয় না তা নয়। বিশেষ করে যখন ঢাকা যাই, তখন পুরনো বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের সঙ্গে দেখা হলে মনে হয়, একশো বার মনে হয়, ওরা বেশ আছে। হ্যাঁ, তবে আপনাকে এও বলব, এখানে যে সম্মান পাবেন, আপনার ঐ ঢাকা শহরে, সভরিন ইনডিপেনডেন্ট কান্ট্রির ক্যাপিটালে তার আধলাটিও পাবেন না। অতবড় শহরে কে কার তোয়াক্কা করে বলুন? কোথাকার কোন কলেজের প্রফেসর, তার কি দাম আছে? কিন্তু এখানে আপনি দশজনের একজন নন, দশজনের মাথা। হ্যাঁ, লোকে আপনাকে মাথায় করে রাখবে। আচ্ছা, ঢাকায় আপনার ক্লাশে কোনো ছাত্রীটাত্রী ছিল না?

প্রথমে একটু হকচকিয়ে যায় সে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করেন।

মানে ক্লাশফ্রেণ্ড।

ও, হ্যাঁ,হ্যাঁ, তা ছিল বৈকি।

কজন?

BanglaBook.org

জয়নালকে কষ্ট করে মনে করতে হয় না। সংখ্যা তার জানাই আছে। হৃদয়ে যাকে বলে আঁকা হয়ে আছে।

এগারজন।

এগারজন? বলেন কি সাহেব? বেশ তোফা ছিলেন বলুন।

বছরের পর বছর একই ক্লাশে থেকেও কারো সঙ্গে যে তার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত হয়নি সেই বিষাদ হঠাৎ জয়নালকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার স্মরণ হয়, রেডিও-কর্ডারের ব্যাটারি কিনতে হবে। এখানে ব্যাটারি পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না তার। সে রকম কোনো দোকান এ তল্লাটে এখনো তার চোখে পড়েনি। একবার জিগ্যেস করবে নাকি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে?

তার আগেই তিনি সমুখে ঝুঁকে গলা নিচু করে প্রশ্ন করেন, ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল নাকি? আপনার ক্লাশফ্রেণ্ডদের ভেতরে?

না, না।

আমাদের সময়ে জানেন, ক্লাশে ছিল একটিমাত্র মেয়ে। তাও বিবাহিতা। বলে খ্যা খ্যা করে হাসতে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। তারপর যোগ করেন, মেয়েটি অবশ্য দেখতে ভাল ছিল।

তাই নাকি?

তবে সেবার ঢাকা যাবার পথে হঠাৎ ফুলছড়ির ইসটিমারে দেখা। বুড়ি হয়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না এক সময়ে কী ছিল।

আপনি পাশ করেছেন কবে?

ফিফটি ফাইভ। আপনি তখন বোধ হয় স্কুলে।

চুপ করে থাকে জনয়াল। জানালার ভেতর দিয়ে গলগল করে বয়ে আসা উৎকট ক্ষতের দুর্গন্ধ এখন স্বাভাবিক বলে বোধ হতে থাকে তার। সে ঈষৎ অবাক হয়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পেছন ছাড়েন না।

কোন ক্লাশে পড়েন তখন?

ক্লাশ ওয়ানে।

জয়নালের মনের ভেতরে একটি প্রশ্ন বুড়বুড়ি কাটে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কি বাতাসে এই গাঢ় দুর্গন্ধ টের পান? সে যেখানে ঠোঁট বন্ধ রেখেও বিবমিষার হাত থেকে নিস্তার পায় না, তিনি সেখানে 'ক্লাশ ওয়ানে' শুনে এতক্ষণ হাঁ করে আছেন কি করে?

হঠাৎ প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে ওঠেন, এগারজন মেয়ে ছিল? কি আশ্চর্য। ভাবাই যায় না। এখন শুনি ইউনিভার্সিটির অর্ধেকই মেয়ে?

তা হবে।

শুনি ছেলেমেয়ে খুব মেলামেশা হয়?

ঐ আর কি।

বলুন, বলুন, শুনি। শুনতেও ভাল লাগে। তবে দুঃখ কি জানেন? শুনি, আজকাল নাকি মরালিটি বলতে কিচ্ছু নেই। যে যার সঙ্গে খুশি কথা বলছে, হাত ধরছে, ঢলাঢলি করছে।

BanglaBook.org

সেদিন একজন বললেন, ঢাকায় আমার এক আত্মীয়, তিনি বললেন—আর্টস বিল্ডিংয়ের ছাদে নাকি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্যাকেট পাওয়া গেছে। সত্যি নাকি?

কই, শুনিনি তো।

সত্যি বলেই মনে হলো। আমার সে আত্মীয় মিথ্যে বলার লোক নন। তাঁর কাছে যা শুনলাম, শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। এই আমাদের তরুণ সমাজ? এদের ওপরই জাতির ভবিষ্যত? তা কি বলে, আপনার ঘনিষ্ঠ-ফনিস্ট কেউ ছিল না?

জয়নাল হেসে মাথা নাড়ে নিঃশব্দে।

আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি চরিত্রবান লোক। আর এই রকম প্রফেসরই আমার দরকার। আমি এখানে শুধু কলেজের পড়া পড়িয়েই দায়িত্ব শেষ, বিশ্বাস করি না। ছেলেমেয়েরা কলেজে আসে জ্ঞান শিক্ষা করতে, চরিত্র গঠন করতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে। আপনাকে দিয়ে হবে। আপনার ওপর আমি অনেক আশা করে আছি। পাড়াগাঁ বলে এখন হয়ত খারাপ লাগছে, দুদিন বাদে দেখবেন এখান থেকে সরতে মন চাইছে না।

জয়নাল উঠে দাঁড়ায়।

কোনো কথা ছিল?

না।

ক্লাশ নেই?

টিফিনের পর।

ঘরে যাচ্ছেন? তাহলে দুটো আম হাতে করেই নিয়ে যান।

কলেজের শেষ প্রান্তে তার নিজের থাকবার কামরার কাছে এসে দ্যাখে যুবতী-ভিখিরি ভাত শেষ করে মাথার উকুন বাছছে। জয়নাল আম দুটো তাকে দিয়ে দেয়। আম হাতে নিয়ে যুবতী অশ্লীল একটা ভঙ্গী করতেই সে ঘরের ভেতরে গিয়ে ওয়াক করে ওঠে। পচা গন্ধটা তার গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চায় না।

১৩

এগারজন মেয়ের প্রত্যেকের মুখ আলাদা করে জয়নাল এখনো মনে করতে পারে।

এগারজনের ভেতরে দুজন বিবাহিতা।

চারজন ক্লাশেরই চারজন সহপাঠীর সঙ্গে প্রেম করত।

একজনের প্রেম ছিল সায়েন্স বিল্ডিংয়ে।

একজন আসত বোরকা পরে, মাথার অংশ খোলা থাকত তার।

একজন ছিল অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী।

একজনের মুখে বসন্তের দাগ।

BanglaBook.org

একজন ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। অথচ সবচেয়ে শীতল। মনে হতো বরফ দিয়ে আল্লা তাকে তৈরী করেছেন। সে ক্লাশে ঢুকত সবার শেষে, বেরুত সবার আগে। কেউ তাকে কখনো কথা বলতে শোনেনি। শেষ বর্ষে মেয়েটি একদিন ক্লাশে আসে না। পরে শোনা যায়, সে আত্মহত্যা করেছে। মেয়েটির নাম ছিল মাসুদা। মাসুদার কথা মনে হলেই ফাহমিদার গান মনে পড়ে যায়। ছেলেমেয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিল। আর সে, জয়নাল, ভিড়ের ভেতরে হঠাৎ মাসুদাকে আবিস্কার করে, বহু দূর থেকে তার দিকে তাকিয়েছিল। একটা গানের ভেতরে একটি জীবন অতিবাহিত গিয়েছিল।

১৪

টিফিন পিরিয়ডে বাজারের চায়ের দোকানে ছেলেরা গিয়ে ভিড় করে।

চা দেখি, দুকাপ চা।

এই, গজা দাও এক প্লেট।

এদিকে, কলা একটা এদিকে।

স্যারকে মিথ্যে কথা বলেছিস। তোর মা মোটেই শোনেনি।

কক্ষনো না।

শুনেছে?

হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনেছে। ঠিক সন্ধ্যের সময়। রান্নাঘরের পেছনে। বাচ্চার কান্না। তারপর বুড়ো মানুষের মত কাশি। রান্নাঘরের পেছনে ঝোপ। সেখানে বাচ্চা আর বুড়ো আসবে কোত্থেকে?— জন্তুটা যদি না হয়?

তোর মা তখন কি করল?

চায়ে চিনি দেখি ভাই।

আমি বাড়ি ছিলাম না। এসে শুনলাম।

এহ, এ কলার আধখানাই পচা।

স্যার কিন্তু তোর কথা মোটেই বিশ্বাস করেন নি।

আবার তর্ক করছিল।

ঢাকা থেকে এসেছে তো? ঢাকার মত সব মনে করে।

মনে হয় স্যারটা ভাল।

খুব স্মার্ট।

আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলে।

সবচেয়ে শয়তান আফজাল সাহেব। একটু ইংরেজী জানে বলে ফুটানি কত। গলায় আবার টাই।

এখনো বিয়ে করেনি।

BanglaBook.org

কে? কে বিয়ে করেনি?

জয়নাল স্যার।

প্রেম করছে বোধ হয়।

কি করে বুঝলি?

ঢাকায় সকলেই প্রেম করে, জানিস না?

যা। হতেই পারে না।

দেখিস ঢাকায় গিয়ে।

এই ছাত্রটি কয়েকবার ঢাকায় গিয়েছিল। তাই তার কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারে না। আড্ডায় ঢাকা সম্পর্কে তার কথাই শেষ কথা।

এ কি তোর রাজারহাটের মেয়ে পেয়েছিস? রংপুর পর্যন্ত যাদের দৌড়। ঢাকায় আজকাল সব মেয়ে ভীষণ ফরোয়ার্ড।

ছাত্রটির মুখের দিকে সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কারো কারো ঢাকা বেড়িয়ে আসবার বাসনা হয়। ইস্টিশানের এই পথ, বাঁশবন, পাটের গুদাম—কেমন অবাস্তব বলে বোধ হতে থাকে কিছুক্ষণের জন্যে।

ছাত্রটি আরো বলে, ঢাকায় মেয়েরাই ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে। ঢাকার ছেলেগুলোই মেয়ে। রমনা পার্কে গিয়ে দেখবি কলেজের মেয়েরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা ছেলেদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এক ধরনের তৃপ্তি হয় শ্রোতাদের। না, ঢাকার চেয়ে তাহলে ভাল আছে তারা। আর যাই হোক, মেয়েলিপনা রাজারহাটের ছেলেদের নেই।

জয়নাল স্যারকে দেখলেই বোঝা যায়।

কেমন মেয়েলি, না?

একজন ভীরু প্রতিবাদ করে ওঠে।

ওটা হয়ত স্টাইল।

রাখ তোর স্টাইল।

দেখিস না, বাম হাতের কড়ে আঙুলে নোখপালিশ?

সকলেরই মনে পড়ে যায়, প্রথম দিনেই তারা জয়নালের নোখে রঙ দেখেছে। এর পর আর কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না।

BanglaBook.org

১৫

মাসুদা আত্মহত্যা করেছিল কেন? কি তার দুঃখ ছিল? কোন পরিবারের মেয়ে ছিল সে? ভাই ছিল? বোন ছিল? দুঃসহ হয়েছিল কোন দুঃখ তার? কোন সড়কে সে থাকত? তার বাড়ির রঙ কি ছিল?

স্যার।

বেয়ারা চিঠি দিয়ে যায়। ঢাকা থেকে পোস্টকার্ড। পাঁচ বছর যে বাড়িতে থেকে সে পড়াশোনা করেছে তারা চিঠি দিয়েছে।

'এদিকে তোমার মালামাল সমুদয় গুছাইয়া রাখিয়াছি। আশা করি এবার ঢাকা আসিলে তুমি লইয়া যাইবা। অথবা ইহার কি বন্দোবস্ত করিব সত্বর জানাইবা। রেহানার হাম হইয়াছে। জিনিসপত্রের দাম দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ অবস্থায় আল্লাই জানেন কি করিয়া সংসার চলিবে। আশা করি রাজারহাটে তোমার কলেজ ভালই চলিতেছে। অন্তত সেখানে খাঁটি দুধ ঘি পাইতেছ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় জয়নাল।

তার চোখে পড়ে ক্লাশের সেই মেয়েটি মাথা নিচু করে বুকের ওপর বই চেপে ধরে হেঁটে চলেছে। একা একা। মাঠের ভেতর দিয়ে, বাবলা গাছের নিচ দিয়ে, ধুলো ওড়া সড়কের দিকে সে চলেছে।

বাড়ি চলে যাচ্ছে? ক্লাশ নেই?

জয়নাল হতাশ বোধ করে।

উজ্জ্বল রোদের ভেতরে তার নীলশাড়ি অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

মাসুদা কোন দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল?

১৬

সে একটি সংসার রচনা করে।

মাসুদার সঙ্গে সংসার। তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা আত্মহত্যার চেয়ে নিশ্চয়ই দুঃখের কিছু নয়। ধরা যাক, মাসুদার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল। সেই ভালবাসা পরিণত হয়েছে বিবাহে।

না, নীলশাড়ি নয়। মাসুদাকে নীলশাড়িতে সে দেখতে চায় না। বারবার শাদা রঙ তার চোখের ভেতরে ঘুরে ফিরে আসে। শাদায় যতখানি মানায় মাসুদাকে আর কোনো রঙে মোটেই নয়। তাও পাড়হীন শাদাশাড়ি।

অনেকদূরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মাসুদা। অনেকদূর থেকে জয়নাল তাকে অনিমেষ চোখে এখন দ্যাখে। তারপর যখন সে অনুভব করে মাসুদা তার কাছে আসবে না, তাকেই যেতে হবে, সে এগোয়। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মাসুদার সঙ্গে সেই দূরত্ব অমোচ্য থেকে যায়। ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় তাকে। সন্তর্পণে, খুব একাগ্র হয়ে, মাসুদাকে ফাঁকি দিয়ে তাকে এখন এগোতে হয়। এখন একটু একটু করে সেই দূরত্ব কমে আসতে থাকে।

সে কাছে আসে।

কিন্তু মাসুদার কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায় না, অথচ মনে হয় মাসুদা তাকে ছোট ছোট শব্দে কি একটা বলে চলেছে।

BanglaBook.org

আসলে সে জানে না, মানুষের কল্পনারও সীমাবদ্ধতা আছে। যত ই — যেরকমই কেন কল্পনা বাস্তবের সুতো ছিঁড়ে ধাবমান হতে পারে না।

বোবা একটি মানুষের সঙ্গে সে এখন নিজেকে সংসার করতে দেখতে পায়। জয়নাল সে সংসার ঢাকায় কল্পনা করে। কলেজের বাইরে বিশাল বাবলা গাছটিকে রমনা পার্কের বলে মনে হয় তার।

ঢাকা এখনো তার রক্তের ভেতর থেকে ধৌত হয়ে যায়নি। তার চোখের সমুখে জ্বলজ্বল করে ওঠে নিউমার্কেটের ভিড়, সিনেমার পোস্টার, ইউনিভার্সিটির লম্বা করিডর আর রমনার গাছপালা। সেখানে মাংসের পচন নেই। কোথাও কোনো ক্ষত নেই।

জয়নাল এখন গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা বসে আছে, চিনেবাদাম ভাঙ্গছে, ফিসফিস করে কথা বলছে।

কি কথা বলে ওরা?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে কথাটা বললেন, সত্যি? ইউনিভার্সিটির ছাদে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্যাকেট পাওয়া গেছে। কে ব্যবহার করেছে? কখন? কোথায়? ছাদেই? তারপর তারা আবার ক্লাশে এসেছিল কি?

জয়নালের চোখের ওপর দিয়ে ক্লাশের এগারটি মেয়ের চেহারা অতিদ্রুত পার হয়ে যায়। ক্লাশের বাইরেও অন্য ক্লাশের কোনো কোনো মেয়ের চেহারা তার মনে পড়ে যায়। বিছানায় সে উঠে বসে। দু হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে নিজের চোখ টিপে ধরে সে।

কোন মেয়েটির সঙ্গে কোন ছেলে?

তার বড় ইচ্ছে ছিল, পাশ করে, ইউনিভার্সিটির কাউকে বিয়ে করে ঢাকায় চাকরি করে। সাজানো একটা বাসা হয় তার। সে বাসায় নীল রঙের ময়ূরশোভিত জানালার পর্দা থাকে। ফিনফিনে রুমাল ঢাকা ট্রে করে চা আসে। টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত হয়। 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।' নিজস্ব বাথরুম থাকে। বন্ধুরা সে বাসায় এসে ঈর্ষা করে। তার বৌয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। শোবার ঘরে বিছানার চাদর টানটান পাতা থাকে। চুলের ভিজে সুগন্ধ বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। দেশের বাড়িতে গেলে তার কৃতিত্ব এবং প্রতিষ্ঠার প্রশংসা হয়।

রাজারহাট কলেজে ছুটির ঘন্টা পড়ে যায়।

BanglaBook.org

১৭

কালভার্টের ওপর আমগাছের ছায়ায় বসে আছেন করিম সাহেব। এখানকার ব্যাংকের ম্যানেজার। জয়নালকে আসতে দেখে উৎসুক চোখে তিনি তাকান। তারপর একগাল হেসে নীরবে একটু জায়গা ছেড়ে দেন।

বেশ লাগে বিকেলে এখানে বসে থাকতে।

হ্যাঁ, বেশ নিরিবিলি জায়গাটা।

সিগারেট চলে?

সিগারেট? দিন একটা।

দুজনে সিগারেট ধরিয়ে, দূরে, মাঠের শেষ মাথায়, দেয়ালের মত ঘন গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করিম সাহেব হেসে ফেলেন।

জানেন প্রফেসর সাহেব, যখন ছোট ছিলাম, ট্রেনে করে যেতাম আর মনে মনে ভাবতাম, এ কি ব্যাপার? ট্রেন একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে চলেছে, চারদিকে কেবলি বন আর বন, কিছুতেই ফাঁকা জায়গা থেকে বেরোই না, বনও পেছন ছাড়ে না। বাবাকে একবার জিগ্যেস করে বেজায় ধমক খেয়েছিলাম।

জয়নাল কিছু বলে না। আসলে সে তখনো ঢাকার কথা ভাবছে। বরং ঢাকার কথা এই মুহূর্তে তার আরো বেশি করে মনে পড়ছে। স্টেডিয়ামে এখন কাদের খেলা হচ্ছে?

গোল দেবার পর দর্শকদের সোল্লাস চিৎকার সে স্পষ্ট শুনতে পায়। পর মুহূর্তেই চারদিকের অখণ্ড নীরবতা সর সর করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। দিনের আলো পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করে গলিত সেই ঘ্রাণ এখন তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গোলাকার ধারণ করেছে।

করিম সাহেবকে সে জিগ্যেস করে, আচ্ছা, একটা গন্ধ কিসের আপনি পান? কেমন একটা চাপ বাঁধা গন্ধ। খুব ঝাঁঝাল। আবার এখন ঠিক অতটা নয়।

করিম সাহেব অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। জয়নালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো উপলব্ধি করবার প্রাণপন চেষ্টা করেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে বলেন, চমকে দিয়েছিলেন, সাহেব। বাঘের গায়ে গন্ধ পাওয়া যায় বোঁটকা, ভাবলাম আপনি হয়ত জন্তুটার গন্ধই পাচ্ছেন। ও কিছু না। পাট পচাতে দিয়েছে চাষীরা। সেই গন্ধ।

এরা এখানে থাকে কি করে?

'অভ্যেস। আপনারও অভ্যেস হয়ে যাবে দেখবেন।'

গন্ধটার যেন প্রাণ আছে। রাত নেমে আসবার সঙ্গেসঙ্গে মানুষ যেমন ঘরে ফিরে যায়, গন্ধটাও এখন সারাদিনের পর ফিরে যাচ্ছে।

করিম সাহেব হঠাৎ ঘোষণা করেন, আমার হয়ত শিগগিরই ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ঈর্ষা অনুভব করে জয়নাল। ছোট্ট একটা তীর তার শরীরে বিঁধে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

কোথায় ট্রান্সফার?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেন করিম সাহেব, আমি বলে দিয়েছি, হেড আপিস ছাড়া আমাকে যেন ট্রান্সফার করা না হয়। তাহলে আমি নেব না। আসলে কি জানেন, কিছু লোকের বিরাট এক ষড়যন্ত্র চলছে।

কি রকম?

তারা চায়না এফিসিয়েন্ট লোকজন হেড আপিসে আসুক। মফস্বলে ফেলে রাখতে চায়। তাহলে তাদেরই সুবিধে, বুঝলেন না? তাদের চড়চড় করে প্রমোশন হতে পারবে।

বলেন কি?

BanglaBook.org

যা বলছি, শুনে রাখুন। আমার তো কম দিন হয়ে গেল না? আরে সাহেব, আমি সার্ভিসে ঢুকেছি আজ এগার বছর, সেই পাকিস্তান আমলে, তখন করাচীর অফিসারদের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে কাজ পেতে হতো। বাঙ্গালীর ভেতরে খুব হাই কোয়লিফিকেশন না থাকলে সে সব আমলে কাজ পাওয়া যেত না। আমি সেই তখনকার রিক্রুট। বলতে পারেন ওপরতলার ষড়যন্ত্র যদি নাই হবে, কেন আমি আজ মফস্বলে পড়ে আছি? কারো চেয়ে কাজ আমি কম জানি? তারপরে, প্রফেসর সাহেব, আরো এক কথা আছে।

করিম সাহেব নড়েচড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন।

সেটা আবার কি?

খুঁটি।

খুঁটি?

হ্যাঁ, শুনে রাখুন, খুঁটির জোর যাদের আছে তারাই ঢাকায় ভাল ভাল ফ্ল্যাট নিয়ে আছে, মোটর হাঁকাচ্ছে, ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফুঁকছে। আমাদের তো খুঁটি নেই, অতএব আমরা মরে আছি। আপনিও আছেন আমিও আছি। বুঝলেন সাহেব, দুনিয়াটা চলছেই খুঁটির জোরে।

উঠি উঠি করে জয়নাল।

আরে বসুন, বসুন। আপনিও বিদেশী, আমিও বিদেশী। এখানে তো কথা বলবার কেউ নেই। এখানে যারা আছে তারা সব কুয়োর ব্যাং। আপনি ঢাকার বলে হয় আপনাকে চৌদ্দ হাত দূরে রাখবে, আর নয়তো আপনাকে টেনে ঐ কুয়োর ভেতরে নামাবার চেষ্টা করবে। বসুন, বসুন।

অগত্যা বসতে হয় জয়নালকে। আসলে তার বসতে এখন ইচ্ছে করে না। তার কারণ এই নয় যে লোকটিকে সে অপছন্দ করে। সে বসতে চায় না কারণ তার কোনো কিছুই এই মুহূর্তে বাস্তব বলে বোধ হয় না। কেন তা বোধ হয় না, সে নিজেও জানে না। কেবলি মনে হয়, সে একটি অতল শূন্যতার ভেতর দিয়ে বায়ুতাড়িত হয়ে চলেই চলেছে।

নিন, আরেকটা সিগারেট নিন। কতদিন প্রফেসরি করছেন?

এখানেই প্রথম।

ও, হালে পাশ করেছেন?

গত বছর।

বিয়ে তো করেননি।

না।

ভাবছেন?

দেখি।

কোথাও কথা ঠিক হয়ে আছে?

না, না।

কিন্তু যেভাবে জয়নাল না, না বলে তাতে শ্রোতার বোধ হয় বিপরীতটাই সত্যি। জয়নাল নিজেও সেটা অনুভব করে; ফেরাবার পথ দেখে না।

করিম সাহেব সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, ঢাকার মেয়ে?

BanglaBook.org

সত্য এবং মিথ্যা এক হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি? কখনো কখনো এ রকম দুটি চিহ্নের মাঝখানে দুহাত বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগে।

জয়নাল স্মিতমুখে চুপ করে বসে থাকে।

অন্তরঙ্গ উৎকণ্ঠার সঙ্গে করিম সাহেব মত প্রকাশ করেন, ঢাকার মেয়ে হলে তো আপনাকে মুশকিলে পড়তে হবে, প্রফেসর সাহেব।

কেন?

তার কি রাজারহাটে মন বসবে? না সে আসতে চাইবে?

সমস্যা বৈকি।

এ ধরনের সমস্যা একটা হতে পারে; মাসুদার মুখ মনে পড়ে যায়, জয়নাল সমস্যার পটভূমিতে মাসুদাকে দাঁড় করিয়ে নীরবে তাকে দেখতে থাকে।

করিম সাহেব একটি সমাধান উপস্থিত করেন।

অবশ্য এখানেই যে বাকি জীবন আপনাকে থাকতে হবে তা নয়। ঢাকায় একটা চান্স পেয়েও যেতে পারেন। আপনার শ্বশুরের জোর থাকলে অনেক কিছু করেও ফেলতে পারেন। তবে আমার কথা যদি শোনেন মাস্টারি ছেড়ে ভাল একটা ব্যবসা ট্যাবসা যদি ধরতে পারেন সুখে শান্তিতে রাজার হালে থাকতে পারবেন।

শুনতে মন্দ লাগে না জয়নালের। মনে মনে সে আশা করে, অবিরাম বলে যান করিম সাহেব। কিন্তু না, অচিরেই বক্তা একটি ছোট্ট নিঃশশ্বাস ফেলে একেবারে চুপ করে যান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন কালভার্টের পাশে কাঁটাঝোপের দিকে।

শেষ পরীক্ষা পাশ করবার পর, চাকরি নয়, বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল জয়নাল। চাকরির সন্ধান করাটাই ছিল তার কাছে বিভ্রম, আর বিবাহের স্বপ্নটাই বাস্তব।

আলো ঝলমলে তোরণ, তীব্র মদির ঘ্রাণযুক্ত পলান্ন, লালনীল কাগজের মোড়কে উপহারের স্তূপ, পথের ওপর অতিথিদের গাড়ির ভিড়, তার গায়ে শাদা শার্কস্কিনের শেরোয়ানি।

মাসুদা আত্মহত্যা করেছিল কেন?

বাতাসে পচা মাংসের ফিকে ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগে। কবরের ভেতরে মানুষের দেহে পচন ধরে কদিন পরে? এটা কি সত্যি, কোনো কোনো লাশ কখনোই পচে না? এ সম্পর্কে করিম সাহেব কিছু জানেন কি? না, দরকার নেই, প্রশ্ন শুনে তিনি যদি কিছু মনে করেন।

আলো মলিন হয়ে আসে।

হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠেন করিম সাহেব।

জন্তুটার কথা সব শুনেছেন তো?

মুহূর্তে মনে পড়ে যায় জয়নালের।

হ্যাঁ, শুনেছি।

আমার স্ত্রী তো ভয়ে অস্থির। আর ভয় হবেই বা না কেন? দেখছেন তো চারদিকে জঙ্গল। কোথায় যে কি ঘাপটি মেরে আছে কে বলতে পারে?

সভয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করেন করিম সাহেব।

BanglaBook.org

তা ঠিক।

ভীষণ চঞ্চল দেখায় করিম সাহেবকে।

তার ওপর ঘরে আমার ছোট বাচ্চা। ফার্স্ট ইস্যু। শুনলাম, ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপরই নাকি জন্তুটার বেশি নজর।

তাই নাকি?

ব্যাংকে আজ সেই রকমই শুনলাম। স্থানীয় লোকেরা বলছিল। করিম সাহেব প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

চললেন?

নাহ, যাই। বাড়ির দিকে যাই। আসবেন, একদিন আসবেন আমার বাসায়। ঐ তো, ব্যাংকের পেছনেই। তাস খেলেন তো?

না, অভ্যেস নেই।

তাহলে গল্পই করা যাবে। আসবেন।

করিম সাহেব দ্রুতপায়ে সড়ক ছেড়ে খেতের আলের ওপর দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যান। একবারও আর পেছন ফিরে তাকান না।

কালভার্টের পাশে ছোট্ট কাঁটাঝোপটি হঠাৎ জীবন্ত কিছু বলে ভ্রম হয়ে জয়নালের। মনে হয়,কি একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে আছে। তরল অন্ধকারে পাতাগুলোকে জটবাঁধা লোমের মত দেখায়।

১৮

একটু আলো, একটু কোলাহল এখন তার কাছে হঠাৎ খুব প্রার্থিত বলে মনে হয়। কলেজের ক্লাশঘরগুলোর শেষপ্রান্তে যে কামরায় তার বাস, সন্ধ্যার এই রক্তিম অন্ধকারের ভেতরে তা এখন অচেনা এবং শত্রুকবলিত বলে বোধ হয়। স্তব্ধ তা এমনই বিকট যে তেলাপোকার চলাচল পর্যন্ত করাতের তীক্ষ্ণ চিৎকার হয়ে কানে পশে। ভাল করে কান পাতলে অনুপস্থিত ছাত্রদের কলরব-শূন্যতা কল্লোলিত হয়ে ওঠে।

বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখেও সে ওপরে ওঠে না। অস্থিরে সে দ্রুত পায়ে বাজারের দিকে যায়।

বাজারে চায়ের দোকানে কিছু লোক ভিড় করে আছে। দু একটা শব্জির দোকান বসেছে পথের পাশে। মাছের তীব্র আঁশটে ঘ্রাণ ভেসে আসছে মেছোপট্টি থেকে, কিন্তু এখনো সেখানে জেলেরা এসে বসেনি। ইস্টিশান লম্বা হয়ে পড়ে আছে নিম গাছের নিচে। ট্রেন আসবার বেশ খানিক দেরি বলে যাত্রীদের দেখা নেই।

BanglaBook.org

জয়নালের একবার ইচ্ছে হয় চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে এক পেয়ালা চা খায়। কিন্তু তার অনুমান হয়, দোকানের ভেতরে দু একজন ছাত্র বসে আছে। সে বরং নিমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে দূরে ইস্টিশান ঘরে বিরাট গোল লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ জামায় টান পড়ে তার। গোটা অস্তিত্ব ধরে কেউ যেন প্রবল এক টান দেয়। ঘুরে তাকিয়ে শাদা এক পাটি দাঁত ছাড়া প্রথমে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। সে শীতল হয়ে যায়। মৃত্যুকে নিঃশব্দে উৎকট অট্টহাস্য করতে সে প্রত্যক্ষ করে।

তারপর চৈতন্য হয়, এ সেই যুবতী–ভিখিরি।

তখন বাতাস আবার বয়, আলো দীপ্তিময় হয়ে যায়, গাছগুলো ঝাকড়া মাথা নিয়ে আবার সটান হয়। জয়নাল দ্রুতবেগে সেখান থেকে সরে যায়। এবং ভূধর সরখেলের সাইকেলের নিচে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে সরখেল বলে, ঘরে বাতি জ্বালাবারই পয়সা হয় না, সাইকেলে বাতি রাখব কি। লাগেনি তো?

না, না। আমারই দোষ।

আপনারা ঢাকার লোক, সেখানে কত রকমের লাইট, পাড়াগাঁর অন্ধকারে কি আপনাদের মত লোকের চলে অভ্যেস?

আচ্ছা এখানে ব্যাটারি কিনতে পাওয়া যায়?

ব্যাটারি? টর্চের ব্যাটারি? টর্চ রাখা ভাল। বেরুলে টর্চ নিয়েই বেরুবেন।

টর্চ একটা আনা উচিৎ ছিল তার, এখন সখেদে সে নিজেকে তিরস্কার করে। চারদিকের অন্ধকার হঠাৎ আরো দুর্ভেদ্য বলে মনে হয় তার।

টর্চের নয়, ক্যাসেট চালাব। সরখেল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না বলে অনুমান হয়। জয়নাল তখন যোগ করে, গান শোনার জন্যে।

ও সেই ব্যাটারি দিয়ে চলে সেই মেশিন তো? রংপুরে দেখেছিলাম। তা এখানে ব্যাটারি পাবেন, দাম বেশি নেবে। চলে যান না একদিন দুপুরের গাড়িতে রংপুর, সেখানে সস্তা পড়বে। হে হে করে হাসে সরখেল। আমি জানতাম মশাই, আপনি গানের লোক। আপনাকে দেখেই বুঝেছি। আজ তিরিশ বছর গান করছি, দেখলেই বলে দিতে পারি। এখানে আজকাল গানের কোনো কদর নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরখেল চুপ হয়ে যায়। কত আর বেশি নেবে। দোকান খোলা থাকলে চলুন না কিনে নিই। মুদির দোকানে এসে দাঁড়ায় দুজন। বিশ্বাস হয় না, চাল ডাল তেলের দোকানে ব্যাটারি পাওয়া যাবে। কিন্তু যায়। কোন এক জাদুবলে মলিন তাকের ওপর শত রকমের জিনিসের ভেতর থেকে ঝকঝকে চারটে ব্যাটারি বেরিয়ে পড়ে।

কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে সরখেল বলে, গানের যদি শখ থাকে তো ঢাকা ছাড়া আপনার উচিৎ হয়নি। এখানে গান কোথায়? বড়জোর রংপুর রেডিওতে চান্স পাবেন, তাও হাজার রকমের পলিটিক্স। তিন মাসে হয়ত একটা প্রোগ্রাম পাবেন। নিজের কোনো বক্তব্য থাকবে না। গাইতে চান আধুনিক, আপনাকে বলবে ভাওয়াইয়া গাও। এই যে আমি গত ছমাসে একটা প্রোগ্রাম পাইনি। অথচ আমারই কাছে একটু হারমোনিয়াম টিপতে শিখেই আমার ছাত্ররা সব বড় বড় গায়ক হয়ে গেছে। কি বলবেন একে?

BanglaBook.org

কলেজের বারান্দায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে সরখেল ইতস্ততঃ করে বলে, আপনার মেশিনটা একবার দেখা যায়, প্রফেসর সাহেব?

গান শুনবেন?

জয়নাল এখন নিজের কাছেই অজ্ঞাত কারণে খুব একা বোধ করে। ভূধর সরখেলকে গান শোনাবার নাম করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারবে, এই স্বার্থ তাকে হঠাৎ কর্মিষ্ঠ করে তোলে। ব্যাটারি পালটে সে ক্যাসেট চালিয়ে দেয়।

একই সঙ্গে জয়নাল জানতে চায়, রবীন্দ্র সংগীত আপনার ভাল লাগে তো?

আমি নিজেই তো গাই।

প্রথমে যন্ত্রটির দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে সরখেল, তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুঁজে গান শোনে। অচিরে তার ঠোঁট গানের কথাগুলো নীরবে উচ্চারণ করে চলে। হাঁটুর ওপর একটা আঙুল থেকে থেকে তাল দেয়।

দুটো গান হয়ে যেতেই হাত তুলে সরখেল থামাতে বলে।

নাহ্, আর শুনব না। মন খারাপ হয়ে যায়। কি করতে এসেছেন এখানে? কে আছে এ সব বুঝবে? ভাগ্য নেহাত খারাপ বলে আমরা পড়ে আছি। জীবনটাও পার হয়ে গেল। আপনার তো অনন্ত সময় সমুখে পড়ে আছে। চলে যান ঢাকায়। সেখানে গিয়ে গানের চর্চা করুন। শান্তি পাবেন। দেখবেন গানের মত আর কিছু নেই। এই গান শিখেছিলাম বলেই এতদিন পশুর মত পড়ে থেকেও টিকে গেলাম।

সরখেল সাইকেলে উঠতে উঠতে আবার বলে, ঢাকায় ফিরে গিয়ে কিছু যদি করতে পারেন, আমার কথা মনে থাকলে একটিবার ডেকে নেবেন। আমার বড় ইচ্ছে ঢাকায় একবার কোনো আসরে একটা গান করি। ডাকবেন তো?

ভূধর সরখেল মুহূর্তের ভেতরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জয়নাল। জীবনে কোনোদিন সে গান করেনি, ঢাকায় বিন্দুমাত্র তার প্রতিপত্তি নেই, তবু সরখেল যে তাকে গায়ক বলে মনে করেছে, আশা করেছে তার জন্যে সে কিছু অবশ্যই করতে পারবে, এতে তার এখন আরো একা মনে হয় নিজেকে।

১৯

আচ্ছা, ক্লাশের কোন মেয়েটিকে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত তার বৌ হিসেবে? এগারজনের প্রত্যেকের মুখ সে ভাবতে চেষ্টা করে।

চোখে আলোটা বড্ড লাগে। ঢাকা থেকে আসা পোস্টকার্ডখানা ভাঁজ করে সে লণ্ঠনের চিমনির গায়ে বসিয়ে দেয়। ঘরের একপাশ অন্ধকার, আরেক পাশ আলো হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে—কিছুক্ষণ আগে ভূধর সরখেলের সঙ্গে বসে শোনা এই গানটি মনে পড়ে যায় তার। সেই সঙ্গে মাসুদার মুখ। মাসুদাকে সে এখন তালিকা থেকে বাইরে রাখে। মৃত্যুর পবিত্রতা আছে।

তাহলে জীবিত যাদের নিয়ে সে এখন ভাবতে চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্কে ভাবা, তাদের বৌ কল্পনা করাটা কি অপবিত্র এক চিন্তা?

শরীর শিরশির করে ওঠে। বুকের ভেতর মৃদু অথচ তীব্র বাজনা হতে থাকে। জয়নালের কেবলি মনে হতে থাকে, সে একটা কিছু অন্যায় করছে। কিন্তু সেই অন্যায়ের চেহারাটাও খুব স্পষ্ট নয়। এক ধরনের নিষিদ্ধ উত্তেজনা হচ্ছে তার। যে কোনো মূল্যেও এই উত্তেজনার হাত থেকে সে এখন আর নিস্তার কামনা করে না।

বরং প্রায় ক্রোধের সঙ্গে সে কল্পনা করে ক্লাশের সেই মেয়েটির মুখ, প্রেম করছিল সবচেয়ে চুটিয়ে তাদের ক্লাশের সবচেয়ে তুখোড় ছেলেটির সঙ্গে।

সালমা আর এরশাদ।

আঁটো পাজামা কামিজ পরত সালমা। বুকে ওড়না থাকত না। চুল ব্যাটাছেলের মত ছাঁটা। ঠোঁটে কালো লিপস্টিক।

ক্লাশে সবার সমুখেই এরশাদ তার পিঠে হাত রেখে কথা বলত। ক্লাশ শেষে সালমার হাত ধরে বেরিয়ে যেত। আচ্ছা, এ কি হতে পারে, ওরাই ব্যবহার করেছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের সেই প্যাকেট, যার কথা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলছিলেন?

দরদর করে ঘামতে থাকে জয়নাল।

এরশাদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে। এরশাদ বলে কেউ কখনো ছিল না। জয়নালই এরশাদ।

শরীরটাকে চেপে ধরবার জন্যে সে বিছানার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে। তাতে অস্বস্তি বেড়ে ওঠে আরো। আবার একই সঙ্গে জন্ম নেয় নতুন এক উল্লাস। সালমাকে প্রায় করতলগত বলে বোধ হয় তার। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতরে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সালমার মুখ, তার চকচকে কালো লিপস্টিক, পিঠের সতেজ আয়তক্ষেত্র।

ক্লাশে, পেছন থেকে সালমার পিঠ সে বছরের পর বছর দেখেছে। সেই পিঠের ওপর একটা বড় আর দুটো ছোট তিল তার মুখস্ত হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে ব্যয়িত হয়ে মুমুর্ষের মত নিঃসাড় পড়ে থাকে বিছানায়। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বহুদূর থেকে ভেসে আসে গলিত মাংসের ঘ্রাণ। উৎকট ক্ষত থেকে নিসৃত রস তার শরীরে সে অনুভব করতে পারে।

এরশাদ এসে সালমাকে হঠাৎ নিয়ে যায়।

ক্ষণকালের জন্যে নিজেকে আর পরাজিত মনে হয় না তার। এরশাদ যাকে নিয়ে গেছে, সে ব্যবহৃত, বিনষ্ট, বিক্ষত।

আবার আগামীকাল সালমা কুমারী হয়ে উঠবে, তার শরীর থেকে স্বেদ এবং রস ধুয়ে যাবে, পবিত্র এবং কাঙ্ক্ষনীয় হয়ে উঠবে। তখন আবার সে, জয়নাল, খিন্ন চোখে দূর থেকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

দেখবে তাকে। আবার তাকে কাছে পেতে চাইবে। আবার তাকে সে তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে আয়ত্ব করে নেবে।

ঘরের ভেতর কিসের একটা শব্দ হতেই লাফ দিয়ে উঠে বসে জয়নাল। যে দিকটা আলো, সেখানে টেবিল, চেয়ার, আলনা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে দিকটা অন্ধকার, সেখানে তীব্র সবুজাভ আলোর দুটি ছোট্ট বিন্দু দেখা যায়।

শীতল হয়ে যায় জয়নালের শরীর।

একদৃষ্টে সেদিকে সে তাকিয়ে থাকে।

সবুজাভ বিন্দু দুটি একবার স্তিমিত হয়ে যায়, আবার প্রখর হয়, অনেকক্ষণ সেই প্রখরতা স্থির হয়ে থাকে, তারপর আবার স্তিমিত হয়ে আসে।

শরীরের ভেতর দিয়ে শীতলজল সূক্ষ্ম ধারায় নামে।

জয়নাল অপেক্ষা করে প্রথমে শিশুর কান্নার, তারপর খকখক।

মিঁয়াও।

শিশুর কান্না বলেই প্রথমে মনে হয়।

তারপর বেড়ালটি লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

২০

মগরেব নামাজের আজানের সঙ্গে সঙ্গে পানিপড়াটুকু খেয়ে নেবার শক্তি থাকে না ব্যাং মামুদের। দুপুর থেকে তার শরীরের তাপ বেড়ে যায়। চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ-র বাড়িতে কাঠাল গাছ ফাড়াই হচ্ছিল, সেটা ফেলে সে বাড়িতে ফিরে আসে।

তার চোখ শিমুলের মত লাল।

বাড়িতে এসে বেহুঁশ হয়ে দাওয়ার ওপর পড়ে যায় সে। মাঝে মাঝে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। সমস্ত শরীর গুটিয়ে অদৃশ্য কোনো কিছু থেকে আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লক্ষ্য করা যায় তাকে। আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

জন্তুটি তাকে তাড়া করে ফেরে।

শিশুটির আঁত তাকে ফাঁসির দড়ির মত গলায় জড়িয়ে ধরে।

BanglaBook.org

২১

রোল ডাকবার সময় জয়নাল গোপনে ব্যগ্র হয়ে থাকে, ক্লাশের সেই মেয়েটি কোন নম্বরে সাড়া দিয়ে ওঠে।

একত্রিশ নম্বরে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটির নাম, সালমা।

জয়নাল কিছুক্ষণের জন্যে পরের নম্বর ডাকতে ভুলে যায়। এই মেয়েটির নামও যে সালমা, সেই আকস্মিকতা তাকে বোবা এবং উদ্যমহীন করে রাখে।

তারপরেই তার মনে হয়, এভাবে চুপ করে থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে না। হয়ত ক্লাশে গুঞ্জন উঠতে পারে। একটি মেয়ে রোল কলে সাড়া দেবার পর, বিশেষ করে মেয়েটি যখন ক্লাশের ভেতরে সবচেয়ে সুন্দরী, এভাবে চুপ করে থাকাটা ছেলেদের কাছে অর্থময় বলে মনে হতে পারে।

তাড়াতাড়ি রোল ডাকা শেষ করে জয়নাল তৈরী হয় পড়াবার জন্যে।

পেছন থেকে একটি ছেলে হাত তোলে।

বল।

সেই জন্তুটা, স্যার।

সমস্ত ক্লাশ ছেলেটির দিকে ঘুরে তাকায়। শুধু সালমা তার সমুখেই দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করে। খাতার পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়ে অনবরত ছবি আঁকার যে অভ্যেস তার, এখনো তা লক্ষ্য করা যায়।

কি হয়েছে জন্তুটির? তুমি দেখেছ নাকি?

না স্যার। কাল রাতে আমাদের পাড়ায় এসেছিল, স্যার।

কেউ দেখেছে?

না স্যার। তার আগেই সরে গেছে। এরা স্যার খুব দ্রুতগামী হয়।

কি করে বোঝা গেল ওটা এসেছিল?

জয়নালের আশংকা হয় ছেলেটি এক্ষুণি আরো একটি শিশুর মৃত্যু সংবাদ দেবে। উত্তর দিতে ছেলেটি যে সামান্য দেরি করে, দুঃসহ মনে হয় তার।

স্যার, আমাদের পাড়ায় আটাকলের পাশে একটা কুঁড়েঘরে কামার থাকে। কামারের বৌ তার বাচ্চা মেয়েকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখে রান্না করছিল, স্যার। হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনতে পায়। দৌড়ে এসে দ্যাখে তার মেয়ে নেই।

ছেলেটি উত্তেজনায় কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারে না। তার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। সে একদৃষ্টে জয়নালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত ক্লাশের দৃষ্টি যে তার ওপর সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপমাত্র করে না।

নিজের অজান্তেই ছেলেটির আতংক জয়নালের ভেতরেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়ে যায়। অবিলম্বে সে তা বুঝতে পারে। এবং ভেতরে ভেতরে লড়াই করতে থাকে। তার গলাও কেঁপে ওঠে এবং খসখসে শোনায়।

তারপর কি হলো?

মেয়েটিকে পাওয়া গেল, স্যার। শুকনো কলাপাতার বেড়ার পাশে। তখনো মেয়েটি কিন্তু বেঁচে ছিল, স্যার।

এখন?

BanglaBook.org

মরেনি, স্যার। প্রাণে বেঁচে গেছে। গায়ে আঁচড়ের দাগ, একটু রক্ত বেরিয়েছে। সকলে বলেছে বৌটা সময় মত চিৎকার করে উঠেছিল বলে জন্তুটা সাংঘাতিক কিছু করতে পারেনি।

ছেলেটি এরপরও অনাবশ্যক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধপ করে বসে পড়ে।

অন্য একটি ছাত্র জানতে চায়, তুই নিজে দেখেছিস মেয়েটিকে?

হ্যাঁ, আজ সকালে দেখেছি। লম্বা লম্বা আঁচড়ের দাগ। খুব তীক্ষ্ণ নোখ।

এরপরে আর কোনো প্রশ্ন চলে না। বিশেষ করে মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা বার বার জয়নালের দিকে তাকাতে থাকে।

কেবল সালমাই তখনো খাতার পাতায় ছবি এঁকে চলে। জয়নালের অদ্ভুত মনে হয় এই মেয়েটির প্রশান্তি। কি করে স্থির আছে সে? আতংকের কোনো ছাপ নেই কেন? নাকি এটা তার অভিনয়?

জয়নাল বলে, দাওয়া থেকে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বলছ?

হ্যাঁ, স্যার।

নাও হতে পারে তো?

সালমা এবার একপলকের জন্যে জয়নালের মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তে আবার সে ছবি আঁকায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ক্লাশের কেউই যেন প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না জয়নাল কি বলতে চাইছে। তারা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবিশশ্বাস্য বেগ এবং নিনাদিত ধ্বনি তারা অনুভব করতে থাকে অসহায় হয়ে। তাদের কাছে জয়নাল হঠাৎ অনেক দূরের বলে বোধ হয়। এমনকি তার ভাষাও ভিন্ন কোনো ভাষা বলে মনে হতে থাকে।

একরোখার মত জয়নাল বলে চলে, ধর, মেয়েটি নিজেই যদি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে থাকে?

ছোট্ট বাচ্চা স্যার। হাঁটতে জানে না।

হামাগুড়ি দিয়ে নামতে পারে তো?

না, স্যার।

বাচ্চারা হামাগুড়ি দেয় না নাকি?

দেয়, স্যার। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল যে।

হয়ত জেগে উঠেছিল। তার মা টের পায়নি।

না, স্যার।

সমস্ত ক্লাশটাই যেন প্রতিবাদ করে ওঠে। ভীষণ গুঞ্জন ওঠে। বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। জয়নাল আঙুলের গাঁট দিয়ে টেবিলের ওপর শব্দ করে ঠক-ঠক-ঠক। তখন নীরব হয়ে যায় ক্লাশ। কিন্তু প্রতিবাদ নিঃশব্দ ধারায় ক্লাশটিকে বেষ্টন করে রাখে। ইংরেজির অধ্যাপক আফজাল সাহেবকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। আজো সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর ধীরগতিতে আড়াল হয়ে যায়।

খবরটি যে দিয়েছিল সেই ছেলেটি মিয়নো গলায় এখন বলে, আমি মেয়েটির গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখেছি স্যার।

BanglaBook.org

হয়ত দাওয়ার নিচে ঝোপটোপ ছিল, হয়ত বেড়ায় গায়ে কিছু একটাতে গা আঁচড়ে গেছে, হয়ত কচি গা বলেই অল্পতে রক্ত বেরিয়েছে।

স্যার, আপনি বিশ্বাস করেন না, স্যার।

অন্য একটি ছেলে আহত গলায় হঠাৎ বলে ওঠে। এতক্ষণ পর্যন্ত এই ছেলেটি কোনো কথা বলেনি, এখন তার কণ্ঠস্বর সমস্ত ক্লাশটিকে গ্রাস করে ফেলে।

সেদিন একটা বাচ্চার পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলেছে, তবু আপনি বিশ্বাস করেন না, স্যার?

২২

দুপুরে ভাত নিয়ে আসে বেয়ারা। এখানে কাজে যোগ দেবার পর প্রথম দুদিন জয়নাল ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের বাসায় খেয়েছিল; ব্যবস্থাটা এখন মাসিক কিছু বিনিময়ের ভিত্তিতে পাকা করে নেয়া গেছে। দুপুরে বেয়ারা কলেজেই খাবার নিয়ে আসে, ভোরের নাশতা আর রাতের খাবার সে গিয়ে খেয়ে আসে।

বেয়ারার কাছে জন্তুটি সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

আকারে খুব বড় নয়। সারা গায়ে ভালুকের মত লোম। পায়ের নখ কুকুরের মত। মুখ বেড়ালের। জন্তুটির লেজ নেই। কিম্বা লেজ থাকলেও বোঝার উপায় নেই। আসলে জন্তুটি এত দ্রুতগামী যে কেউ তাকে ভাল করে দেখেনি।

তাহলে দেখেছে কে? বেয়ারা এ বর্ণনা কোথায় পেল?—এ সবের কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না।

তুমি শুনলে কোথায়?

ইস্টিশানে।

ইস্টিশানে কার কাছে?

ব্যাপারীর কাছে।

কোন ব্যাপারী?

চামড়ার ব্যাপারী। সুখি মিয়া।

সে দেখেছে? নিজের চোখে?

বেয়ারাটি দৃশ্যতই বিরক্ত হয়ে যায়। সে আপনমনে গজগজ করতে করতে থালা-বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে দুমদাম করে চলে যায়। জয়নাল তাকে পেছন থেকে ডাকে।

যখন সে ঘরে ফিরে আসে, জয়নাল তার চোখের দিকে তাকিয়ে অতঃপর কোনো প্রশ্ন করবার উৎসাহ পায় না।

সে বলে, সোবহান সাহেবের বাসায় বলতে পারবে, তরকারিতে এত ঝাল যেন না দেয়?

BanglaBook.org

ঝাল সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকতে পারে দেখে বেয়ারা বিস্মিত হয়, তার ভ্রু ক্ষণকালের জন্যে উঠে যায় এবং এই মুখভাব নিয়েই সে বিদায় হয়।

দুপুরে ভাত খাবার পর আজকাল তার ঘুম পায়। ঢাকায় থাকতে দিনে ঘুমোবার অভ্যেস তার আদৌ ছিল না। আসলে, দিনের বেলায় ঘুমকে সে সব সময়ই নিন্দার চোখে দেখে এসেছে। এখন সে নিজেই নিজের কাছে নিন্দিত হয়ে পড়বার লক্ষণ দেখতে পায়।

তবু তার ঘুম পায়। এবং মনে হয়, কেউ তাকে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য করে। এই তন্দ্রা তার স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। সে জানে, আর দশ মিনিট পরেই তার ক্লাশ। তবু সেই দশ মিনিটই তার কাছে একপ্রস্থ ঘুমের জন্যে যথেষ্ট সময় বলে বোধ হয়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে খেপে ওঠা পচা গন্ধ তার কাছে নিষিদ্ধ নেশার মত দেখা দেয়।

ঘুমের ভেতরে সে নিজেকে অন্ধকার একটি বাঁশবনের ভেতরে আবিষ্কার করে। সেখানে কোনো জনমানুষ নেই। পায়ের তলায় ভিজে চড়চড়ে বাঁশপাতার সিক্ত তীক্ষ্ণতা সে অনুভব করে। অদূরে সে একটি জন্তুর সাক্ষাত পায়। জন্তুর উপস্থিতিতে সে ভীত হয় না, কিন্তু উদ্বেগ অনুভব করে। সে আক্রমণ আশা করে না, অথচ অতিক্রম করে যাবারও আশা তার হয় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। জন্তুটির মুখ বেড়ালের মত। অচিরে জন্তুটি তার সব কটি তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত বের করে জায়গাটি আলোকিত করে ফেলে। এবং অজ্ঞাত কোনো কারণে, অতিশয় স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাৎপটে বিবাহের রঙ্গীন তোরণ দেখা দেয়। শানাই বেজে ওঠে। জন্তুটি বহুকালের পরিচিত পোষ্যের মত জয়নালের পায়ে এসে মুখ ঘষে। তার তীক্ষ্ণ গোঁফ জয়নালের চামড়া ফুটিয়ে দেয় হঠাৎ। সে চিৎকার করতে যায়, কিন্তু স্বর বেরোয় না। কিম্বা বেরোয়, বিবাহের উতরোল বাজনায় তা চাপা পড়ে যায়।

জয়নাল বিছানায় উঠে বসে।

প্রথমে তার মনে হয়, এই রোদ তার স্বপ্নের অন্তর্গত এবং আসলে এখন মধ্যরাত। কলেজের ঘন্টা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু সেটাও বিবাহ সংগীতের অংশ বলে বোধ হয়।

সে হতভম্ব হয়ে বিছানায় বসে থাকে।

তারপর বস্তুজগত অকস্মাৎ টাল খেয়ে সুস্থির হয়। এবং তার চৈতন্য হয়, ক্লাশের ঘন্টা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ ধুয়ে সে ক্লাশের দিকে রওয়ানা হয়। এখানেও একটি মেয়ের নাম সালমা, এই তথ্যটি অনেক দূর থেকে তার করোটির ভেতরে ক্ষণিকের জন্যে আলো ফেলে যায়।

BanglaBook.org

২৩

চায়ের দোকানে এখন ভিড় নেই। ঝুলন্ত কলার কাঁদির নিচে ক্যাশবাক্সের ওপর মাথা রখে চা ওয়ালা ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ এক খিনখিন শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দ্যাখে, আধপাগলি এক যুবতী কোলে উলঙ্গ এক শিশু নিয়ে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। যুবতীটিকে একই সঙ্গে

চেনা এবং অচেনা মনে হয় তার। বালকদের পেছনে ধাবমান তার কৈশোর থেকে এই নারী উঠে এসেছে বলে তার বোধ হয়।

দৃষ্টির ভেতরে দিনের আলো ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করে, শিশুর জন্যে যুবতীটি কলা প্রার্থনা করছে।

একটি কলার বিনিময়ে চা ওয়ালাকে স্বর্গে অক্ষয় বাসের আশ্বাস দেয় সে। হেই দুর দুর করে ওঠে চা ওয়ালা।

যুবতী-ভিখিরি তখন নতুন এক সংবাদ দেয়। সে জানায়, তার শিশুটিকে সেই অজানা জন্তুটি আক্রমণ করেছিল। তার গায়ে আঁচড়ের দাগ আছে বলেও সে দাবী করে। দয়া করে শিশুটির জন্যে সে এখন কিছু দান করুক।

যুবতী সত্যি সত্যি শিশুর পিঠ ঘুরিয়ে দেখায়। এবং সেখানে লম্বা দুটি আর ছোট একটি আঁচরের দাগ লক্ষ্য করা যায়। দাগ যখন সদ্য ছিল তখন রক্তপাত হয়েছিল। এখন সেই রক্ত শুকিয়ে কালো কয়েকটি রেখায় পরিণত হয়েছে।

চা ওয়ালা মুহূর্তের জন্যে সম্মোহিত হয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ে সে দাগগুলো দেখতে থাকে। এবং চোখ তুলেই সে আবিষ্কার করে যুবতীর স্তনযুগল ঠাসা গোল এক জোড়া বাতাবি লেবুর মত। একটি প্রায় সম্পূর্ণ, অপরটি আধখানা দেখা যাচ্ছে।

দুপুরের উজ্জ্বল রোদ, পথের দুরন্ত ধুলো এবং জন্তুটির অস্তিত্ব চোখের পলকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সব রকম বেগ এবং ধ্বনি স্তম্ভিত হয়। বস্তুতপক্ষে একটি কালো চারদিক ঘিটে অকস্মাৎ ঝুলে পড়ে। চা ওয়ালা যুবতীর মুখের দিকে তাকায়। সেখানে অচিরে সে ফিকে একটি হাসি লক্ষ্য করে। তার পিচুটি পরা চোখের ভেতরে কালো দুটিকে অতল এবং গভীর বলে বোধ হয়। সমস্ত পৃথিবীটাকেই পীতাভ শাদা এবং জলসিক্ত কালো রঙে বিভক্ত বলে দেখা যায়।

শিশু হঠাৎ মায়ের স্তনে থাবা মারে। খামচে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে শিশু। যুবতীর স্তনযুগল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ নির্বিকার সে, যুবতী, চাওয়ালার দিকে প্রার্থনার অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

কলা চায়, কলা? অনাবশ্যক এই প্রশ্ন করে চা ওয়ালা তখন একটানে একটি কলা ছিঁড়ে নিয়ে, যেন এই কলা সে মধ্যরাতে অপহরণ করছে অন্য কারো গাছ থেকে, যুবতীর হাতে দেয়। যুবতীর চোখ থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

খপ করে কেড়ে নিয়ে মুহূর্তে কলার খোসা ছাড়িয়ে ফেলে যুবতী এখন প্রায় সবটা একবারে নিজের মুখে পুরে দেয়।

বাৎসল্য নিয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে চা ওয়ালা। আরে শিশুকে খেতে দাও, শিশুর খিদে পেয়েছে—এই জাতীয় সুবচন সে তুলে ধরে। কিন্তু কলাটি সম্পূর্ণ খেয়ে যুবতী আবার হাত বাড়ায়।

এবার কঠিন হয় চা ওয়ালা। আর সে কলা দেবে না। বাতাবি লেবুর মত যুবতীর খোলা স্তনের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেন বস্তুটি হাউইবাজির মত হুউস করে কখন উর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় তা প্রত্যক্ষ করবার মহামুহূর্তে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

BanglaBook.org

স্থির একটি পুকুরে অকালের নিঃশব্দ শাপলার মত যুবতী দাঁড়িয়ে থাকে। চা ওয়ালা অচিরেই তাকে ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানায়। ভেতরে সে তাকে আরো কলা দেবে, এ রকম আশ্বাস দেয়।

যুবতী খিলখিল করে হেসে ওঠে।

তখন তাকে চাপা গলায় প্রচণ্ড অথচ ব্যাকুল ধমক দিয়ে হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যায় চা ওয়ালা।

দোকানের পেছনে অত্যন্ত নিচু ছোট একটি চালা। সেখানে চা ওয়ালা রাত্রিবাস করে। যুবতীকে সেই চালার ভেতরে ঠেলে দিয়ে সে ঝাঁপ টেনে দেয়, তারপর দ্রুত বেরিয়ে আসে দোকানের সমুখে। পাশে মনোহারী দোকানদার মাথার তলায় গামছা গোল করে গুঁজে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তাকে ঠেলা দিয়ে সে জাগায়। বলে, প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে সে কিছুক্ষণের জন্যে মাঠে যাচ্ছে, দোকানটির দিকে সে যেন নজর রাখে।

দ্রুত হাতে আরো কয়েকটি কলা ছিঁড়ে নিয়ে চা ওয়ালা এখন পেছনের চালার ভেতরে ঢুকে যায়। শিশুর হাতে সোনালী ফলগুলো দিয়ে সে এবার যুবতীর দিকে ফিরে তাকায় এবং অভূতপূর্ব রাজসিক কণ্ঠে একটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'চুপ'।

তারপর যুবতীর বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে সে লেবু দুটো দুহাতে ঠেসে ধরে। যুবতী, শালিক পাখি পিঠে বসবার পরও গাভীর মত নির্বিকার থাকে। অবিলম্বে শিশুর হাত থেকে কলা কেড়ে নিয়ে হুপহাপ করে খেয়ে চলে।

শিশু আবার কেঁদে ওঠে।

তখন ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে চা ওয়ালা। শিশুর কান্না কেউ শুনে ফেললে সমুহ বিপদ– এই আশংকা সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ওঠে। শিশুটিকে গলা টিপে মেরে ফেলবার কথাও তার একবার মনে হয়।

হত্যা করবার ইচ্ছে থেকে রেহাই পাবার জন্যেই হয়ত চা ওয়ালা চাপা গলার হুংকার দিয়ে ওঠে, ওকে চুপ করা। এবং তার বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়ে দেবার জন্যেই হয়ত সে প্রচণ্ড শক্তিতে যুবতীর স্তন মুচড়ে দেয় হঠাৎ। যুবতী আর্তনাদ করে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে পিছু হঠতেই তার বুকে চা ওয়ালার নোখের আঁচড় কেটে লম্বা হয়ে বসে যায়।

ঠিক তখনই টিনের চালার ওপর একটি ঢিল পড়ে।

এক মুহূর্তের জন্যে চা ওয়ালা হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর চালার পেছনে দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়। এবং পরপর আরো কয়েকটি ঢিল পড়ে।

যুবতী চালার ঝাঁপ ঠেলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বাঁশের ঝাঁপের তীক্ষ্ণ খোঁচায় তার ছেঁড়া শাড়ি আরো ফালা ফালা হয়ে যায়। পিঠেও আঁচড় পড়ে। শিশুটি তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।

BanglaBook.org

২৪

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালকে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই ডাকেন।

রিপোর্টটা ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দিলাম।

জয়নাল হঠাৎ বুঝতে পারে না।

কিসের রিপোর্ট?

সেই যে কাল আপনাকে দেখালাম। অবশ্য সঙ্গে আরো একটু যোগ করে দিয়েছি। বেশ দাঁড়িয়েছে।

কি রকম?

একটু বর্ণনা দিয়ে দিলাম আর কি। শোনেননি আপনি? এখন তো জানা যাচ্ছে, জন্তুটির গায়ে ভালুকের মত লোম, পায়ের নোখ কুকুরের মত, মুখ অবিকল নাকি বেড়ালের। সে এক সাংঘাতিক চেহারা। অনেকেই দেখেছে।

হ্যাঁ, শুনেছি।

গারো পাহাড়ের কথাটা আর লিখলাম না। পলিটিক্যাল ইমপ্লিকিশেন কিছু না থাকাই ভাল, কি বলেন? ভাল কথা, বেয়ারা বলছিল, কাল ভূধর সরখেল নাকি আপনার ঘরে এসেছিল?

উৎকণ্ঠিত বোধ করে জয়নাল।

ও সব লোকের সঙ্গে না মেশাই ভাল, বুঝলেন। আপনি এখনো ছেলেমানুষ, সরল বিশ্বাসে মিশছেন, কি থেকে কি হয়ে যায়, বলা তো যায় না।

হঠাৎ শীতল বোধ করে জয়নাল। অকালবৃদ্ধ নিরীহ ভূধর সরখেলের ভেতর কি এমন রহস্য থাকতে পারে, সে বুঝে পায় না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, এই পিরিয়ড তো আপনার অফ। আসুন, আমার ঘরে আসুন।

চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। দু হাতের দশ আঙুল একে অপরের সঙ্গে বুনে ফেলে সেদিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে, যেন নিজের আঙুলগুলোতে ঠিক আস্থা রাখতে পারছেন না। দুহাত বিযুক্ত করে সোজা হয়ে বসেন তিনি।

আপনি জানেন, জয়নাল সাহেব, এই সরখেল, শেখ মুজিবর রহমান নিহত হবার পরদিন থেকে কয়েক মাস পলাতক ছিল?

কেন?

সে জানলে তো হয়েই যেত, সাহেব। রাজারহাটের কেউ গা ঢাকা দিল না, কেবল মাঝের থেকে এক সরখেল উধাও হয়ে গেল, সন্দেহ তো এখানেই।

কোথায় ছিল?

ইনডিয়া হতে পারে, এখান থেকে তো বেশিদূরে নয়। গানের মাস্টার বলেই সারাদিন কেবল গান নিয়েই থাকেন, নাও হতে পারে। কি তার মনে আছে, আদৌ কিছু আছে কি না অত কথার ভেতরে যেতে চাই না, যাবার প্রবৃত্তিও আমার নাই, পলিটিকস আমি ভাল বুঝি না, তবে এটুকু বুঝি দুই নৌকোয় যাদের পা তাদের এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষ করে আপনাদের মত সহজ সরল তরুণদের জন্যে তো ফরজ।

BanglaBook.org

ভূধর সরখেল সম্পর্কে ভাবনায় পড়ে যায় জয়নাল। লোকটাকে এড়িয়ে চলবার মত প্রতিকূল কোনো ধারণা তার জন্মে না, আবার প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় তিনি যা বলেছেন সেটাই সবটুকু নয়।

জয়নালের নাকের ভেতরে সারাক্ষণের দুর্গন্ধটা হঠাৎ শিরশির করে ওঠে। সাগ্রহে সে প্রশ্ন করে, পাট আর কতদিন ওরা ভেজাবে?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রথমে বুঝতে পারেন না। জিজ্ঞাসু চঞ্চল চোখে জয়নালকে তিনি মেপে দেখেন কিছুক্ষণ। তরপর হাল ছেড়ে দিয়ে জানতে চান, কি বললেন?

থাক, কিছু না। আমি ঘরে যাচ্ছি।

জয়নাল উঠে দাঁড়াতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আপনি তো কলেজে থাকেন একেবারে একা। একটু সাবধানে থাকবেন।

হঠাৎ ভয় পায় জয়নাল। ভূধর সরখেল রাতের বেলায় তাকে আক্রমণ করতে পারে নাকি? সম্ভাবনাটি এতই আকস্মিক যে বিস্তারিত জানবার তীব্র আগ্রহ সত্ত্বেও কিছুই জিগ্যেস করতে পারে না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আবার বলেন, অবশ্য খুব ভয় করলে আপনি বেয়ারাকে আপনার ঘরে শুতে বলতে পারেন। সেটা মন্দ নয়।

জয়নালের ঠোঁট শুকিয়ে যায়। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটি হিংস্র সাইকেল তার দিকে ছুটে আসে তীব্রগতিতে। ভূধর সরখেলের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ ভয়াবহ একটি মুখোশ বলে মনে হতে থাকে তার।

বেয়ারা অদূরেই ছিল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের অপেক্ষা না করে তাকে ডাকেন এবং রাতে জয়নালের ঘরে শুতে আদেশ করেন। সে রাজী হয় না। তার বাড়িতে শিশু আছে। শিশুর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখাই তার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলে সে মত প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে সে একটি নতুন তথ্য দেয়।

জন্তুটি নাকি শিশুদের কেবল আক্রমণ করে। বয়স্কদের প্রতি তার কোনো রকম আকর্ষণ এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি।

জয়নাল এই প্রথম অনুভব করে তার নিজের সঙ্গেই নিজের একটা দ্বন্দ্ব। তার একটি অস্তিত্ব অনুভব করছে যে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন ঐ জন্তুটির কথা ভেবে, সরখেলের সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ ; আবার আরেকটি অস্তিত্ব এখনো এ আবিষ্কারটি করে উঠতে পারেনি, এখনো সে ভেবে চলেছে ভূধর সরখেলের কথা এবং তীরবেগে ছুটে আসা সাইকেল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যালীঢ় হয়ে আছে।

BanglaBook.org

২৫

বিকেলের ট্রেনে ডাক আসে। ইস্টিশানের পাশেই ডাকঘর। এগিয়ে গেলে, চিঠি থাকলে, হাতে

হাতে পাওয়া যায়। নইলে পরদিন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ভোরে ডাক বিলি হয়ে থাকে।

ঢাকা থেকে চিঠি লেখার মত কেউ তার নেই। তবু ট্রেনে এলেই বুকের ভেতর টান অনুভব করে জয়নাল। বিশেষ করে আজ, এখন। তার ইচ্ছে হয় ডাকঘরের পাশে জামতলায় গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানে কোলভর্তি চিঠি এনে পিয়ন সর্ট করে নাম ডেকে ডেকে, পরদিন বিলির জন্যে পাড়া ভাগ করে সাজিয়ে রাখে।

ধরা যাক চিঠি লেখার মত তার যদি কেউ থাকত, কোনো বান্ধবী, যদি ভালবাসা থাকত, তাহলে নীল চিঠি আসত তার। সুবাসিত চিঠি।

'কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি নেই, ঢাকা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র সংগীত শুনে দিন আর আমার কাটে না। গান শুনে তোমার কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে। আজ সারাটা দিন একটিও গান শুনিনি। ব্যাটারী ফুরিয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ কিনিনি মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল। আর এখন নতুন ব্যাটারী এনেই নীরবতার ভেতরে আমি আছি।'

হঠাৎ জয়নালের খেয়াল হয়, কাল্পনিক বান্ধবীর চিঠিতে আসলে সে নিজের কথাই পুরে দিয়ে বসে আছে। কারো কাছে অপ্রতিভ হবার নেই, তবু বড় অস্বস্তি বোধ হয়। বিছানা থেকে উঠে এক গেলাশ পানি খেয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায় সে।

কলেজের গেটের পাশে বাবলা গাছের তলায় সালমা দাঁড়িয়ে আছে। নীল শাড়ি ছাড়া মেয়েটির কি আর কোনো রঙের শাড়ি নেই? লম্বা বেণী দুটো পিঠের দুপাশে পড়ে আছে রঙীন ফিতের দুটো বড় বড় ফুল কামড়ে ধরে।

এখানে কি করছ?

ক্লাশের বাইরে এই প্রথম কোনো ছাত্রীর সঙ্গে সে কথা বলে। প্রশ্ন করবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তথ্যটি অনুদ্ঘাটিত থাকে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তখন আর ফেরাবার উপায় থাকে না। সখেদে সে নিজেকে নীরবে লাঞ্ছিত করে—কেন সে পাশ কাটিয়ে গেল না? কোন ভূত তার জিহ্বায় ভর করল?

সালমা বিস্মিত হয়। চকিতে স্যারের দিকে মুখ তুলে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নেয়। লজ্জিত এবং অত্যন্ত সংকুচিত দেখায় তাকে। প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। স্যাণ্ডেল দিয়ে ঘাসে ছোট ছোট পীড়ণ করে চলে সে।

কারো জন্যে অপেক্ষা করছ? নিতান্ত কথা বলে ফেলেছে বলেই কথা চালিয়ে যায় জয়নাল।

সালমা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

পেছনে কলেজের দিকে তাকিয়ে জয়নাল বলে. কলেজে তো কোনো মেয়েকে দেখলাম না। মনে হলো সবাই চলে গেছে।

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখায় সালমাকে।

থাক কতদূর?

কাছে। বেশি দূর না।

BanglaBook.org

'পথে খুব ধুলো হয়েছে।

জয়নাল অনাবশ্যক একটি পর্যবেক্ষণ করে। সালমার ঘাসপীড়ন থেমে যায়। চিবুক তুলে সে জয়নালের দিকে তাকায়। মেয়েটি হঠাৎ, সেই তাকাবার ভঙ্গীতে, শিশুর মত দেখায়।

সালমা বলে, এখানে কি যে ধুলো, জানেন না স্যার।

দূরে একটি মেয়েকে লঘু পায়ে আসতে দেখা যায়।

যার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, বোধ হয় এসে গেছে।

মিহি হতাশা লক্ষ্য করে জয়নাল, তার নিজের ভেতরে। একটু অবাকও হয় সে। সালমার সঙ্গে কথা বলতে কি সত্যি তার এতখানি ভাল লাগছিল?

মেয়েটি কাছে এসে যায়। জয়নালকে দেখেই ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায় সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েও কেমন ছনমন করতে থাকে।

আচ্ছা যাও, তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দ্রুত পায়ে মেয়ে দুটি ধুলোওড়া পথের ভেতরে নেমে যায়। খানিক দূরে গিয়ে ধুলো বাঁচাতে শাড়ি একটু তুলে কাঁধ ঘেঁষাঘেষি করে তারা হাঁটতে থাকে।

জয়নালের যেন মনে হয়, ওরা কি একটা বিষয় নিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে এখন। পাশের ঝোপঝাড় থেকে ছোট ছোট পাখি উড়ছে। বিকেলের কোমল আকাশের ভেতরে পাখিগুলো ঘাই দিয়ে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে সাঁ করে, আবার উঠে যাচ্ছে সেই সুদূরে।

২৬

প্ল্যাটফরমের ওপর কিছু একটা ঘিরে লোকদের কৌতূহলী ভিড়। ওজন-কলের চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে ব্যাংক ম্যানেজার সাহেব ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

কিসের ভিড়, ম্যানেজার সাহেব?

এক মুহূর্তের জন্যে তিনি যেন জয়নালকে ঠিক সনাক্ত করতে পারেন না। তারপর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। চাতাল থেকে নেমে খপ করে জয়নালের হাত ধরে তিনি বলেন, একেবারে দিনে দুপুরে, সাহেব।

তার মানে?

সেই জন্তুটা এবার দিনের বেলাতেই। তাও একেবারে স্টশানের কাছে, বলতে গেলে বাজারের ভেতরে।

বলেন কি?

জয়নাল হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। করিম সাহেব আবার লাফ দিয়ে চাতালের ওপর উঠে ভিড় ঠেলে দেখতে চেষ্টা করেন। আমন্ত্রণ জানান জয়নালকেও।

BanglaBook.org

আসুন, প্রফেসর সাহেব, উঠে আসুন।

জয়নাল ইতস্ততঃ করে।

করিম সাহেব এতক্ষণে বোধ হয় ভিড়ের ভেতরে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি আর একটিও কথা না বলে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন।

অচিরেই ভিড়ের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শোনা যায়। সে কান্না যেমন তীব্র, তেমনি সংক্ষিপ্ত। প্রায় করুণ সে চিৎকার, অথচ আত্মনির্ভরতাও অবশিষ্ট আছে কিছু। পলকের মধ্যে ভিড় ছিঁড়ে আলুথালু বেশে যুবতী-ভিখিরিকে বেরুতে দেখা যায়। তার কোলে শিশু। শিশুটিকে সে যতটা না ধরে আছে, তার চেয়ে শিশুটিই আঁকড়ে ধরে আছে যবুতীকে।

জয়নাল চিনতে পারে। প্রথমবারের মত এবারেও যুবতীর ঝকঝকে শাদা দাঁত তাকে বিদ্ধ করে যায়।

যুবতী চিৎকার করতে করতে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়ে যায়। কিছুদূর তার পেছনে পেছনে ছুটে যায় রোঁয়া ওঠা একটি কুকুর। সঙ্গে বেশি মালপত্র থাকলেই ট্রেনের যাত্রীদের ধাওয়া করবার জন্যে এ তল্লাটে বিখ্যাত সে। যুবতীর কোলে ধরা জিনিসটি মাল নয়, শিশু এই বোধ হবার পরেই কুকুরটি হয়ত ক্ষান্ত হয়। যুবতী-ভিখিরি তার শিশুসহ শিমুল গাছের ঢালু বেয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এই মেয়েটিকে আক্রমণ করেছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে করিম সাহেব জানান।

দুপুর বেলায়?

ভর দুপুর বেলায়। পিঠে বড় বড় আঁচড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে।

চারদিকে উত্তেজিত জনতা আলোচনা করতে থাকে। তুমুল কলরবে ভরে যায় রাজারহাট ইস্টিশানের প্ল্যাটফরম। তাদের বিচ্ছিন্ন সংলাপগুলো আপনা থেকেই গ্রথিত হয়ে নিটোল এক কাহিনী রচিত হয়ে যায়। এবং সে কাহিনী লোকের মুখে কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হবার সব রকম যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে।

দুপুরে এই আধপাগলি যুবতী-ভিখিরি তার শিশুকে নিয়ে বাজারে কিছুক্ষণ ভিক্ষে করবার পর বাজারেরই পেছনে একটি গাছের ছায়ায় বসে। প্রখর রোদের ভেতরে শীতল সেই দ্বীপে মা ও শিশু ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই। তারপর, গাছের পাশেরই ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে জন্তুটি। তার আকার এর আগে যতটা ছোট শোনা গিয়েছিল আদৌ তা নয়। জন্তুটি যে কোনো স্বাস্থ্যবান বলদের সমান। তার সারা গা কালো নয় রূপালী রোমে ঢাকা। সেই রূপালী রঙ দুপুরের উজ্জ্বল রোদের ভেতরে অবলীলাক্রমে মিশে যায়। সম্ভবত ঐ রঙের দরুণই সে প্রকাশ্যে মাঠের ভেতর দিয়ে দূরের জঙ্গল থেকে বাজার পর্যন্ত চলে এলেও কারো চোখে সে পড়েনি। জন্তুটি প্রথমে শিশুকে আক্রমণ করে। মা তখন শিশুকে বুকের ভেতরে আড়াল করে ফেলতেই জন্তুটি ভয়াবহ ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন চিৎকার করে ওঠে যুবতী। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে চা ওয়ালা এবং তার প্রতিবেশী মনোহারী দোকানদার। দুজনেই জন্তুটিকে দেখেছে বলে ঘোষণা করে। তবে, তারা খুবই সামান্য সময়ের জন্যে জন্তুটিকে দেখতে পেয়েছে। তারা একবার দেখবার জন্যে ভাল করে তাকাতেই জন্তুটিকে আর দেখা যায় না। সে রোদের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝোপের ভেতর দিয়ে তুমুল একটি ঢেউ

BanglaBook.org

তারা লক্ষ্য করে। এবং সেই ঢেউয়ের গতিধারা লক্ষ্য করে তারা এখন ঘোষণা করে যে জন্তুটি মাঝিপাড়ার দিকে চলে গেছে।

তখন গরীব মাঝিরা সস্তায় তাদের মাছ বেচে দিয়ে, অনুনয় করে খদ্দেরকে তাড়াতাড়ি গছিয়ে দিয়ে, দ্রুতপায়ে পাড়ার দিকে চলে যায়।

প্রকাণ্ড একটি শোল মাছ হাতে ঝুলিয়ে একগাল হেসে করিম সাহেব বলেন, 'প্রফেসর সাহেব, সন্ধ্যের পর আর বাইরে থাকবেন না।

২৭

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল? জয়নালের মনে হয় অন্ধকারের ভেতরে মাসুদার নিঃশ্বাস পড়ছে। একেবারে ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সে, জননীর পরিচিত কোলের ভেতরে যেন মুখ গুঁজে আছে এক দুহিতা যে তার অপরাধ এখন নীরবে স্বীকার করে চলেছে। জয়নালের আরো মনে হয় সমস্ত অতীত এখন পাখির মত উড্ডীন। একদা তীরবিদ্ধ হয়েছিল একটি হাঁস। মানুষের ইতিহাসের অভ্যন্তরে, সেই হাঁস ছিল বোধিসত্ত্ব, তাই হাঁসের মাংস কোনোদিন তার মুখে রোচেনি। এবং ঢাকায় ভিড়ের ভেতরে, গরীব কেরানিকে আতংকের দিকে ক্ষণকালের জন্যে ধাওয়া করে ছুটে যায় গর্বিত ধবল হাঁস একটা শাদা ঝকঝকে গাড়ি। সেই গাড়ি কি কখনো তার হবে?— একটা নির্মম করাত অনুভব করে জয়নাল।

একটু ঠাহর করতেই শাদা শাড়িটা চোখে পড়ে তার। জয়নাল জানে, চেয়ারের পিঠে তারই তোয়ালে ঝুলছে। তবু তোয়ালে, শুধু একটি তোয়ালে বলে বস্তুটিকে সে আর গ্রাহ্য করতে চায় না। তার প্রিয়তর মনে হয় মাসুদার শাড়ি।

উঠে লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারত। কিন্তু ক্ষীণ এবং শীতল একটা আতংকের ধারা তার শরীরের কোষে কোষে চুঁইয়ে পড়তে থাকে। তার নেশা লাগে। সদ্যোজাত শিশুর মত জয়নাল চিৎ হয়ে দুপা ছড়িয়ে পড়ে থাকে তার বিছানায়।

তার ঘুম এবং বাস্তববুদ্ধি একই সঙ্গে নিঃশব্দ চিৎকার করে উড়ে যায়, যেমন জ্যোছনা রাতে কাক।

মাসুদা না হয় পরীক্ষা করেই দেখত তার, জয়নালের সঙ্গে একটি জীবন সুন্দর না হোক সহনীয় কিনা?

কিসের দুঃখ ছিল মাসুদার?

জয়নাল কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারে না, অমন যার রূপ তাকে কেউ কখনো ভালবাসেনি। রূপ, বহ্নি? মানুষ, পতঙ্গ? ধায়নি কি কোনো পতঙ্গ? রূপ কেন বহ্নি? মানুষ কেন পতঙ্গ? পতঙ্গই বা কেন ধায় বহ্নির দিকে? উপন্যাসের প্রচ্ছদে হলুদ পূর্ণ চাঁদের পটভূমিতেই বা কেন যুগল পাখি, যাদের লেজ দীর্ঘ এবং প্রান্ত ঈষৎ দ্বিখণ্ডিত? মাসুদা কি

BanglaBook.org

কখনোই স্বপ্ন দেখেনি আনোয়ারার মত রূপার আলনা আর সোনার চিরুনীর? তাও কি হয়? অথবা হয়?

স্মরণ হয়, শৈশবে তার একটি দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা ছিল। এবং স্মরণ হতেই সে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমূল বিস্মিত হয়, এই প্রথম সে সাদৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে। তার নামের শেষ অক্ষরটি বদলে 'ব' বসিয়ে দিলেই জয়নাব হয়ে যায়, যে জয়নাবের সঙ্গে জীবনে অন্তত একটিবার সাক্ষাত করবার প্রেরণায় কৈশোরের খোলশ সে অসহিষ্ণু হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। মহররম মাসে তার বাবার বিষাদসিন্ধু পাঠ শুনতে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে এসেছিল অনেকে, বারান্দায় বিছানো শীতল পাটির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, তারপর তার ঘুম এবং কৈশোর হরণ করে, পল্লীরঘন আলখাল্লা একটানে ছুঁড়ে ফেলে ঝলমল করে উঠল জয়নাবের রূপ বর্ণনা। তীব্র শাদা সুবাসিত আলো ঠিকরে পড়ে জয়নাবের দেহ থেকে; দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়; একবার যে দেখেছে আবার দেখার জন্যে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু আশা মেটে না; বস্তুত দ্বিতীয়-দেখা অসম্ভব, কারণ সেই অতিরমণীর জ্যোতি চিরকালের মত অঙ্কিত হয়ে যায় অক্ষিগোলকে, মর্ত্যের মানুষ ক্ষমাহীন বাঁধা পড়ে যায় প্রথমদৃষ্ট প্রতিমার কাছে।

কৈশোর থেকে যৌবন সে, জয়নাল, অন্ধকার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা যে কোনো উজ্জ্বল আলো দেখলেই জয়নাব এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের অসম্ভব দীর্ঘাকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ না করে পারেনি। একটি রাতের কথা মনে পড়ে, যে রাতে সে প্রবীণ কোনো এক আত্মীয়ের সঙ্গে কোথাও যাবার জন্যে মাঝরাতের ইসটিমার ধরতে শিবালয় ঘাটে এসেছিল এবং দেখেছিল ঝাঁপবন্ধ এক দোকানের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল দুধশাদা আলো জ্যোতির্ময় এক শজারু সৃষ্টি করে আছে। হ্যাজাকের আলো তার অপরিচিত নয়, যাত্রা এবং মেলা বসলে হ্যাজাক-ধরানো দেখা ছিল তার দুর্মর নেশা, তবু সে রাতে শিবালয়ের ঘাটে সে হ্যাজাকের আলো হ্যাজাকের আলো বলে গণনা করতে পারেনি। স্তম্ভিত অন্ধকার এবং গতিশীল স্তব্ধ তার নাভিকেন্দ্রে সে তখন উপস্থিত বলে ধারণা করে; গড়ানো শিলার মত আকৃষ্ট হয়ে দোকানটির দিকে ছিদ্রপথে উঁকি দেয় জয়নাবের সন্ধানে। বহুদিন পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল প্রবীণ আত্মীয়টি পরমুহূর্তেই যদি তার জামা ধরে টেনে না আনতেন তাহলে সে রাতেই জয়নাবকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারত।

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল? কিসের তাড়নায় মানুষ একটি গড়ানো শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়? কিসের তাড়নায় মানুষ স্বেচ্ছায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় আর কখনো ফিরতে পারবে না জেনে এবং ভালভাবেই তা জেনে?

জয়নালের এ জীবন ভাল লাগে না, জীবন তার কাছে অসম্পূর্ণ একটি খেলনা বলে মনে হয়; তবু তো সে এই খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দেবার কথা, ফিরিয়ে দেবার কথা, ভেঙ্গে ফেলবার কথা ভাবতেও পারে না। ভাবতেও তার গায়ে হিমকাঁটা দিয়ে ওঠে, আকাশ নক্ষত্র-বমন করতে থাকে, তার ঠোঁটের ওপর মুহূর্তে স্বেদ ফুটে ওঠে, পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, রমনার সবুজ বুক দিয়ে ঠেসে ধরে রাখতে সে ছুটে যায় যেন সেই মাঠ হঠাৎ পাখা পেয়ে উড়ে না যায়।

BanglaBook.org

না হয় জয়নালের মত ক্লাশের সবচেয়ে কম মেধাবী, গরীব ও নিঃসঙ্গ তাকেই সে, মাসুদা, ডাক দিত। মৃত্যুর তুলনায় অন্তত কম অতল হতো সেই আশাহীন সমর্পণ।

হঠাৎ বাতাস বুঝি।

তোয়ালেটা নড়ে ওঠে।

যেন মাসুদা চলে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়। একটি সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যায়। তখন ধড়মড় করে উঠে বসে জয়নাল।

সে নিজে কি কখনো আত্মহত্যা করতে পারবে?

ঢাকার প্রতিটি চেনামুখের জন্যে তার ঈর্ষা দুলে ওঠে। সড়কের উজ্জ্বল আলো, যে সড়ক সোয়া দুশ মাইল দূরে, তাকে উপহাস করতে থাকে স্তিমিত তীক্ষ্ণ চোখে। ঝকঝকে গাড়িগুলো তাকে নাজেহাল করে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে যায়। ক্লাশের সবচেয়ে মোহময়ী মেয়েটি, সালমা, তার কালো লিপস্টিক ভেজানো টসটসে ঠোঁট অতি ধীরে খুলে শাদা বিদ্যুতের মত দাঁত মেলে ধরে।

তবুও তো সে আত্মহত্যা করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল?

অচিরে একটি চিৎকার শোনা যায়।

প্রথমে মনে হয়, তার আত্মার ভেতর থেকে তারই অস্তিত্ব চিৎকার করে উঠেছে মহাজাগতিক ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে।

পর মুহূর্তেই ভুল ভাঙ্গে তার।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের ওপর দিয়ে, উড়ন্ত পিরিচের মত অপার্থিব দ্রুতগতিতে, মানুষের জীবনপ্রেমকে তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, দূরের ঘন অন্ধকার পরিহিত জঙ্গলের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার দ্বিতীয়বার এসে তার করোটির ভেতর আছড়ে পড়ে।

সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

২৮

অপরাপর দিনের মত ভোর বেলায় সে মাঠ পেরিয়ে সোবহান সাহেবের বাসায় যায়। বাইরের ঘরের দরোজা সে আগের মত খোলা পায়। আগের মতই ভেতরে ঢুকে সে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। এবং প্রতিদিনের মতই তার উপস্থিতি জানান দেবার জন্যে সে বার দুয়েক গলা পরিষ্কার করে।

ভেতর থেকে সোবহান সাহেবের শ্লেস্মাজড়িত সাড়া পাওয়া যায় একই বাক্যে, এসে গেছেন নাকি?

আজো সোবহান সাহেব নিজেই কাঠের ট্রে বয়ে নিয়ে আসেন। সেই এক মুড়ি, আখের গুড় আর চা তিনি নামিয়ে রেখে অপরাপর দিনের মত পাশের চৌকির ওপর পা তুলে বসেন।

BanglaBook.org

এবং একই সংলাপ আ–হ, রাতে ভাল ঘুম হয় নাই বলে এক থাবা মুড়ি তুলে নিয়ে আধবন্ধ মুঠি নাচাতে থাকেন। তারপর খপ করে খানিকটা মুড়ি মুখের গহ্বরে ছুঁড়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালায় সশব্দে চুমুক দেন।

জয়নালের হাতে তার নিজের চায়ের পেয়ালা আজ অত্যন্ত ভারি বোধ হয়। সম্ভবত সে কারণেই শূন্যে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, আবার ট্রের ওপর নামিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। আবার সে হাতে তুলে নেয় পেয়ালা, এবং এবার লক্ষ্য করে তার হাত খুব সূক্ষ্মতারে কাঁপছে। পাছে সোবহান সাহেবের চোখে পড়ে যায়, চায়ের তৃষ্ণা উপেক্ষা করেই সে পেয়ালাটিকে চূড়ান্তভাবে নামিয়ে রাখে এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উপস্থিত ব্যক্তির দিকে তাকায়।

জয়নাল অপেক্ষা করে হয়ত সোবহান সাহেব নিজেই প্রথমে প্রসঙ্গটা তুলবেন। কিন্তু সে হতাশ হয়। একবার সে ভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলবে কিনা, যেমন, ভূধর সরখেলের ব্যাপারটা সত্যি সত্যি লোকটি ভারতের দালাল কি? কিন্তু অবিলম্বে সে আবিষ্কার করে যে বিষয়টি তার চেতনায় এখন প্রোথিত হয়ে আছে তা–ভিন্ন অন্য কোনো প্রসঙ্গের জন্যে উচ্চারণ–শক্তি সরবরাহ করতে তার কণ্ঠনালী নিতান্তই অনিচ্ছুক।

অতএব জয়নাল আত্মসমর্পন করে।

কাল রাতে কিছু শুনেছেন নাকি?

চমকে ওঠেন সোবহান সাহেব।

কি, কি শুনব?

কারো চিৎকার?

চিৎকার?

হ্যাঁ, চিৎকার।

সময় নেন না সোবহান সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, কই, না। শুনিনি তো। কখন?

ঠিক বলতে পারব না। অনেক রাতে।

স্তব্ধ তার একটিমাত্র মুহূর্ত বহুগুণ বর্ধিত বলে বোধ হয় জয়নালের। সোবহান সাহেবকে অকস্মাৎ অন্য কেউ বলে মনে হয়। মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে সে আবিষ্কার করে মানুষের ভেতরে একাধিক মানুষের বাস।

বহুদূর থেকে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠেই যেন সোবহান সাহেব প্রশ্ন করেন, কি রকম চিৎকার বলুন তো, প্রফেসর সাহেব।

এই মানুষটিকে সে এখন চিনতে পারছে না, তাই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া কর্তব্য কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে জয়নাল।

সোবহান সাহেব আবার প্রশ্ন করেন, কি শুনেছেন আপনি?

জয়নাল তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং লক্ষ্য করে যে সোবহান সাহেবের ভেতরে আগন্তুকটি নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে, পরিচিত মুখটিই তার দিকে এখন ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

জয়নাল উত্তর দেয়, মনে হলো একটি মেয়ে।

বাচ্চা মেয়ে?

BanglaBook.org

না। বাচ্চা নয়।

তাহলে?

কোনো বৌ-ঝি মনে হলো।

সোবহান সাহেব তখন দু হাতের তেলো উলটে বলেন, নাহ, আমি তো কিচ্ছু শুনিনি, জয়নাল সাহেব। কোন দিক থেকে চিৎকার?

জয়নাল খোলা দরোজা দিয়ে আঙুল তুলে মাঠের শেষ প্রান্ত দেখিয়ে দেয় নীরবে। হতভম্ব হয়ে সোবহান সাহেব সেদিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে বলেন, 'বলেন কি? ওদিক থেকে কে চিৎকার করবে? ওদিকে তো বিরান পাথার। মানুষের বসতি নেই। এ তো ভারি আশ্চর্য। ভারি চিন্তার কথা বললেন। আপনি ঠিক শুনেছেন তো?

হ্যাঁ, মনে তো হলো তাই। মানুষের চিৎকার বলেই মনে হলো।

না, আমিও শুনিনি, আমার স্ত্রীও শোনেননি। শুনলে উনি নিশ্চয়ই বলতেন, আমাকে জাগিয়ে দিতেন। একটু চিন্তা করে তিনি যোগ করেন, আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে আরো অনেকেই শুনেছে নিশ্চয়। জিগ্যেস করে দেখতে হয়। তারপর জয়নালের দিকে সরুচোখে অনেকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকেন সোবহান সাহেব। জয়নাল অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে নগ্ন মনে হয় হঠাৎ, নিজের শরীরের দিকেই সে চঞ্চল অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করে, যেন তার শরীরটা হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেছে কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। চমকে ওঠে যখন সোবহান সাহেব প্রায় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করেন, আপনি শুনলেন, আশ্চর্য, আমরা কেউ শুনলাম না।'

জয়নালের এ রকম মনে হয় বিনা যুদ্ধেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। সে এখন এতটুকু বিস্মিত হবে না যদি তাকে ধারাল ছুরিতে খণ্ড খণ্ড করবার জন্যে সমুখে বসে কেউ ছুরিতে শান দিতে থাকে। সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল নিজের হাতের ওপর সোবহান সাহেবের হাত টের পেয়ে। কি শীতল হাত। তার হাতের ওপর এক মুহূর্ত হাত রেখেই সোবহান সাহেব নিজের হাত টেনে নেন। বিযুক্ত হয়ে যাবার পরও জয়নাল তার হাতের ওপর অনুভব করতে থাকে একখণ্ড বরফ, জ্বালাকর একটি শীতলতা।

খুব ভয়ের একটা কথা আপনি বললেন, জয়নাল সাহেব।

কি বলছেন?

জয়নালের এমন বোধ হয় তার কানের ভেতরে হঠাৎ একটি মৌমাছি গুঞ্জন করতে শুরু করেছে। চারদিকে একটা দেয়াল তুলে দিচ্ছে এই ক্ষুদ্র শিল্পীত ধ্বনিগুলো।

সোবহান সাহেব ঈষৎ বিরক্ত হয়েই আবার বলেন, বলছিলাম, তাহলে তো খুব ভয়ের কথা হয়ে গেল।

কেন?

কেন আবার? জন্তুটা নিশ্চয়ই কাল রাতে হানা দিতে বেরিয়ে ছিল। এ তো ভারি মুশকিল হলো। ব্যাপারটা আর উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

এই শেষ বাক্যটি জয়নালকে পড়ন্ত অবস্থা থেকে খোঁচা দিয়ে খাড়া করে দেয়। সেই গুঞ্জন থেমে যায়। সোবহান সাহেবের ভেতরে সে তার নিজের একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলন দেখতে পায় যেন। বলে, আপনিও কি তাহলে জন্তুটার কথা প্রথমে অবিশ্বাস করতেন?

BanglaBook.org

তার কণ্ঠের ব্যাকুলতা সোবহান সাহেবের শ্রুতি এড়ায় না। ক্ষণকালের জন্যে তাঁর ভ্রু উত্তোলিত হয়ে থাকে। তিনি বলেন, প্রথমে তো আমি গ্রাহ্যই করিনি। এখানে সব অশিক্ষিত মানুষের বাস। বনবেড়াল দেখলেই বাঘ বলে চিৎকার করে ওঠে। কমদিন তো এখানে আমার হলো না। তারপর, বললে বিশ্বাস করবেন না, একাত্তর সালের পর থেকে মানুষের কি হয়েছে, মানুষ আগের তুলনায় অসম্ভবে বিশ্বাস করে অনেক বেশি এখন। কেন করে তা বলতে পারব না। তবে আবছা করে আমার মনে হয়, রেঁনেশার সময় মানুষের মন যখন সত্য আবিষ্কারে উন্মুখ তখন যে কোনো সম্ভবপরতাকেই প্রশ্রয় দেয় সে, আবার মানুষের পৃথিবী যখন চারদিক থেকে বুঁজে আসে, মানুষ যখন বাইরের শক্তিকে তার ভেতরের শক্তির চেয়ে প্রবলতর বলে অনুভব করতে থাকে, যখন সে বাইরের কিছুই আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখনও যে কোনো সম্ভবপরতাকে সে সমান উৎসাহে প্রশ্রয় দেয়। প্রথম পরিস্থিতিতে মানুষ সেই সম্ভবপরতাকে পরীক্ষা না করে স্বস্তি পায় না, দ্বিতীয় বা বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো কিছু পরীক্ষা করে না দেখাটাই সাধারণ নিয়ম।

ক্লাশে পড়াবার মত গলায় এতখানি বলে নিয়ে সোবহান সাহেব হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেন। শ্রোতার প্রতি ক্রুদ্ধ বলে বোধ হয় তাঁকে। জ্বলন্ত চোখে তিনি কিছুক্ষণ জয়নালের দিকে তাকিয়ে থেকে অচিরে সম্বিত ফিরে পান এবং অনাবশ্যক কিছুটা হেসে অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, তারপর এও তো শোনা গেল কাল নাকি জন্তুটা এক পাগলীকে আক্রমণ করেছিল। সে না হয় পাগল বলে তার কথায় অতটা আমল দিইনি। কিন্তু এখন আপনি বলছেন আপনি শুনেছেন।'

আমি জন্তুটার কথা বলিনি। মানুষের চিৎকার শুনেছি।

আহা, একটা মানুষ তো আর অমনি অমনি চিৎকার করবে না। চিৎকারটা কি রকম বলুন তো?

বুকফাটা চিৎকার।

অনেকক্ষণ ধরে?

অল্পক্ষণ। মোট দুবার। তারপরই সব চুপ।

তার মানে ততক্ষণে শেষ। কি ভয়ানক, কি ভয়ানক।

সোবহান সাহেব চায়ে মুখ দিয়ে থু থু করে ফেলে দিলেন। এহ, একেবারে জুড়িয়ে গেছে। আরেক কাপ করতে বলি।

BanglaBook.org

২৯

ক্লাশ বসবার আগে কলেজের বারান্দায় ছেলেরা জটলা করছিল। তখন মাঠ দিয়ে সালমাকে সেই নীল শাড়ি পরে, দুবেণী দুদিকে ঝুলিয়ে, বুকের কাছে বই-খাতা চেপে ধরে ধীর পায়ে হেঁটে আসতে দেখা যায়।

চেয়ারম্যান আসছে।

সালমার বাবা রাজারহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সেই সূত্রে এই সাংকেতিক নাম।

কাল নতুন স্যারের সঙ্গে কথা বলছিল।

কোথায়, কোথায়?

গেটের কাছে গাছতলায়।

একা?

হ্যাঁ, একা।

ঢাকার লোক তো, আপ-টু-ডেট সব কায়দা জানে।

কি মনে হলো? কি কথা বলছিল?

আরে, প্রথমদিনেই কি প্রেমের কথা বলবে?

শালা, ওর মেয়েলি ঢং আমার পছন্দ হয় না।

বেছে বেছে সুন্দরীটার দিকে চোখ পড়েছে।

এই, চুপ, চুপ।

সালমা বারান্দায় উঠে আসে। ছেলেদের দেখে হাঁটা দ্রুততর হয়ে যায় তার। ফস করে মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে যায় সে।

আজ হাঁটা পর্যন্ত পালটে গেছে।

একদিনেই?

আরে, এ সব রঙের খেলা। একদিনেই গোলাপি হয়ে যায়।

৩০

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেবের কামরায় এসে সতর্ক চোখে দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে সোবহান সাহেব বেশ শব্দ করে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন।

স্যার, একটা কথা।

তার গলায় কি ছিল, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হঠাৎ ভয় পেয়ে যান। পায়ের তলা থেকে সড়াৎ করে মাটি সরে যাবার আকস্মিকতায় তাঁর গলা দিয়ে ঘরঘর একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না।

সোবহান সাহেব সময় নেন না। দ্রুত বলে যান, হিস্ট্রির নতুন প্রফেসর। আমার মনে হয় উনি খুব ভয় পেয়েছেন। নতুন লোক। আমাদের উচিত একটা কিছু করা।

মাদকতাময় এক ধরনের আরাম বোধ করেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। বিপদ তাঁর নিজের নয়, এটা অনুভব করে বিলাসীকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

আমার বাসাতেই তো উনি খাচ্ছেন। আজ সকালে নাশতা করতে এসে বললেন, কাল রাতে নাকি কোন মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়েছেন।

কলেজের ভেতরে?

BanglaBook.org

না, না, পূর্বদিকের ঐ মাঠ থেকে। আমিও তো কাছেই থাকি, আপনার বাসাও দূরে নয়, তারপর ধরুন তালুকদার সাহেব, আফজাল সাহেব, এদের বাসাও কাছাকাছি। চিৎকারটা আমরা কেউই শুনলাম না, অথচ জয়নাল সাহেব শুনলেন, এটা কেমন কথা? ধরুন, আমি ছাত্রদেরও জিগ্যেস করেছি, তারা সব দূরদূরান্ত থেকে আসে, তারাও কিছু শোনেনি। অথচ উনি পরিষ্কার বললেন, শুনেছেন।

স্যার, এটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। আমার বাসায় উনি খান, আপনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, নতুন এসেছেন, আমাদেরই কলিগ, কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। তাই আপনাকে না বলে পারলাম না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মনোযোগ দিয়ে সব শুনে গেলেন।

দম নিয়ে সোবহান সাহেব আবার শুরু করলেন। তাছাড়া কাল রাতে সত্যি সত্যি কিছু হয়ে থাকলে বাজারেও শোনা যেত। আমি সেদিকেও খোঁজ খবর নিয়েছি। আমার তো এখন চিন্তাই হচ্ছে, স্যার।

একে এই পাড়া গাঁয়ে ব্যাড কমিউনিকেশনের দরুণ কোনো প্রফেসরই আসতে চায় না, ভয়-টয় পেয়ে ইনি যদি চলে যান তো লোক পাবেন কোথায়? কলেজ চালানোই মুশকিল হয়ে যাবে স্যার।

রীতিমত চিন্তিত দেখায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে।

ভয় পেয়েছেন কি উনি নিজেই বললেন?

না, দেখে আমার মনে হলো। আর জেনে রাখবেন, ভয় খুব বেশি মাত্রায় হলে লোকে নানা রকম জিনিস চোখে দ্যাখে, নানা রকম শব্দ কানে শোনে।

হুঁ।

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, চোখ মুখও কেমন অ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছে স্যার। মনে হয় কি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার কিন্তু ধারণা ছিল লোকটা সাহসী না হলেও ঠিক ভয় পাবার মত নয়। জন্তুটার কথা তো বরাবরই দেখছি সে অবিশ্বাস করে আসছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে কয়েকবার কথাও হয়েছে। কাল না পরশুদিন? আমি তো সেই রকম আইডিয়াই পেয়েছি।

মনে হয় এখন আর অবিশ্বাসটা নেই।

নিজ মুখে বলেছে কিছু?

জন্তু নিয়ে কোনো কথা হয়নি অবশ্য। তবে ধরুন, মানুষের ভাবভঙ্গীতে তো বোঝা যায়?

তা করতে বলেন কি?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গলায় যেন বিরক্তিরই আভাস পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ পথ দেখতে না পেলে বিচলিত হবার বদলে ক্ষেপে গিয়ে থাকে।

টেবিলের ওপর একটা মোটা বইকে তিনি পাশের তাকে সশব্দে রেখে দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলেন, এ তো আর ছেলেমানুষ নয়। একটা বয়স্ক লোক ভয় পেলে করবার কি আছে?

BanglaBook.org

'তা ঠিক। তবু, নতুন লোক। ধরুন, আমাদের একটা কর্তব্য। চলে গেলে নতুন প্রফেসর পাওয়াটা সে আরেক মুশকিল।'

টিফিন শেষের ঘন্টা পড়ে যায়। দুজনেই একসঙ্গে প্রসঙ্গটার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যান।

৩১

ভূধর সরখেলকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখায়।

জয়নাল বলে, টিফিনের ঘন্টা পড়ে গেছে। আমার ক্লাশ আছে।

জয়নাল দ্রুত পায়ে কলেজের দিকে এগোয়। এনভেলপ কিনতে ডাকঘরে গিয়েছিল সে, পথে তাকে পাকড়াও করে ভূধর সরখেল।

এখন জয়নালের সঙ্গে সঙ্গে আসে লোকটা। বলে, 'আপনি বলেই কথাটা বললাম। গান শোনার মেশিনটা সাবধানে রাখবেন। এখানে চোরের উপদ্রব। আমার এই এক বস্ত্র ছাড়া কিছু নেই। দুবার হারমোনিয়াম চুরি যাবার পর এখন আর কেনার কথা ভাবতেও পারি না।

জয়নালের অবাক লাগে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুভাশুভ নিয়ে লোকটির উৎকণ্ঠার মাত্রা দেখে। তার এ রকমও সন্দেহ হয় একবার, ভূধর সরখেল নিজেই হয়ত যন্ত্রটা সরাতে চায়, কিন্তু তাই যদি হয় মালিককে সাবধান করে দেবে কেন? নাকি, লোকটি অতিশয় ধূর্ত?

কলেজ গেটের কাছে এসে জয়নাল ঘুরে দাঁড়ায়। তার ঘুরে দাঁড়ানোয় ভূধর সরখেল যেন হকচকিয়ে যায়।

জয়নাল বলে, আচ্ছা, আপনার সম্পর্কে যে শুনতে পাই, সত্যি?

ফ্যালফ্যাল করে শ্রোতা তাকিয়ে থাকে।

কি শুনতে পান?

জয়নাল বিস্তারিত আর কিছু বলে না।

তখন ভূধর সরখেল নিজেই বলে, আমার অভাব বেশি বলেই হয়ত কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভগবানের নাম করে বলছি, হারমোনিয়াম বিক্রি করে আমি খাইনি, ওটা সত্যি সত্যি চুরি হয়, বাঁয়া তবলাও চুরি হয়েছিল। ছাত্রীরা আমাকে সারাতে দিয়েছিল। দোষের মধ্যে জিনিস দুটো আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়, আমার তেমন টাকা থাকলে ছাত্রীদের দাম দিয়ে দিতাম। তাদের বাবারা আমাকে চোর বলে, আরো অনেক কিছু বলে, আপনাকেও নিশ্চয়ই বলেছে, কিন্তু আমি চোর নই।

ভারতের দালাল?

এক মুহূর্ত কোনো কথা সরে না ভূধর সরখেলের মুখে। জয়নাল লক্ষ্য করে তার ক্লাশে মেয়েরা এখন ঢুকছে। আর দেরি করা চলে না তার, তবু সে প্রশ্নের উত্তর পাবার অপেক্ষা করে এবং অনন্ত সময় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

ভূধড় সরখেল নিস্তেজ গলায় বলে, আপনি গান ভালবাসেন বলেই আপনাকে বলা যায়, মানুষ আসলে বড় অসহায়। ভালবাসায়, ঘৃণায়, সন্দেহে, অবিশ্বাসে—মানুষের মত অসহায় আর কেউ নয়। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি ক্লাশে যান।

৩২

দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সালমা স্মিতচোখে মুখ নামিয়ে নেয়। তখন আবার তাকে শিশুর মত দেখায়। সারল্যের এই আবিষ্কার তাকে আরো একবার বিস্মিত করে।

কাল বিকেলেও সে এই বিস্ময়বোধ করেছিল।

জয়নাল আরো একবার স্মরণ করে, এই মেয়েটিরও নাম সালমা। কত আলাদা দুই সালমা। কত দূর রাজারহাট আর ঢাকা।

ওষুধের মত কাজ করে এই বিস্ময়। কাল রাতে চিৎকার সে কেবল একাই শুনেছে, এটা উপলব্ধি করবার পর তার মাথার ভেতরে অবিরাম কয়েকটি জাঁতা ঘুরছিল। আর প্রতি ঘূর্ণনে সমস্ত কিছু গুঁড়ো হয়ে কেবলি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। একই সঙ্গে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু বাস্তব এবং বিভ্রম বলে বোধ হচ্ছিল তার। এবং পাটের পচা গন্ধটিতে আবার তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শরীর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পচে যাওয়া মাংস বিরাট একেকটা চাঙ্গার হয়ে খসে খসে পড়ছে। এখন সালমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র আশ্চর্য দ্রুতগতিতে আরোগ্যলাভ করে সে। কাল রাতে আদৌ সে চিৎকারটি শুনেছিল কিনা, এ তর্ক তাকে আর দ্বিখণ্ডিত করে রাখে না।

উৎসাহের সঙ্গে সে পড়াতে শুরু করে। নিজের বক্তৃতায় নিজেই সে মুগ্ধ হয়ে যায়। সালমার নীল শাড়ি তার চোখের জন্যে স্নিগ্ধ একটি আশ্রয় হয়ে থাকে। অনবরত তার দৃষ্টি সালমার ওপর ফিরে ফিরে আসে, সে চায় না তবু ঘটে যায়, এবং অবিরাম আশা করে সালমার মুখে হয়ত আবার সেই শিশুর সারল্যটুকু সে আবিষ্কার করতে পারবে।

ঘন্টা পড়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ সে বক্তৃতা চালিয়ে যায়। সুস্থির একটা উপসংহারে এসে সশব্দে বই বন্ধ করে, ছাত্রসমাজের দিকে নির্মল হাসি ছুঁড়ে সে চপল পায়ে শিক্ষকদের বসবার ঘরের দিকে চলে যায়। যেতে যেতে কোনো সূত্র ছাড়াই তার মনে পড়ে যায় ভূধর সরখেলের মুখ। লোকটিকে কটু কথা বলেছে বলে তার খেদ হয়, এবং মনে হয় সে একটি নতুন অভিজ্ঞতার সমুখে—এর আগে কখনো কারো কাছে তার মার্জনা চাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। অন্য সময় হলে, অন্য সময়টা কি তা স্পষ্ট নয়, মার্জনা চাইবার সঙ্গে যে লজ্জা জড়িত তা তাকে ম্রিয়মাণ করত অবশ্যই, এখন সে আবিষ্কার করে—কল্পনাটি তার দেহকে লঘু এবং চিত্তকে উন্নত করেছে।

জয়নাল চলে যেতেই ছাত্রদের ভেতরে ফিসফিস শুরু হয়ে যায়।

কেমন, বলেছিলাম না?

চোখ আর ফেরাতে চায় না।

BanglaBook.org

নির্লজ্জ।

একটি ছেলে ছড়া কেটে ওঠে, চেয়ারম্যান খাইল, হায় হায় পড়িল।

সালমা পালাবার পথ পায় না।

৩৩

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব বেয়ারাকে ডাকেন।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সালাম দাও।

সোবহান সাহেব ভীষণ ব্যগ্র হয়ে ঘরে ঢোকেন।

কি যে সব রিপোর্ট দেন।

কেন স্যার?

জয়নাল সাহেব তো দিব্যি নর্মাল দেখলাম। অ্যাবনর্মাল কিচ্ছু নেই। এই তো একটু আগে এ ঘরে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে চমৎকার কথা বলে গেলেন। জিগ্যেস করলাম, কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বললেন, কিচ্ছু নেই।

রাতে চিৎকারটার কথা জিগ্যেস করেছিলেন?

একটু হকচকিয়ে যান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

না, তা করিনি।

সোবহান সাহেব এবার পায়ের নিচে মাটি পাবার উল্লাসে বলেন, অনেক সময় দেখবেন, মানুষ বেশি ভয় পেলে অস্বাভাবিক রকমে স্বাভাবিক হয়ে যায়, স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে।

৩৪

বাজারে একটি লোক খবর আনে, আজ দুপুরে ব্যাং মামুদ মারা গেছে। সে জ্বরে মারা গেলেও, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে প্রাণত্যাগ করলেও অচিরে রটে যায় যে, আসলে সে জন্তুটির হাতেই শেষ হয়েছে।

তার ঘরের আশে পাশে কি জন্তুটিকে দেখা গিয়েছিল?

একজনের অভিমত, জন্তুটি ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। প্রায় সকলেই কথাটি স্বীকার করে নেয়। অকাট্য প্রমাণ এই যে, গতকাল বাজারের পেছনেই জন্তুটি এসে হাজির হয়েছিল, কিন্তু কখন কিভাবে খোলা মাঠ ভেঙ্গে হাজির হয়েছিল কেউ দেখেনি। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা না থাকলে আদৌ এটা সম্ভব হতো না।

BanglaBook.org

চা ওয়ালা এবং মনোহারী দোকানদার দুজন এই মতের পক্ষে সরবে সম্পূর্ণ সমর্থন দান করে। তারা নিজেরাই দেখেছে, মুহূর্তের ভেতরে জন্তুটি কিভাবে গতকাল বেমালুম মিলিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময়ে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া এসে চা দোকানের বেঞ্চের ওপর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসার মত দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে সমবেত জনতার উদ্দেশে বলতে শুরু করে, তাহলে শোনো। আল্লার আলমে দুই কিসিমের জীব আছে। এক, মাটি দিয়ে তৈরী; আরেক, আগুন দিয়ে তৈরী। কোরানের তিরিশ পারার ভেতরে, সুখি মিয়ার বক্তব্য, বিশ পারার অধিকার আছে আগুন দিয়ে যারা তৈরী, তাদের। তারা ঐ বাকি দশ পারার জন্যে মানুষকে হিংসা করে। নানা রকম রূপ নিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। তাদের সে চেষ্টার শেষ নেই। কে জানে, জন্তুটা সেই আগুন ওয়ালাদেরই কেউ কিনা।

সুখি মিয়া এভাবে সমবেত প্রত্যেকের বাকশক্তি হরণ করে নাটকীয়ভাবে উঠে দাঁড়ায়। সিলকের পানজাবিটা বুকের ওপর অনাবশ্যকভাবে মসৃণ করে নেয় সে স্বাদু আলস্যের সঙ্গে। তারপর সড়ক দিয়ে ধীর গতিতে চলে যায়। অতিরিক্ত দশ পারার অধিকার সম্বলিত বলেই সে আগুন ওয়ালাদের ভয়ে উদ্বিগ্ন নয়, নইলে তার এই সুস্থিরতার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে, জনতার জানা নেই।

অনেক সময় সমবেত একদল মানুষ একক একটি দেহে পরিণত হয়ে যায় এবং অজ্ঞাত কারণে তাদের ভেতরে একসঙ্গে একই প্রতিক্রিয়া হয়।

এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই চমকে উঠে নিজের পেছন দিকে তাকায়। তাদের মনে হয়, জন্তুটি অদূরেই সূক্ষ্ম দেহে ওঁৎ পেতে আছে।

৩৫

বাবলা গাছের নিচে আজ সালমা নয় অন্য মেয়েটি অপেক্ষা করে। জয়নাল তার ঘরের জানালা দিয়ে এতক্ষণ বাবলা গাছের দিকেই তাকিয়েছিল। এতক্ষণ গাছতলা শূন্য ছিল। তারপর সে একটা সিগারেট ধরাতে মুখ ফিরিয়েছে, আবার তাকিয়ে দ্যাখে, মেয়েটি প্রায় ভোজবাজির মত। এই নেই, এই আছে।

কিছুক্ষণ আগে সে ঢাকায় তার পুরনো জায়গীরদারের কাছে চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল। তার জিনিসগুলোর কি হবে, ঠিক কবে পর্যন্ত সে সরিয়ে নিতে পারবে, আদৌ পারবে কিনা, অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় চিঠিটা আর শেষ হয়নি। এখন মনে হয়, মেয়েটি গাছতলায় সালমারই অপেক্ষা করছে। তার কাছে এটা রহস্যময় মনে হয় যে, মেয়ে দুটি কখনোই কলেজ থেকে একসঙ্গে বেরোয় না কেন? অন্তত গতকাল এবং আজ সে দেখেছে একজনকে অপেক্ষা করতে, তারপর আরেকজন এসে যোগ দিতে। আজ এখনো সালমা এসে পৌঁছোয়নি, কিন্তু এসে যে যাবে তা অনিবার্য বলেই জয়নাল ধরে নেয়।

BanglaBook.org

সে ঘর থেকে বেরোয়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, আজ আর বেরুবে না। এখন সে এক ধরনের টান অনুভব করে। ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে তার। যুবকেরা রোজ কেন ইস্টিশানে গিয়ে ঘোরাফেরা করে, কিসের সন্ধান করে, এতকাল সে বুঝতে পারত না; আজ তার ধারণা হয়, গূঢ় কোনো কারণ আছে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করে, মানুষের প্রত্যাশাগুলো আদৌ স্পষ্ট নয়; মানুষ অবিরাম এক কি-হয়-কি-হয়-এর ভেতরে বাস করে, বস্তুত সে জানে না কোন পথে পূরিত হবে, তাই তাকে সম্ভাব্য সকল পথ পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

মাঠের ঘাস ভেঙ্গে, টুক করে নালাটা লাফ দিয়ে পার হয়ে সে বাজার ও ইস্টিশানের পথ নিতে পারত। কিন্তু সে রীতিসম্মত পথটাই বেছে নেয়। বারান্দা থেকে নেমে লাল সুরকির পথ ধরে সে গেটের কাছে পৌছোয়।

অপেক্ষা করছ? ইতস্তত ঃ করে সে যোগ করে, সালমার জন্যে?

মেয়েটি বেশ চটপটে। আজ তার মুখের উজ্জ্বলতাটুকু ঝলমল করে চোখে পড়ে জয়নালের। তার মনে হয়, অনেক মুখ আছে যা প্রথম দেখাতেই দেখা যায় না।

হ্যাঁ, স্যার। ক্ষণকাল থেমে মেয়েটি পালটা প্রশ্ন করে, বেড়াতে যাচ্ছেন?

দেখি।

অনির্দিষ্ট এই উত্তরটা দিয়ে জয়নাল পথ নিতে পারত। কিন্তু নেয় না। চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে, নাক তুলে বাতাসের ঘ্রাণ নেয় সে, তারপর ভ্রু কুঞ্চিত করে ইস্টিশানের দিকে তাকায়।

তোমার নামটা যেন কি?

খোদেজা খাতুন, স্যার।

জয়নাল কি একবার জিগ্যেস করবে, দুজনে একসঙ্গে কলেজ থেকে বেরোয়নি কেন? জিগ্যেস করবে, সালমা কোথায়? কি করছে? গতকাল যখন সালমা এখানে অপেক্ষা করছিল তখন খোদেজাই বা কলেজের ভেতরে কি করছিল?

জয়নাল হঠাৎ লক্ষ্য করে মেয়েটি তার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে তার ভেতরে কিসের একটা উদ্বেগও যেন অনুভব করা যায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর দৃষ্টিকে সেখানেও নিরাপদ মনে না করে, দূরে কলেজের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

জয়নাল নীরবে খোদেজার পাশ কাটিয়ে ইস্টিশানের দিকে নেমে যায়। যেতে যেতে পচা মাংসের ঘ্রাণ তাকে নিয়ে ছলনা করছে, সে দেখতে পায়। এই আছে, এই নেই। ডান দিক থেকে আসছে, ডান দিক থেকে মুখ ফেরাতেই বাঁ দিক থেকে অতি ধীরে এসে লতিয়ে ধরছে; আর সে যেন অবিরাম সেই বিপুল ক্ষতের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ইচ্ছের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে; কিন্তু আবার এটাও মনে হচ্ছে অচিরেই, এই বাঁকটা পেরুলেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সে ফিরে পাবে। ফিরে পাবে, এই বিশ্বাসটা এখনো আছে বলেই ভেতরটা নিরুদ্বেগ। নিরুদ্বেগ, কিন্তু কোথাও যেন কি একটা টিপ টিপ করে চলছে, যেন একটা আঙুল বিরতিহীন মৃদু তাল দিয়ে চলেছে।

BanglaBook.org

বাজারে দাঁড়িয়ে সে এক পেয়ালা চা পান করে। তারপর ইস্টিশানে গিয়ে নির্জন একটি জায়গা বেছে নিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে সে কি একটা গভীরভাবে ভাবছে, কিন্তু সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার প্রসঙ্গটি সে আর সনাক্ত করতে পারে না। তার পরিবর্তে অস্থির ভেতরে সে অতল এক শূন্যতা অনুভব করে ওঠে। কেবল শূন্যতাই নয়, সে লক্ষ্য করে, শূন্যতার শরীরে সূক্ষ্ম তুরপুনের মত হতাশা ছিদ্র কেটে চলেছে।

অবিলম্বে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেন আসবার আর বেশি দেরি নেই। প্ল্যাটফরমে মানুষ জমে উঠতে শুরু করেছে। ফেরিওয়ালা ছোকরাগুলো এরি মধ্যে পায়চারির মহড়া দিতে শুরু করেছে। পয়েন্টম্যান লণ্ঠন ধরিয়ে দূরের সিগন্যালের দিকে হাত দুলিয়ে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ সমস্ত কিছুই জয়নালের কাছে দূরের এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। সালমা এবং খোদেজা একই সঙ্গে কলেজ থেকে কেন বেরোয় না, কেন প্রতিদিনই একজন আগে বেরিয়ে অপেক্ষা করে—তা ভয়াবহ রকমে জটিল মনে হয়। ভূধর সরখেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও সমীচীন কিনা তা সে স্থির করতে পারে না আর; বস্তুতপক্ষে লোকটিকে খল ও ধুরন্ধর বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায় এবং তার সঙ্গ আশু পরিতাজ্য বলে সে সিদ্ধান্ত করে। তারপর দ্রুত ইস্টিশান ছেড়ে সে কলেজের দিকে যাত্রা করে। অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে বলা যেত, পচনশীল ক্ষতের ঘ্রাণ তাকে এখন তাড়া করে চলেছে।

কিন্তু কলেজেও সে থামে না। বলা যায়, কলেজের উপস্থিতিও তার চেতনায় ধরা পড়ে না। শাদা দালানটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে লক্ষ্যই করে না, কলেজের পাশ দিয়েই সে যাচ্ছে।

অচিরেই সে কলেজ পেরিয়ে কালভার্টের কাছে এসে পড়ে।

এই কালভার্টের ওপর ব্যাংক ম্যানেজার করিম সাহেব নিয়মিত এসে বসেন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখা যায় না। জয়নাল না ভেবে পারে না, করিম সাহেব তাঁর সান্ধ্য-ভ্রমণের অভ্যাসটি আপাততঃ মুলতুবি রেখেছেন জন্তুর ভয়ে।

তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

সে শূন্য কালভার্ট পেরিয়ে যায়। আবিষ্কারের কেমন একটা নেশা তাকে পেয়ে বসে। রাজারহাটে এসে অবধি এ দিকটায় তার সীমান্ত ছিল এই কালভার্টে স্থাপিত। আজ সে সীমান্ত পেরিয়ে যায়। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝোপ থেকে পাখিরা ফোয়ারার জলের মত সহসা উৎক্ষিপ্ত হয়। মুহূর্তের ভেতরে তারা ঝরা পাতার মত নেমে আসতে থাকে, এবং পরক্ষণেই দিক পরিবর্তন করে আবার ওপরে ফিরে যায়।

পাখির চোখেও কি মানুষের অস্থির চলাচল খেলা বলে মনে হয়?

জয়নাল পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা তুলে পাখিদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। নিজের অজান্তেই তার হৃদয়ের ভেতরে পাখিদের আনন্দ এবং সন্ধ্যার বিষাদ প্রবাহিত হয়ে যায়। সঙ্গমক্ষেত্রের পরও বহুদূর পর্যন্ত দুই নদীর স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়।

তার হৃদয় এতদূর প্লাবিত হয়ে যায় যে, সে এখন ঘরে ফেরার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত মনে করে। কিন্তু ঘরের দিকে তার পা ফেরে না। একটি অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা, কেউ এই বিধান

BanglaBook.org

দিয়ে গেছে বলে বোধ হয়। সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পা বাড়ায়। তার পা সমুখের দিকেই পড়ে, পেছনে কলেজের দিকে নয়।

৩৬

প্রফেসর সাহেব।

থমকে দাঁড়ায় সে। এবং লক্ষ্য করে, পথের পাশে চমৎকার একটি আঙিনা, দুদিকে ফুলের গাছ, গাছ ঘিরে বাঁশের নিখুঁত জালি বেড়া। পথ থেকে আঙিনায় ঢোকার মুখে বাঁশের নিচু তোরণ। সেই তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় সহাস্য মুখে। মাথায় কিস্তি টুপি, গায়ে শাদা ধবধবে পাঞ্জাবি, সবুজ লুঙ্গি, পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। পা ভেজা। বোধ হয় সদ্য ওজু সেরে উঠেছেন।

আমি দেওয়ান খাঁ।

রাজারহাটে নাম শুনেই কাউকে চেনার মত পুরনো হয়নি জয়নাল। প্রৌঢ়ের মুখের দিকে সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

চললেন কোথায়? এই সন্ধ্যা বেলায়?

হাঁটছি আর কি।

প্রৌঢ় সস্নেহে বলেন, বড় ধুলা।

কথাটা শুনে তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া হয়; জয়নাল চট করে পথ থেকে সরে এসে তোরণের নিচে দাঁড়ায়। এখানে খটখটে শাদা মসৃণ মাটি। পা ঝাড়তেই মিহি ধুলো আসন্ন সন্ধ্যার লাল আলোয় ওড়ে।

আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নাই?

জয়নাল অপ্রস্তুত হয়ে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে তাকায়।

আমি রাজারহাট ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ কলেজও আমিই প্রতিষ্ঠা করেছি।

জয়নাল সচকিত হয়ে ওঠে। কলেজে চাকরি করে কলেজের প্রতিষ্ঠাতাকে চেনে না, এটা তার কাছে অপরাধ বলেই মনে হয়। সে ঘাড় চুলকে বলে, কিছু মনে করবেন না, আমি নতুন এসেছি।

আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আপনার কথা শুনেছি অনেক। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খুব তারিফ করেন আপনার। বসে যান না একটু।

দেওয়ান খাঁকে না চিনে যে অপরাধ সে করেছে, তা কিছুটা লাঘব হতে পারে ভেবে রাজী হয়।

এখনই আজান হবে। নামাজ পড়েন তো?

জয়নাল আবার অপরাধী বোধ করে।

BanglaBook.org

লজ্জা পাবার কিছু নাই। আজকাল তরুণ সমাজ আর নামাজ পড়ে কোথায়? রক্ত গরম আপনাদের। আমরা বুড়া মানুষ, না পড়ে পারি না। ওরে, বাংলা ঘরের দরোজাটা খোলরে। আর একটা বাতি দে।

এতক্ষণ কোমল গলায় কথা বলছিলেন দেওয়ান খাঁ, এবার তাঁর উচ্চকণ্ঠের হাঁক শুনে বিস্মিত হয় জয়নাল। মুহূর্তের ভেতরে স্বর এত কর্কশ হয়ে যেতে পারে, সে কল্পনাই করতে পারেনি। লোকটিকে হঠাৎ তার কঠোর বলে বোধ হয়। আগের ঘোর কেটে যায়। সে দূরত্ব অনুভব করতে থাকে।

দেওয়ান খাঁর কণ্ঠ আবার স্নেহময় কোমলতা ফিরে পায়।

বসেন, আমি নামাজটা পড়ে আসি।

এক কিষান এসে বাংলা ঘর খুলে দিয়ে যায়। জয়নাল ভেতরে যায় না। আঙিনার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে আজান শোনা যায়। বিলাপের মত সেই ধ্বনি শুনে জন্তুটির কথা তার মনে পড়ে যায়। চারদিকের অন্ধকারের ভেতরে ক্ষণকালের জন্যে সে একটি লোমশ উপস্থিতি অনুভব করে। তারপর চারদিকের নির্জন স্তব্ধতা তাকে অবসন্ন করে যায়। চলচ্চিত্রের মত ঢাকার আলোকিত রাজপথ তার চোখের ওপর ঝলমল করে ওঠে। ঢাকা তার কাছে অন্য কোনো গ্রহের নগর বলে বোধ হয়।

জঙ্গলের মাথার ওপরে সহসা চাঁদ দেখা দেয়।

৩৭

জন্তুটির কথা মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম সে এক প্রকার শৈত্য অনুভব করে। এই প্রথম সে সচকিত হয়ে ওঠে। এমনকি এও তার মনে হয়, পচনশীল ক্ষতের সে দুর্গন্ধ, আসলে তা ঐ জন্তুটির রোমরাজির। কিন্তু এ কদিন তো এমন মনে হয়নি। এ কদিন তার মনে হয়েছে, পত্রিকায় বহুবার পড়া দূর কোনো মফস্বল এলাকার ঘটনা সে শুনছে—যে মফস্বল জীবনে সে চোখে দেখেনি। আজ এই পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যা বেলায় কি এমন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় যে, সে অস্থি-র ভেতরে, ক্ষণকালের জন্যে হলেই জন্তুটির নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারে?

তার মনে হয়, সে আর স্বাভাবিক নয়; সে কেন?—কোনো কিছুই স্বাভাবিক বলে তার কাছে আর বোধ হয় না। বুকের ভেতরে স্পন্দন অনুভব করে, কিন্তু চেতনার ভেতরে জীবনকে সে অপসৃয়মান বলে দেখতে পায়।

পথ পেরিয়ে, মাঠের ওপারে, ঘন জঙ্গলের শরীর চেপে আসা নিরেট অন্ধকার যা চাঁদের আলোয় অতিকায় দেখায়, এখন তার কাছে সপ্রাণ বলে অনুভূত হয়। তার এমনও মনে হয়, আসলে এই অন্ধকার পাতালের একটি প্রাণী, যে দিনের বেলায় দেহ সংকুচিত করে গহ্বরে প্রবেশ করে। তারপর, সূর্য নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হয়ে স্বরূপে সে নির্গত হয় এবং বস্তুজগতকে তার তুলতুলে পেটের নিচে চেপে ধরে ক্রমশঃ আরো বিস্তৃত হয়।

BanglaBook.org

সে বিস্ফারিত চোখে দূরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের আলোয় মাঠের বিচ্ছিন্ন গাছগুলোকে অন্ধকারের অগণিত তীক্ষ্ণ দাঁড়া বলে মনে হয়।

কাল রাতে যে চিৎকার সে শুনেছিল, এই যে মাঠ, মাঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, সে কি আসলে এই অন্ধকারেরই নিষ্ঠুর পেষণে মাটির আর্তনাদ?

৩৮

দেওয়ান খাঁ চেয়ার টেনে বসে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা স্তিমিত করে বলেন, রাতে এখানেই খেয়ে যাবেন। ভেতরে বলে এসেছি। গরীবের বাড়িতে শাকভাত খেতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নাই?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে বসে থাকবেন। তাঁর ওখানেই মাসিক খাচ্ছি।

দেওয়ান খাঁ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন, কিষান পাঠাচ্ছি। বলে আসবে।

তাঁর ভঙ্গী দেখে সহজেই বোঝা যায় কি একটা বিষয়ে তিনি জরুরী ভিত্তিতে কথা বলতে চান, চলতি প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে তাঁকে বিরক্ত করেছে।

জয়নালের অনুমান ভুল হয় না।

কিষান পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেওয়ান খাঁ চেয়ারে বসবারও অপেক্ষা করেন না। চেয়ারের দিকে অগ্রসর হতে হতেই তিনি বলেন, আমাকে আপনি চিনতে পারেন নাই, দোষ আপনারও নয়। আমি নিজেই আর কলেজের দিকে যাই না।

কেন?

সে এক লম্বা কাহিনী। আপনি নতুন এসেছেন, অন্যের কাছে শুনে ভুল ধারণা করবেন, তারচেয়ে আমার কাছেই শুনে যান। কয়েক দিন থেকেই মনে মনে ভেবেছি, আপনার সঙ্গে দেখা করব। আজ আল্লারই ইঙ্গিত, আপনি নিজেই হাজির হয়েছেন। মানুষকে কে এত্তেলা দেয়, মানুষের জানা অসাধ্য। সন্ধ্যার সময়, এক বর্ণ মিছা আপনাকে বলব না। তা ছাড়া, আমি আপনার বাপের বয়সী। এক প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমার দুঃখ কিছুটা বোঝেন, কারণ, তিনিও ভুক্তভোগী, তাঁরও অনেক দুঃখ আছে। সেই জন্যই তিনি এত বড় বন্ধু আমার, তাঁর সঙ্গেও বাজারঘাটে আর বিশেষ দেখা করি না। দেখা হলেই সরে যাই। তিনিও যান। তবে, তিনি আমার এখানে আসেন, আমিও মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে যাই।

দেওয়ান খাঁর চিন্তার প্রকাশগুলো জোনাকির মত ইতস্ততঃ এবং বিচ্ছিন্ন। এখন পর্যন্ত কিছুই আলোকিত হয়ে ওঠে না।

জয়নাল কিছুই ঠাহর করতে পারে না। এমন কি দেওয়ান খাঁর নিচুপর্দার উচ্চারণও একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক শব্দই তার বোধগম্য হয় না। বাতাসের ফিসফিসানি বলে ভ্রম হয়। তাই সে নিজের অজান্তেই একটু ঝুঁকে পড়ে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে। তার সেই ঝুঁকে পড়াটা দেওয়ান খাঁকে উৎসাহিত করে আরো। তিনি এই ভঙ্গীটির ভেতরে জয়নালের শ্রদ্ধা এবং

BanglaBook.org

সহানুভূতি আবিষ্কার করেন। ফলত দেওয়ান খাঁ বহুদিনের পরিচিতের মত আন্তরিক ও উন্মুখ হয়ে ওঠেন।

চেয়ারম্যান আমি বহুদিন। আমার বাবাও ছিলেন চেয়ারম্যান। তাঁর আমলেই রাজারহাট ইউনিয়ন বোর্ড হয়, সে ইংরেজ আমলের কথা। তখন মানুষের ভেতরে এত বিভেদ, মারামারি, সন্দেহ ছিল না। আপনার হয়ত মনে হতে পারে, স্বাধীনতার আমি বিরোধী, ইংরেজের শাসন চিরকাল থাকুক সেটাই আমার মনোগত কথা। না, তা নয়, আর এ নিয়েও আমার সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমার বাবাকে নিয়ে এ সব কখনো হয় নাই। লোকে তাঁকে ভালবাসত, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, আজকালকার কিছু কিছু যুবক ছাড়া রাজারহাটের সাধারণ মানুষ আমাকেও ভালবাসে। যুবকদের মতিগতি আমি বুঝি না; তাদের রাজনীতিতে আমি অন্তত কোনো ভবিষ্যত দেখি না। যে রাজনীতিতে মানী লোকের অসম্মান করাই বাহাদুরির কাজ, সে রাজনীতিতে দেশের মঙ্গল নাই, প্রফেসর সাহেব। আপনি শিক্ষিত মানুষ, ঢাকার মানুষ, আপনি আমার কথা যতটুকু বুঝতে পারবেন, এখানকার কারো কাছে ততটুকু কেন, তার আধলাও বোঝার আশা আমি করি না। জীবনে অনেক দেখেছি, আল্লার হুকুম হলে এত শিগগির কবরে যাব না, আরো দেখব, আল্লা আরো দেখাবে, তবে দেশ এখন নিচের দিকেই, এটুকু অন্তত আপনি স্বীকার করবেন। কি বলেন?

এখন পর্যন্ত আলো দেখতে পায় না জয়নাল। দেওয়ান খাঁ লম্বা এক কাহিনীর প্রতিশ্রুতি গোড়াতেই দিয়েছিলেন, সে কাহিনীর দূরতম কোনো পাড়ও তার চোখে পড়ে না।

আপনি চুপ করে আছেন?

কই, না। শুনছি।

কয়দিন হলো কাজে যোগ দিয়েছেন?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, বোধগম্য হয় না।

এই দিন পনের।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেন নাই, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কোনো ক্লাশ নেন না।

চমকে ওঠে জয়নাল। তাই তো, দেওয়ান খাঁ না-বলা পর্যন্ত ব্যাপারটা তার চোখেই পড়ে নি। সে কৌতূহল অনুভব করে। অন্ধকার একটি দাঁড়া সন্তর্পণে তাকে যেন আলিঙ্গন করে বসে।

কি? ঠিক বলেছি?

দেওয়ান খাঁর কণ্ঠে উল্লাস অতি সূক্ষ্ম তারে লক্ষ্য করা যায়।

না, আমি ওঁকে ক্লাশ নিতে দেখিনি।

কলেজে প্রফেসর শর্ট, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অভিজ্ঞ শিক্ষক, একাই তিনি সব সাবজেক্ট পড়াতে পারেন, নতুন অবস্থায় পড়িয়েছেন, অথচ এখন তিনি ক্লাশ নেন না।

ধাঁধাটির সমাধান বের করতে জয়নাল ব্যর্থ হয়। দেওয়ান খাঁর তরফ থেকে অচিরে কোনো সূত্র উত্থাপিত হয় না। তাই সে প্রশ্ন না করে পারে না, কেন?

তাঁকে ক্লাশ নিতে দেয়া হয় না।

চমকে ওঠে জয়নাল। জন্তুটির রোম তার শরীর স্পর্শ করে চলে যায়।

BanglaBook.org

'কে ক্লাশ নিতে দেয় না?'

'রাজারহাটের যুবক ছাত্র সমাজ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের অপরাধ, তিনি একাত্তর সালে শান্তি কমিটির মেম্বার ছিলেন। তিনি যদি ক্লাশ নেন তাহলে আপনার ছাত্ররা ক্লাশ করবে না। আর ভাল ছাত্র যারা তাঁর ক্লাশ করতে চায়, বাপের পাট বেচা ধান বেচা টাকার দাম যারা বোঝে সেই সব ছাত্রকে তারা ভয় দেখায়, ক্লাশ করলে জান কতল করা হবে। কলেজ এখন এক আতংকের রাজত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রফেসর সাহেব।

তথ্যটা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয় জয়নালের কাছে। এ রকম একটা পরিস্থিতির ভেতরে সে দু সপ্তাহ আছে অথচ বিন্দুমাত্র কিছু টের পায়নি, ভেবে বিস্মিত হয় সে। জয়নাল জানতে চায়, তাহলে, এরপরও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তিনি আছেন কি করে?

দেওয়ান খাঁ প্রশ্নটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিম্বা জয়নালের প্রশ্নই স্পষ্ট হয় না। দুজনে দুজনের দিকে পরস্পরের কাছে অবোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

জয়নাল আবার প্রশ্ন করে, ছাত্ররা তাঁর ক্লাশ করবে না, ছাত্ররা প্রাণের হুমকি দেয়, অথচ তিনি প্রিন্সিপ্যাল পদে আছেন, তাতে ছাত্রদের আপত্তি নেই, এটা কি করে হয়?

প্রশ্নটা শুনে মাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দেওয়ান খাঁ। এমন একটা অভিব্যক্তি তিনি সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় প্রশ্নের উত্তর এক্ষুণি তিনি দিতে পারেন, তবে দেয়া উচিত হবে কিনা সেটাই গভীরভাবে ভেবে দেখছেন। আসলে, ঘটনার ভেতরে যেটুকু কল্পনার আমদানী তিনি করেছিলেন সেটা তাঁকে এমন একটা ফাঁদে ফেলবে, তিনি আঁচ করতে পারেননি। আনকোরা লোকের কাছে নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণ বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে গুম হয়ে গেলেন। তার মনের ভেতরে জয়নালের প্রতি হঠাৎ একটা ক্রোধ পাকিয়ে উঠতে চায়, সেটাকে প্রশ্রয় দেয়া কর্তব্য কিনা তা স্থির করতে না পেরে তিনি আরো ক্ষুব্ধ হয়ে যান।

মাটিতে রাখা লণ্ঠনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন দেওয়ান খাঁ।

জয়নাল আবার প্রশ্ন করে, বুঝলাম না। তিনি প্রিন্সিপ্যাল আছেন কি করে?

দেওয়ান খাঁ এবার চোখ তুলে গম্ভীর গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, তিনি আদর্শবাদী লোক; মনের জোরেই এখনো প্রিন্সিপ্যাল।

উত্তরটা সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না জয়নালের। ভাল করে ঠাহর করতে পারে না, কেবল তার অস্থি-র ভেতরে অনুভব করে আঞ্চলিক টানাপোড়েনের ভেতরে অসহায় তার অস্তিত্ব নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সে এক ধরনের অপরিচ্ছন্ন বোধ করে। তবু, শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটা কৌতূহল জয়ী হয়ে যায়। সে জানতে চায়, 'আপনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, আপনি কলেজে যান না কেন?

চকিতে একবার জয়নালের দিকে তাকান দেওয়ান খাঁ। বলবেন কি, প্রিন্সিপ্যাল যে শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি স্বয়ং ছিলেন তার সভাপতি?

অবলীলাক্রমে তিনি উত্তর দেন, প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই আমার কর্তব্য ছিল; তারপর দশজনের দায়িত্ব কলেজ পরিচালনা করা। তাই যাই না।

জয়নাল ভোলেনি, একটু আগেই তিনি স্থানীয় যুবক সমাজের অশিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি কোনো কোনো ছাত্র যে হত্যারও হুমকি দিয়েছে তাও বলেছেন। সেই তথ্যের সঙ্গে তাঁর বর্তমান উত্তর উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

BanglaBook.org

লোকটির ওপর জয়নালের ঘৃণা হয়। এত সৌম্য চেহারার কোনো মানুষকে এতটা খল হতে সে আগে কখনো দেখেনি। এখান থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বার জন্যে সে হাঁসফাঁস করে ওঠে। তার মুখভাবে সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

দেওয়ান খাঁ জিগ্যেস করেন, আপনি ভাত খান কখন?

আজ না হয় থাক।

বসেন, বসেন। গেরস্ত বাড়ি থেকে না খেয়ে যেতে নাই। শহরের মানুষ তো, এ সব মানেন না। আমরা মানি। প্রাণের টান পাবেন গ্রামে। আপনি না খেয়ে গেলে বাড়ির ভিতরে যে রাগ করবে। তাছাড়া, আপনার ছাত্রীও যে রান্না করছে।

অবাক হয় জয়নাল।

আমার ছাত্রী?

দেওয়ান খাঁ জয়নালের হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেন। বলেন, কেন, আমার বড় মেয়ে, সালমা, সে আপনার ছাত্রী না?

প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না। দেওয়ান খাঁর মেয়ে সালমা? এক মুহূর্ত আগেও যে ক্লেদ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল, এখন তা নিমেষে ধৌত হয়ে যায়।

আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে উঠে সে বলে, সালমা আপনার মেয়ে?

উচ্চকণ্ঠে দেওয়ান খাঁ মেয়েকে ডাক দেন।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সালমা এসে দরোজার মুখে দেখা দেয়। তারার মত উজ্জ্বল মিটমিট করে তার চোখ। লণ্ঠনের আলো সত্যি সত্যি আকাশের তারা হয়ে তার চোখে ধরা দেয়।

৩৯

দেওয়ান খাঁ জয়নালকে একা ফিরে যেতে দেন না। লাঠি লণ্ঠন সহ একজন কিষাণকে তিনি সঙ্গে দিয়ে দেন। সে কিষান সারাটা পথ উচ্চস্বরে কথা বলে চলে; তার একমাত্র বিষয় দেওয়ান খাঁ এবং তিনি কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে জয়নাল আজ অধ্যাপনা করছে। কলেজের কাছাকাছি এসে ভূধর সরখেলকে দেখা যায়। বলা যায়, লোকটি যেন মাটি ফুঁড়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়। জয়নালের মনে হয়, লোকটি কি যেন বলতে চায়, কিন্তু বলে না। ঠিক যেভাবে উপস্থিত হয়েছিল সে ভাবেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় ভূধর সরখেল। কিষানটি তখন বিষয় পরিবর্তন করে ভূধর সরখেলকে নিয়ে পড়ে। লোকটিকে সে পাগল বলে ঘোষণা করে।

ভূধর সরখেল সম্পর্কে এ বিশেষণটি জয়নালের কাছে নতুন।

পাগল ?

BanglaBook.org

কিষানটি বিস্তারিত কিছু না বলে আপন মনেই হো হো করে খানিক হাসে এবং রহস্যময়ভাবে যোগ করে, পাগল নয় তো কি ? হয়ত অতঃপর সে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করত, কিন্তু ততক্ষণে কলেজ এসে গেছে; কিষানটি বিদায় নিয়ে নেয়।

জয়নাল পা ধুয়ে বিছানার ওপর বসে। ঢাকায় যে চিঠিখানা লিখতে শুরু করেছিল তা শেষ করবার সম্ভবনা বা প্রয়োজন কতটুকু তা বিচার করতে গিয়ে অপারগ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ঢাকাও এখন তার কাছে দূরের বলে প্রতীয়মান হয়।

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। চাঁদের আলোয় মাঠ প্লাবিত হয়ে আছে। গোটা পৃথিবীতে একমাত্র সে আছে, আর কেউ নেই, এ রকম ভ্রম হয় তার। আসলে, জন্তুটি দেখা দেবার পর সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা ঘরে দুয়োর দিতে শুরু করেছে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আর কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ নিঃসৃত হতে দেয় না। ইস্টিশানে রাত আটটায় যে ট্রেন আসে, তা ভূতের গাড়ির মত শীতল রেলের ওপর দিয়ে গুম গুম করে চলে যায়। এ রকম মনে হতে পারে যে, জন্তুটিরই চলাচল অবাধ ও নিবিঘ্ন করে দেবার জন্যেই মানুষেরা সারারাত রুদ্ধ এবং স্তব্ধ হয়ে থাকে।

গান শুনতে ইচ্ছে করে জয়নালের। ক্যাসেটের দিকে অর্ধমনস্ক তার হাত যাত্রা করে, ঠিক তখন বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। দ্রুত ফিরে আসে হাত। জয়নাল কান খাড়া করে।

ভূধর সরখেল নয়তো ?

দরোজায় করাঘাত হয়।

জয়নাল সাহেব, জেগে আছেন ?

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেবের গলা।

বিস্মিত হয় জয়নাল। এত রাতে তিনি কি চান? বিদ্যুতের মত মনে পড়ে যায় তার, শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন ইনি। দেওয়ান খাঁর সঙ্গে জয়নালের আজ দেখা হয়েছে, সে খবর পেয়েই কি এত রাতে এখানে এলেন ?

জয়নালের ভেতরটা কঠিন হয়ে যায়। কিছুতেই সে স্থানীয় টানাপোড়েনের ভেতরে জড়িয়ে পড়বে না— এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে দরোজা খুলে দেয়।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রশ্ন করেন, কোথায় গিয়েছিলেন ?

কোথাও না।

সে কি ? বিকেলে বেরিয়ে গেলেন, তারপর সন্ধ্যে হয়ে গেল, আপনার ঘরে বাতি নেই, রাত দশটা বাজে তবু ঘর অন্ধকার।

কলেজ সড়কের ও পাশেই তাঁর বাসা। সেখান থেকে সরাসরি জয়নালের ঘর দেখা যায়।

আমার তো ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল, সাহেব। ঘরে ছিলেন তো বাতি জ্বালেন নি কেন ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অনুসন্ধানী চোখে জয়নালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের কথাই সত্যি কিনা, ভয়ে জয়নাল অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে কিনা, লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন তিনি।

তাঁর সে দৃষ্টিকে ভুল বোঝে জয়নাল।

BanglaBook.org

আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন ?

এ অভিযোগ প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মোটেই আশা করেননি। তিনি এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান যে জয়নাল স্বাভাবিক নয়।

পাগলকে ক্ষিপ্ত না করবার জন্যে মানুষ যে ধরনের সাবধানতা এবং অন্তরঙ্গ স্বাভাবিকতা অবলম্বন করে থাকে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাই করেন। সস্নেহে হেসে উঠে বলেন, না, না, অবিশ্বাস করব কেন ? অবিশ্বাসের কি আছে ? এটা একটা কী আপনি বললেন ? নতুন এসেছেন, মফস্বলে কখনো থাকেননি, আমার একটা চিন্তা হয় না ? তারপর এই এক জন্তু, না দেখা যায়, না টের পাওয়া যায়, ঘরে বাতি না দেখে সেও এক চিন্তা হয়ে গেল।

ঘরে একটা চেয়ার থাকতেও প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের বিছানাতেই বসে পড়েন। বেশ জুৎ করেই বসেন। একেবারে জোড়াসন হয়ে। বলেন, আপনি রাগ করবেন না। আপনার কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলবেন। আমি আপনার বড় ভাইয়ের মত বলে মনে করবেন।

ঘন্টাখানেক আগে দেওয়ান খাঁ নিজেকে তার, জয়নালের, বাপের বয়সী বলে উল্লেখ করেছেন; এখন ইনি আবার বড় ভাই হতে চাইছেন। জয়নালের মনে হয়, এখানকার প্রতিটি বস্তু তাকে শ্বাসরুদ্ধকর আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলবার জন্যে উদ্যত।

সে বলে, আমার কোনো প্রবলেম নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস করেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, সহাস্য অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে থাকেন জয়নালের দিকে, তারপর ছলনার আশ্রয় নেন। পরম স্বস্তি পাবার উল্লাস সৃষ্টি করতে তিনি হাতের দুই করতল আলতো করে বাজিয়ে সুরেলা গলায় বলেন, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার সত্যি খুব ভাবনা হয়েছিল, জয়নাল সাহেব। আমার স্ত্রী থেকে থেকেই বলছিলেন—দ্যাখো না কি হলো।

দেওয়ান খাঁ, তারপর ইনি, এখন এঁর স্ত্রী।

ভয়-টয় করলে না হয় আমাদের কারো সঙ্গে কয়েকদিন এসে থাকুন। রাতের বেলায় কলেজের এ দিকটা এমনিতেই বেশ নির্জন। আর নয় তো কিষান একটা ব্যবস্থা করা যায়; সে এসে আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমার ভয় করে না। একটু থেমে জয়নাল যোগ করে, ও জন্তু আমাকে কিছু করবে না।

গা শিরশির করে ওঠে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

আপনাকে কিছু করবে না, কি করে জানেন ?

আমি জানি।

তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, জয়নাল প্রকৃতিস্থ নয়।

জানেন ?

হ্যাঁ, ভাল করেই জানি।

ও। তাহলে তো কোনো প্রবলেমই নাই।

আছে।

BanglaBook.org

কানে ঠিক শুনেছেন কিনা প্রথমে বুঝতে পারেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। মূঢ়ের মত প্রতিধ্বনি করে ওঠেন তিনি, আছে ?

হ্যাঁ, আমার একটা প্রবলেম আছে। কোনো মীমাংসা করতে পারছি না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ঢোঁক গিলে বলেন, প্রবলেমটা কি ?

মানুষ আত্মহত্যা করে কেন, এর কোনো উত্তর পাই না।

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব ডান হাতের তেলো দিয়ে দুচোখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর হাত সরিয়ে বলেন, আপনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন নাতো ?

হেসে ফেলে জয়নাল।

না। আপনি বারবার প্রবলেমের কথা বলছিলেন, ভাবলাম আপনাকেই তাহলে জিগ্যেস করে দেখি।

কেন জিগ্যেস করছেন ?

আপনি সেদিন ইউনিভার্সিটির মেয়েদের কথা বলছিলেন না ? একটা মেয়ে, তার কোনো কারণ কেউ জানে না, আত্মহত্যা করে। কিসের জন্যে করে, কার জন্যে করে, জানা যায়নি।

ভালবাসার জন্যে হবে ?

সে কাউকে ভালবাসত, শোনা যায় নি।

আপনার সঙ্গে তার আলাপ ছিল ?

না।

তাহলে আপনার তো জানার কথা না যে তার ভালবাসা ছিল কি ছিল না। তাছাড়া, চেনেন না, জানেন না, তার কথা ভেবে আপনার লাভ?

বললে বিশ্বাস করবেন ?

বলুন।

সে বেঁচে থাকতে তার কথা কখনো ভাবিনি। মরে যাবার পর ভুলতে পারছি না।

মুশকিলের কথা।

আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। ধরুন, এই জন্তুটার কথা। যদি তাকে দেখা যেত, ছোঁয়া যেত, তাহলে মানুষ সব সময় ওটা নিয়ে এত ভাবত না, ভয় পেত না। কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না, এর জন্যেই এর থেকে নিস্তার নেই। প্রতিটি মুহূর্তের ভেতরে সে উঁকি দিচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর আড়ালে সে নিঃশব্দে বসে রয়েছে, প্রতিটি ভাবনার ওপর তার ছায়া স্থির হয়ে আছে।

মেয়েটির কথা বলছেন ?

চমকে ওঠে জয়নাল। কথাগুলো তো মাসুদার প্রসঙ্গেও সত্যি হতে পারে।

সে বলে, না, জন্তুটার কথা বলছিলাম।

BanglaBook.org

৪০

পরদিন বাজারে, ইস্টিশানে, কলেজে এটাই আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে যে, গত রাতে জন্তুটির কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। রাত নির্বিঘ্নে কেটেছে। কারো কারো ভেতরে এ রকম বিশ্বাস করবার প্রবণতা দেখা যায় যে, জন্তুটি এলাকা ত্যাগ করেছে। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য তাদের হবে এটা তারা নিজেরাই কল্পনা করতে পারে না, কারণ আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হওয়াই এদের সর্বানুভূত অভিজ্ঞতা।

তবু যারা নিশ্চিন্ত বোধ করে— মানুষের ভেতরেও কি ব্যতিক্রম নষ্ট করে দেয়া সম্ভব ?— তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, জন্তুটি হয়ত ভাল একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং সে সুযোগটা যে কোনো মুহূর্তে তার এসে পড়তে পারে।

পাগল যুবতী-ভিখিরি খিলখিল করে হেসে উঠলে লোকেরা চমকে উঠে তাকে ধাওয়া করে। এক দৌড়ে সে সড়কের শেষ মাথায় গিয়ে বুকের কাপড় তুলে স্তন দুটি তুলে ধরে দেখায় এবং নির্মলকণ্ঠে আবার হেসে ওঠে।

৪১

কলেজের বারান্দায় সালমা আর খোদেজা নোটিশ বোর্ড দেখে। জয়নাল ঘর থেকে বেরুতেই তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।মেয়েরা হাত তুলে সালাম করলে সেও হাত তোলে; কিম্বা তুলেছে কিনা তা সে নিজেও ভাল করে বুঝতে পারে না। ফলে দ্বিতীয়বার তাকে হাত তুলতে দেখা যায়।

তখন ফিক করে হেসে ফেলে খোদেজা। মুখ ফিরিয়ে নেয় সালমা। জয়নালের সন্দেহ থাকে না যে সালমাও হাসছে। অপ্রতিভ হয়ে জয়নাল আবিষ্কার করে, তার ডান হাতে বই বলে সালামের উত্তরে মুক্ত বাঁ হাতটাই সে তুলেছিল।

কাছে এসে বলে, বাঁ হাতে সালাম নিয়েছি বলে হাসছ?

সালমা এবার মুখে আঁচল চাপা দেয়। পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করে।

খোদেজা বলে, না স্যার।

তবে?

আপনি নোখপালিশ পরেন।

জয়নাল বাঁ হাত আবার তুলে ধরে—এবার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দেখতে, কিম্বা দেখাতে। নোখটা সে লম্বা রাখে সেই কলেজে পড়বার সময় থেকে। নোখপালিশও তখন থেকেই লাগায়।

এতে হাসবার কি আছে? মানে, হাসছ কেন?

দূরে ছেলেদের দিকে চোখ পড়তেই জয়নাল তাড়াতাড়ি হাতটা গুটিয়ে নেয়। একেবারে ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দেয়। গম্ভীর গলায় বলে, এক্ষুণি ঘন্টা পড়ে যাবে। ক্লাশে যাও।

BanglaBook.org

৪২

কালভার্টের ওপর করিম সাহেবের সঙ্গে বসেছিল জয়নাল, হঠাৎ তার চোখে পড়ে দূরে কে যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতরে লোকটিকে বৃক্ষ বলে সহসা বোধ হয়। পচা পাটের গন্ধ আবার এসে নাকে লাগে জয়নালের। দূরে ঐ লোকটির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া গন্ধটির কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এক ধরনের উদ্বেগ তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

জয়নাল যখন উঠে দাঁড়ায় লোকটিও চলতে শুরু করে।

পেছন থেকে করিম সাহেব বলে ওঠেন, চললেন?

জয়নাল লোকটিকে অনুসরণ করবে কিনা, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

লোকটি দ্রুত অন্ধকারের ভেতরে মিলিয়ে যায়। তার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নালের ভেতরে আবিষ্কারের আলো পড়ে। বিস্মিত হয়ে সে নামটি উচ্চারণ করে, ভূধর সরখেল।

ওখানে সে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কেন? সে কি দেখতে চেয়েছিল, জয়নাল এখন কোথায়? তারপর জয়নালের ঘরে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারটি চুরি করবার মতলব ছিল তার?

জয়নাল আর অপেক্ষা করে না। তাড়াতাড়ি কলেজের দিকে পা বাড়ায়।

আমাকে একা ফেলে যাচ্ছেন যে।

করিম সাহেবের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জয়নাল এগিয়ে যায়। কলেজের বারান্দাতেই দেখা পায় সে সরখেলের।

এবার সে সরে যায় না। বরং জয়নালের কাছে প্রায় ছুটে এসে ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনারা কি আমাকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন?

কেন বলুন তো?

জয়নাল বিস্মিত হয়ে যায় লোকটির কাতর অবস্থা দেখে। সে তাকে নিঃশব্দে আমন্ত্রণ জানায় ঘরে এসে বসবার জন্যে। কিন্তু ঘরে ঢুকেও সরখেল আসন নেয় না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে যেন লণ্ঠন জ্বালানো এর আগে কখনো সে দেখেনি।

লণ্ঠনের ফিতে সহনীয় পর্যায়ে খাটো করে জয়নাল জিগ্যেস করে, আপনাকে নিয়ে আলোচনা করছি, কেন মনে হলো আপনার?

জয়নালকে আরো বিস্মিত করে সরখেল পাল্টা প্রশ্ন করে, চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে আপনি টের পান না?

ষড়যন্ত্র?

হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র। আপনার কি মনে হয় না, মানুষ আর মানুষকে বিশ্বাস করে না? মানুষ আজকাল মানুষের কেবল ক্ষতি করতে চায়? মানুষ কেবল তার নিজের ভাল চায়? নিজের ভালর জন্যে মানুষ মানুষ খুন করতেও আর পেছপা নয়?

BanglaBook.org

ভূধর সরখেল যেন চেয়ারকেও ভয় করে; সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসে; বসেও যেন স্বস্তি পায় না, যে কোনো মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার জন্যে দেহটাকে টানটান করে রাখে।

জয়নাল হেসে ফেলে।

আপনি হাসছেন?

না, কিছু না। এমনি। মানুষকে এখনো আমি অনেক বিশ্বাস করি।

আমিও করতাম। আমিও একদিন করতাম।

এখনো করেন?

না, করি না।

নিশ্চয়ই করেন। নইলে আমার কাছে এত কথা বলতে পারতেন না।

বোকা হয় তাকিয়ে থাকে ভূধর সরখেল। ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কি ভেবে আবার ধপ করে বসে পড়ে। বলে, আপনার ঐ জিনিসটা আছে না? একটা গান শুনতাম। মানুষকে আপনি এখনো চেনেন না, প্রফেসর সাহেব। জন্তুটা যদি আমাকে ধরত, বেঁচে যেতাম।

৪৩

ইস্টিশানের পয়েন্টসম্যান পরদিন ভোরবেলায় ভিখিরির শিশুটিকে আবিষ্কার করে দূরের সিগন্যালের নিচে, ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে। শিশুর মাথা চ্যাপটা হয়ে গেছে, মুখে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। অনুমান করা হয়, জন্তুটি তার থাবার ভেতরে শিশুর মাথা প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরেছিল।

একই দিনে, দুপুর নাগাদ খবর পাওয়া যায়, ভূধর সরখেল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দু একজন সন্দেহ করে, তার ভিটেবাড়ি কেনার জন্যে যারা চেষ্টা করছিল, তারা এতটা চাপাচাপি না করলেও পারত, হয়ত চাপেই সে আত্মহত্যা করেছে অথবা নিহত হয়েছে। শেষ সম্ভাবনাটি ছোট্ট একটি ঢিলের মত অতিক্ষীণ আলোড়ন তুলেই মিলিয়ে যায়। রাতের ট্রেনে ভূধর সরখেলের লাশ জলেশ্বরীর লাশ কাটা ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

৪৪

আপনার দাওয়াত আছে। প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান জয়নালের কাঁধে হাত রেখে বলেন। এই প্রথম তিনি এত অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে জয়নালকে সম্বোধন করেন।

কোথায়?

তার হাত না নামিয়ে, বরং আরো স্নেহের সঙ্গে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলেন, চমকে উঠলেন যে? আপনার ভাবী আপনাকে বিকালে নাশতা করতে বলেছেন।

BanglaBook.org

কলেজ শেষ হতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জায়নালকে বাসায় নিয়ে যান। ব্যাপারটা বোঝা যায় চায়ের পর।

পরশুদিন আপনি একটা কথা আমার কাছে গোপন করে গেছেন।

বড় আবদার করেই কথাটা বলেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। জয়নাল হকচকিয়ে যায়।

কোন কথা?

'আপনি সেদিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাসায় গিয়েছিলেন।'

গোপন সে করেছিল, কিন্তু এখন সে অবাক হয়ে যায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখে ক্ষুন্ন হবার কোনো চিহ্ন না দেখে। বরং মাথা দুলিয়ে তিনি হেসে চলেছেন নিঃশব্দে।

যাননি?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। যাওয়া ঠিক বলে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি ডেকে নিলেন।

খুব সজ্জন লোক।

জয়নাল চুপ করে থাকে।

'অথচ আপনাকে ঘরে না দেখে কি ভাবনাটাই না হয়েছিল। আরেক কাপ চা দিক আপনাকে? আপনারা তো শহরের মানুষ। ঘন ঘন চা খান।'

না, না, থাক।

আপনাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

জয়নাল ভ্রু তুলে তাকায়।

কথা দিতে হবে, আপনি আমার কাছে গোপন করবেন না। কিছুই গোপন করবেন না। আমি একটা কথা জিগ্যেস করব।

জয়নাল অপেক্ষা করে।

সত্যি কথা বলবেন তো?

জয়নাল সেদিনের মিথ্যেটুকুর জন্যে বিব্রত বোধ করছিল; সে এখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে। বুঝতে পারে না, আবার কিসের স্বীকারোক্তি তিনি চান।

জয়নাল জোর করে একটু হেসে বলে, কি কথা আপনি জানতে চান? আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যাননি, বিশ্বাস করুন।

সে কথা নয়। সেই মেয়েটির কথা।

কোন মেয়েটি?

জয়নাল তার অন্তরশুদ্ধ চমকে ওঠে।

আহ, সেই যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। তার সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না, কথাটা কি সত্যি? আপনি তো বলেছিলেন, আলাপ ছিল না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গলায় এমন একটা কিছু ছিল, যাতে মনে না হয়ে পারে না যে এর উত্তর তিনি আন্তরিকভাবে আশা করছেন।

কেন তাঁর এ কৌতূহল?

জয়নাল বলে, না, তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

ভালবাসা?

BanglaBook.org

আলাপই ছিল না, ভালবাসা কি করে হবে?

অনেক সময় তো হয়।

কথাটা স্বীকার করে জয়নাল, মাথা দুলিয়ে। তার সালমার কথা মনে পড়ে যায়। চোখের সমুখে কালো লিপস্টিক দেয়া চকচকে ঠোঁটজোড়া ভেসে ওঠে। স্পষ্ট সে দেখতে পায় এরশাদকে। এরশাদ সালমার পিঠে হাত দিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মুখটা কানের কাছে নামিয়ে আনা; আর দুজনের মাঝ বারবার এক ফালি করা রোদ আছাড় দিয়ে পড়ে আছে। একই সঙ্গে ছবিটা দূর এবং নিকট বলে মনে হয়। এরশাদের জায়গায় নিজেকে স্থাপিত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলে জয়নাল।

সে আবার বলে, মাসুদার সঙ্গে আমার ভালবাসা ছিল না।

মাসুদা কে?

যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। আপনাকে তার নাম বলা হয়নি।

ও।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। মনের ভেতরে কিছু একটা তোলপাড় করতে থাকে তাঁর।

জয়নাল জানতে চায়, হঠাৎ এ কথা?

বলছি।

এরপরও অনেকক্ষণ কিছু বলেন না তিনি; হয়ত বুঝে পান না ঠিক কি ভাবে প্রসঙ্গটি তুলবেন। অবশেষে, নীরবতা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে দেখেই হয়ত, তিনি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন।

প্রতিবিম্বের মত জয়নালকেও দেখা যায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, একটা প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে। আপনার মতামত কি, আমাকে জানতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সেদিন রাতে আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হয়, তাতে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। কথাগুলো স্মরণ করে আমার মনে হয়, প্রথমে আপনার মনের অবস্থা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়াই কর্তব্য। তারপর প্রস্তাবের কথা।

কিসের প্রস্তাব?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চকিতে জয়নালের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, আপনার বিবাহের প্রস্তাব।

রোমাঞ্চিত বোধ করবার বদলে, মনের ভেতরে কিসের একটা ভীতি অনুভব করে জয়নাল।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে চলেন, প্রস্তাবটি ভাল। আমি মনে করি খুবই ভাল। কিন্তু আপনি সত্য বলেছেন তো যে আপনার আগে কোনো ভালবাসা ছিল না?

সুযোগটি ব্যবহার করবার জন্যে জয়নালের ভীষণ লোভ হয়। যদি সে বলে, মাসুদাকে সে ভালবাসে, তাহলে প্রস্তাবটির ইতি এখানেই হয়ে যায়। কিন্তু মাসুদার চেয়েও প্রবলভাবে তার মনে পড়ে সালমাকে। সে ইতস্ততঃ করে। কল্পনাই যখন, যে কাউকে নিয়ে মিথ্যে বলা যায়, কিন্তু কোথায় যেন সততা খোঁচা দিয়ে ওঠে। অন্যদিকে, একটা কৌতূহলও হয় তার। বিবাহের প্রস্তাবটি দিয়েছে কে? কার সঙ্গে? তার নাম করছেন না কেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব?

BanglaBook.org

কিন্তু এখনো তিনি পাত্রীপক্ষ সনাক্ত করতে এগিয়ে আসেন না। বরং আগের কথাই অনুসরণ করতে থাকেন। বলেন, আপনি যদি ভালবেসে থাকেন, জয়নাল সাহেব, তাহলে আপনার মনের যে বর্তমান অবস্থা আমি দেখছি, বিবাহে আপনি সুখী হবেন না। সে ক্ষেত্রে আমি অপরাধী হব। জেনেশুনে একটি মেয়ে, যাকে আমি ভালভাবে চিনি, যার বাবা আমার বন্ধুস্থানীয়, যার মেয়ে আমার মেয়ের মত, তাকে অসুখী করা উচিত হবে না। অন্যদিকে, আপনি যদি সত্য বলে থাকেন, যদি মেয়েটির জন্য আপনার ভালবাসা না থেকে থাকে, তাহলে, আপনার মনের যে বর্তমান অবস্থা, তা দেখে আমি বলছি, বিবাহ আপনার পক্ষে ভাল হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ করে সংসারী হওয়াই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। অন্তত আমি তাই মনে করি।

অংকের কঠিন একটা সমস্যা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে অধ্যাপকের মত সরে দাঁড়ান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। এ ক্ষেত্রে জয়নালের দিকে গভীর দৃষ্টি স্থাপন করে ধৈর্যের সঙ্গে উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন।

জয়নাল বলে, আমার কোনো ভালবাসা ছিল না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দেশে আপনার আছে কে? বাবা, মা, ভাই, বোন?

মা ছোট বেলায় মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। আমার আপন বড় বোন, তার সংসারেই আমি মানুষ হই। আমার ছোটবেলায় বুবুর বিয়ে হয়েছিল।

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নাই?

বাবাই সম্পর্ক রাখেননি। আমার সৎ ভাইবোন আছে পাঁচজন।

জয়নালের কণ্ঠস্বরে হয়ত বিষন্নতা ছিল; প্রিন্সিপ্যাল সাহেব সাগ্রহে বলে ওঠেন, এখানে কাজ সমাধা হলে আপনি বাবা মা দুইই পাবেন। তাঁরা আপনাকে নিজের ছেলের মতই গ্রহণ করবেন।

সপ্রশ্ন চোখে জয়নাল তাকায়।

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান বলেন, চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ। তাঁর বড় কোনো ছেলে নাই। বাড়ির জামাই না, আপনি হবেন বাড়ির ছেলে। আপনাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। আজ দুপুরে তিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

কলেজে?

না, আমার বাসায় এসে খবর পাঠিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম। আমি আপনাকে বলতে পারি জয়নাল সাহেব, এ বিবাহে আপনার ভাল হবে। আপনি তো মেয়েটিকে দেখেছেনও। আপনারই সে ছাত্রী।

জয়নাল স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

BanglaBook.org

৪৫

বিকেলের ট্রেনে ডাক আসে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি ছাপা হয়েছে।

রাজারহাটে অজানা জন্তুর আবির্ভাব।

করিম সাহেব ব্যাংকের খদ্দেরদের জন্যে একটি পত্রিকা নিয়মিত রাখেন। ডাকঘরের সমুখে জামগাছ। সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে তিনি খবরটি সকলকে ডেকে ডেকে দেখান। এক সময়ে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া সদলবলে আসে খবরটি শুনতে, এবং আরো দশ ভাইকে দেখাই বলে এক কপি পত্রিকা কিনে নিয়ে যায়। সুখি মিয়ার জীবনে এই প্রথম পত্রিকা কেনা, তাই কিভাবে বহন করবে কিছুক্ষণ সিদ্ধান্ত করতে না পেরে, অবশেষে, নিশানের মত উঁচু করে তুলে ধরে সে তার গদির দিকে হেঁটে যায়।

৪৬

রাতে আবার আসেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

খাওয়া –দাওয়া হয়েছে?

এই সেরে এলাম।

জয়নাল চেয়ার এগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আবারো তার বিছানার ওপরেই উঠে বসেন। জোড়াসন হয়ে আজ কোলে একটা বালিশ টেনে নেন। স্মিতচোখে জয়নালের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি তখন ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই।

বলার কিছু নেই।

তার মানে? বালিশটা তিনি কোল থেকে নামিয়ে রাখেন।

আপনি রাজী, কি রাজী না? না, সময় চান?

এ হয় না।

আপনার আপত্তি কোথায়? আবার তিনি বালিশটা কোলে টেনে নেন, দুমড়ে মুচড়ে তার ওপর দুই কনুই রেখে বলেন, বিবাহ আপনাকে করতে হবে। আজ হোক কাল হোক সংসারী আপনাকে হতে হবে। হবে কিনা?

অতীত এবং ভবিষ্যত, দুটোই এখন মহাজাগতিক দূরত্বে স্থাপিত বলে জয়নালের বোধ হয়। একটি গানের জন্যে তৃষ্ণা বোধ করে সে। হঠাৎ ভূধর সরখেলের কথা মনে পড়ে যায়। তার শরীর শীতল হয়ে আসে। নিজের অঙ্গ থেকে যেন পচনের গন্ধ পায়।

জয়নালের হাতের কাছেই লণ্ঠন। তার আলো সে ক্রমাগত ছোট বড় করতে থাকে। ঘর একবার সংকুচিত হয়ে আসে, আবার দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে ফিরে যায়।

লণ্ঠনের আলো সতেজ করে দিয়ে জয়নাল বলে, বিয়ে আমি এখন করব না।

BanglaBook.org

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। এ রকম একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তিনি আশা করেননি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, বিবাহ একদিন আপনাকে করতে হবে।

আবার স্তব্ধ তা নেমে আসে।

প্রিন্সিপ্যাল নতুন একটা পরামর্শ দেন।

না হয় এখন কথা হয়ে থাক, বিবাহ কয়েক মাস পরে হবে। মেয়েটি খুবই ভাল না হলে আপনাকে বলতাম না। দেওয়ান খাঁ সাহেব এখানকার বিশিষ্ট ধনী। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মত শ্বশুরের জোর পেলে বাকি জীবন আপনাকে আর ভাবতে হবে না। নিজে তিনি গরজ করে বলেছেন, কথাটা এ ভাবে ফেলে দেবেন না, জয়নাল সাহেব। আপনার তরুণ বয়স, আগে পিছনে সবটা দেখেন না, দেখার দরকারও বোধ করেন না। সাধা সম্পর্ক ফেলে দিতে নেই।

জানালার বাইরে তাকিয়ে শিউরে ওঠে জয়নাল। বিশাল এক জন্তুর মত অন্ধকার সেখানে। চরাচরকে সে তার রোমশ পেটের তলায় চেপে ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝলকে ঝলকে তার হিংস্র উষ্ণ নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। জয়নালের মনে হয়, সে এখন তাকে আজীবন কারাবন্দী করে রাখবার জন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

ঢাকার দিকে সে ফিরে তাকায়। ঢাকা এখন কল্লোলিত সমুদ্রের ওপারে কোনো নগর বলে বোধ হয় তার। সে হতাশ ও খিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তার এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে একটা সিদ্ধান্ত করে নেন এবং আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

এটা আপনার ভাগ্যের কথা যে, ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেই নিজেকে গুছিয়ে নেবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। আমাদের কথা যদি ধরেন, অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে, এখনো কোনো কিনারা দেখি না। বিধবা মাকে টাকা পাঠাতে হয়। বড় ভাই এন্তেকাল করায় তার সংসারও আমাকেই চালাতে হয়। নিজের তিনটি মেয়ে। সে তুলনায় আপনার দায়-দায়িত্ব কিছুই নাই। ভবিষ্যতেও কেউ আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে না। আপনি রাজী হয়ে যান।

জয়নাল স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেতরে কোনো প্রভেদ আর নির্ণয় করতে পারে না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আরো এগিয়ে এসে বসেন। নিজেই তিনি লণ্ঠনের আলো আরো খানিক উসকে দেন—যেন জয়নালের মুখ ভাল করে দেখতে এতক্ষণ তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি তিনি পকেট থেকে পড়বার চশমা বের করে চোখে দেন। উদ্দেশ্য অচিরে স্পষ্ট হয়। তিনি বুক পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বের করে নীরবে অনেকক্ষণ ধরে দেখেন।

তারপর কাগজটি মসৃণ করে বালিশের ওপর বিছিয়ে তিনি বলেন, দেওয়ান খাঁ সাহেবকে আমি বলেছিলাম, প্রস্তাব আমি দিতে পারি, তবে, প্রফেসর সাহেব বিদেশী লোক, এখানে তার কোনো মুরুব্বি নাই, অতএব, বিবাহে তাকে কি দেয়া থোয়া হবে তা পরিষ্কার করে নেবার দায়িত্ব আমার নিজের। আপনি হয়ত অনুভব করে থাকবেন, আপনাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত দেখি। খাঁ সাহেব আপনার ভাবীর উপস্থিতিতে অঙ্গীকার করেন যে, ইস্টিশান সংলগ্ন বাজারটি তিনি আপনাকে লিখে দেবেন। ঐ সমুদয় জায়গা তাঁরই। আর, মেয়ের নামে তিনি সোবহান সাহেবের বাসার পাশে যে পাকা বাড়ি , আপনার বসতের জন্যে দিয়ে দেবেন।

BanglaBook.org

আপনার ভাবী চালাক মানুষ। আমি নিজেই তার বুদ্ধি ছাড়া চলি না। তিনি তখন আপত্তি উত্থাপন করেন।

জয়নালের এ রকম বোধ হয়, সে একটি মনোগ্রাহী পল্লী-উপন্যাস শুনছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী আপত্তি অতঃপর কি হতে পারে, তাকে কৌতূহলী করে তোলে? তার ভ্রু উত্তোলিত হয়। সেটা লক্ষ্য করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বিশেষ প্রীত হন।

আপনার ভাবী বলেন, না, সম্পত্তি যা দেবার ছেলের নামেই লিখে দিতে হবে। আপনারা ছেলের কাছ থেকে কাবিনের পরিমাণ বাড়িয়ে নিন, যাতে আপনার যৌতুকের সম্মান রক্ষা হয়। এ ছাড়াও কথা আছে। এত কথা আমার মাথায় আসে না। আপনার ভাবী নগদ জিনিসপত্রের বিষয়ে কতদূর কি অভিপ্রায় স্পষ্ট জানতে চান। স্থির হয়, আল্লা যদি এ সম্বন্ধ লিখে থাকেন, তাহলে আপনার সুট ও পাঞ্জাবির সেট, আংটি-ঘড়ি-রেডিও, তদুপরি কাচের বাসনের রুচিসম্মত সেট, এছাড়া মেয়েকে তো সাজিয়ে দেয়া হবেই। মটর সাইকেলের কথা উঠেছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারি নাই। জয়নাল সাহেব, শ্বশুর একদিনের না, কেবল বিবাহের দিনেই দেয়া-থোয়ার শেষ না। খাঁ সাহেব আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন, মটর সাইকেলও আপনি আদায় করে নিতে পারবেন।'

মটর সাইকেলের প্রসঙ্গ জয়নালকে আমোদ দেয়। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অবিলম্বে জানতে চান, তাহলে আপনার কথা আমি পেয়ে গেলাম?

কোন কথা?

যে আপনি রাজী?

জয়নাল নীরবে মাথা নাড়ে।

আপনার তাহলে আর কি দাবী আছে বলুন। আমি না হয় খাঁ সাহেবকে বলব।

আমার কোনো দাবীই নেই। বিয়ে করবারও কোনো ইচ্ছা নেই, আগেই তো বলেছি।

তাহলে আবার সেই কথাতেই ফিরে আসতে হয়, জয়নাল সাহেব। বিবাহ তো আপনাকে করতেই হবে। তবে, এত ভাল সম্পর্ক আপনি এক কথায় ফিরিয়ে দেবেন কেন?

এঁটা হয় না।

আপনার আপত্তির কারণ?

ধরে নিন, ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে। তাছাড়া, এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি বাধ্য না থাকতে পারি। তাই না?

রূঢ় এই সংলাপে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব গুম হয়ে যান। অতি ধীরে কোল থেকে বালিশ নামিয়ে রাখেন। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, আমার কোনো স্বার্থ নাই। বিবাহ অবশ্যই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। আপনার হাবেভাবে যতদূর বুঝি, মেয়েটি সম্পর্কে আপনার কোনো সমালোচনা নাই। নিজেও আপনি একাধিকবার বলেছেন, ঢাকায় আপনার কোনো টান ছিল না। এ অবস্থায় আপত্তির কারণ কিছুই অনুমান করতে পারছি না। আপনি এমন এক কথার অবতারণা করলেন, আপনাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করাটাও উচিত মনে করি না। রাত অনেক হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

জন্তুটার গতিবিধিও এদিকেই আজকাল। আপনার ভাবী অহেতুক চিন্তা করতে পারেন। আমি তাহলে উঠি।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উঠলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলেন না। দরোজার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক।

খাঁ সাহেব সকালে আসবেন আমার কাছে।

আপনি তাঁকে বলবেন, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন।

৪৭

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় যা ঘটেছিল, এখন সে ধারাবাহিকভাবে মনে করবার চেষ্টা করে। দূর থেকে প্রধানতঃ সে নিজেকে দেখে এবং আবিষ্কার করতে চায় কি কারণে দেওয়ান খাঁ তাকে জামাই হিসেবে পছন্দ করতে পারেন। বরং বারবারই তার স্মরণ হয়, লোকটিকে সে ধূর্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছিল, বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নীরবে এবং দ্রুতগতিতে সে আহার সেরেছিল। সালমার দিকে সে যদি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকত, তাহলেও না হয় একটা কারণ বোঝা যেত। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের পর সালমার দিকেই সে আর চোখ তুলে দেখেনি। আসলে, সালমাই আর সমুখে আসেনি। ভেতরের বারান্দায় সালমা হয়ত ভাত সাজিয়ে দিয়ে থাকবে, জয়নাল যখন ভেতরে যায় তখনো তাকে দেখা যায়নি। দেওয়ান খাঁ নিজেই তাকে পরিবেশন করেছেন। এখানকার রেওয়াজ অনুযায়ী অতিথির সঙ্গে তিনি খেতে বসেননি। জয়নাল যে তাকে বার বার খেতে বসবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, একমাত্র এটাকেই সে এখন একটা সূত্র বলে সনাক্ত করতে পারে। তার সন্দেহ হয়, ঐ অনুরোধই দেওয়ান খাঁকে আশ্বস্ত করেছিল যে সে সদ্বংশজাত, অতএব সুপাত্র।

এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে দেওয়ান খাঁ অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য এবং ক্ষীণ একটি সংকেতকে সার জ্ঞান করেছেন। তাঁর মত ধূর্ত লোকের পক্ষে সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না জয়নালের। তাই সে এ অনুমান বাতিল করে দেয়। অন্য কোনো তীরও তার চোখে পড়ে না।

অকস্মাৎ সে এক প্রকার গৌরব অনুভব করে। তার শরীর নির্ভার মনে হয়। কোটি কোটি কোষের ভেতরে সে জীবনকে উপলব্ধি করে ওঠে। মাঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত রাতের স্নিগ্ধ বাতাস কোমল ও সুগোল একটি নলের মত তার জানালা দিয়ে প্রবেশ করে, যখন তার শরীরে এসে স্পৃষ্ট হয়, তখন জয়নালের মনে হয় স্বাস্থ্যবতী কোনো রমণী তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছে, যদিও রমণীর আলিঙ্গন তার কাছে এখন পর্যন্ত শ্রুত একটি বিষয় মাত্র?

এতকাল সে যা লক্ষ্য করেনি, এখন তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না সে।

সে না ভেবে পারে না—তার বিদ্যা আছে, স্বাস্থ্য আছে, চেহারা আছে, সে অবিবাহিত এবং অতএব পৃথিবীর যে কোনো কুমারীর কাঙ্ক্ষিত।

বিশেষ একটি কুমারীর জন্যে মনোনীত।

BanglaBook.org

মনোনয়নটিকে সে উপেক্ষ করতে পেরেছে, এতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সে নিজেকে ধন্যবাদ দেয়। এবং তারপর তৃপ্ত হয়ে, সে তার প্রাক্তন সহপাঠিনী এগারজনের প্রত্যেককেই প্রত্যাখান করতে থাকে।

কখন সে ঘুমিয়ে যায় জানে না।

স্বপ্নের ভেতরে পাগল যুবতী–ভিখিরি খিলখিল করে হাসতে থাকে।

৪৮

আজ ক্লাশে ঢুকতে সে ইতস্ততঃ করে। বিয়ের প্রস্তাবটি সালমা জানে কিনা, সে সম্পর্কে তার মনে সংশয় উপস্থিত হয়। ক্লাশে ঢুকে সালমার দিকে সে আদৌ তাকাতে চায় না, কিন্তু বারবারই সে নিজের কাছে পরাজিত হয়। তার চোখ যেন স্বাধীন একটি ইচ্ছাশক্তি পেয়ে বারবারই সালামার দিকে ধাবিত হয়। সে অবসন্ন, লজ্জিত এবং বিরক্ত বোধ করে।

অন্যান্য দিনের মতই সালমাকে মনে হয়। সেই শাড়ি, সেই খাতার দিকে চোখ, কলম নিয়ে ধীর গতিতে সেই একই প্রকার খেলা।

বোঝা যায় না, বিয়ের প্রস্তাব তার, সালমার, জ্ঞাত কিনা।

জয়নাল একটি দুঃসাহস করে ফেলে। বক্তৃতা হঠাৎ বন্ধ করে সে বলে ওঠে, ক্লাশে অন্তত একজনের ভেতরে আমি মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করছি।

সচকিত হয়ে ওঠে সারা ক্লাশ।

সালমা খাতার ওপর তাড়াতাড়ি কলম ফেলে উদ্বিগ্ন চোখে জয়নালের দিকে তাকায়। জয়নাল দীর্ঘ একটি সময় তার চোখের দিকে সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তারপর বলে, হ্যাঁ, তুমি। কি পড়াচ্ছিলাম বল।

ক্লাশে কেমন একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়; না শ্রুতিগোচর, না দৃষ্টিগোচর সেই চাঞ্চল্য । কেবল করোটির ভেতর অনুভব করা যায়।

জয়নাল চক মোছার ডাস্টার দিয়ে টেবিলের ওপর ঠক ঠক শব্দ করে।

সালমা আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়।

বল, কী পড়াচ্ছিলাম?

ইতিহাস, স্যার।

ক্ষণকাল স্তব্ধ তার পর পেছনের ছাত্ররা হেসে ওঠে। আবার জয়নালের কঠিন মুখ লক্ষ্য করে তারা থতমত খেয়ে যায়। ইতিহাসের ক্লাশে যে ইতিহাসই পড়ান হয়, অন্য কিছু নয়— এই উত্তরটি নিতান্তই সারল্যপ্রসূত, না ব্যঙ্গরঞ্জিত, মীমাংসা করতে পারে না জয়নাল।

তার আরো সন্দেহ হয়, সালমা বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত, তাই সে জয়নালের সঙ্গে এক প্রকার সমকক্ষতা অনুভব করছে এবং তা করছে বলেই এ ধরনের উত্তর দেবার সাহস পেয়েছে।

ছোট্ট এই ঘটনাটি জয়নালের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

BanglaBook.org

আশা করি, ক্লাশে যে বক্তৃতা হয়, মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

জয়নাল মুখে বাক্যটি উচ্চারণ করবার সময়েই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় রাজারহাট থেকে সে চলে যাবে।

৪৯

পরদিন কলেজের একাধিক দেয়ালে রাজনৈতিক ও কলেজ পরিষদ সংক্রান্ত শ্লোগান ও পালটা শ্লোগানের ভিড়ে নতুন একটি সাংকেতিক লেখন দেখা দেয়।

চেয়ারম্যান ইতিহাস।

৫০

চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়ার জরুরী তলব পেয়ে তারা হাজির হয়। সুখি মিয়া জানতে চায়, চামড়া ছাড়াবার ছুরিগুলো তারা সঙ্গে এনেছে কি না। কোরবানির ঈদ ছাড়া বছরের অন্য কোনো সময়ে একসঙ্গে এতজনের ডাক পড়ে না। কোরবানির ঈদ এখনো বহুদূরে। তাছাড়া, গো-মড়কেরও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। লোকগুলো তাই নিজেদের ভেতরে আন্দোলন করে, ব্যাপার কি?

অচিরেই সুখি মিয়া রহস্যটির ওপর আলোকপাত করে। তখন প্রাঞ্জল হয়ে যায়, কিন্তু অনেকেই দ্বিধা করতে থাকে। অভাব তাদের প্রাচীন কর্কট ব্যাধি; অর্থ তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। সুখি মিয়ার মত প্রতাপশালী লোকের নেতৃত্ব যখন আছে, তখন চুরি করতে বাধা নেই, কিন্তু জীবন্ত পশুর ছাল ছাড়িয়ে নেবার প্রস্তাবে তারা বিচলিত বোধ করে।

ধমক দেয় সুখি মিয়া।

মানুষ একটা আতংকে এখন সন্ধ্যে হতে না হতেই দোর দিচ্ছে, সন্দেহজনক কিছু শুনলেও তারা এখন ঘর ছেড়ে বেরুবে না, এই অপূর্ব সুযোগটি যদি তারা ব্যবহার করতে না চায় ভালকথা। তবে ভবিষ্যতে যেন কাজের জন্যে সুখি মিয়ার কাছে তারা আর ধরনা না দেয়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অনাহারে মারা গেলেও সুখি মিয়া তাদের দিকে আর ফিরে তাকাবে না, এই সিদ্ধান্ত সে অগ্রিম ঘোষণা করে রাখে।

BanglaBook.org

৫১

জয়নালকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠান প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। অস্বাভাবিক রকমে

গম্ভীর দেখায় তাঁকে। জয়নাল এসে দাঁড়ালে নীরবে তিনি চেয়ার দেখিয়ে দেন। কি একটা কাজে অধ্যাপক আফজাল হোসেন ঘরে আসতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব 'ব্যস্ত আছি, পরে আসবেন বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

জয়নাল অনুমান করে, দেওয়ান খাঁর সঙ্গে তাঁর নির্ধারিত সাক্ষাত হয়ে গেছে। ব্যর্থতার সংবাদ সব সময়ই দাতা এবং শ্রোতার ভেতরে তিক্ততার জন্ম দেয়। জয়নাল মনে মনে হাসে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জানেন না, সে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

আশা করি দেখেছেন?

জয়নাল হকচকিয়ে যায়।

বুঝতে পারলাম না।

আপনি দেখেননি বলতে চান?

আপনার প্রশ্নটাই আমি বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অনাবশ্যকভাবে একটি কাগজ টেনে পড়বার অভিনয় করেন। চশমা ছাড়া তিনি পড়তে পারেন না, তবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে যাচ্ছেন—জয়নাল কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারে না।

অবিলম্বে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, কাগজের দিকে চোখ রেখেই, কিছু মনে করবেন না। আপনি কখন সত্য বলেন, সে আপনি জানেন। আমি বুঝতে পারি না। আপনার সঙ্গে কি ভাবে কোন দিক থেকে কথা বললে বিষয় পরিষ্কার হয়, আমার জানা নাই।

এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি আপনাকে যা বলেছি যথাসাধ্য পরিষ্কারভাবেই বলেছি।

না, বলেন নাই।

বলনি?

প্রথমদিন রাতে আপনার ঘরে যখন আসি, ঘরে থাকা-না-থাকা নিয়ে আপনি যা বলেছিলেন, স্মরণ করলে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনি পরিষ্কার নন।

জয়নালের ভীষণ ক্রোধ হয়। কিন্তু সে নিজের বাম হাতের কড়ে আঙুলে লাল নোখপালিশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এটা তার পুরনো অভ্যেস। এতে তার চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা শমিত হয়।

সে কথা যাক। সে কথা তুলে আপনাকে আর লজ্জা দেব না। বহুদিন শিক্ষকতা করি, তরুণদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবার অভ্যেস আমার আছে। আপনি সেদিন রাতে আপনার ব্যাপার আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এ রকম একটা কথা তুলেছিলেন। আমিও আর কিছু বলি নাই। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশ্বাস করুন আমার কোনো উৎসাহ নাই। তবে, এখন এটাকে আর আপনার ব্যক্তিগত বলে মনে করতে পারছি না। এখন এটা শিক্ষকদের সুনামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

হঠাৎ সোবহান সাহেব ঘরে ঢোকেন। দু জনের দিকে তাকিয়ে থমকে যান তিনি। মুহূর্তের ভেতরে বিদায় নেন 'আমি পরে আসব বলে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, জয়নাল সাহেব, আপনি কি কলেজের দেয়ালে লেখা দেখেন নাই?

BanglaBook.org

কিসের লেখা?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করেই রাখেন।

আপনার বিষয়ে?

আমার বিষয়ে?

কেবল আপনার বিষয়ে হলে কথা ছিল না। আপনার সঙ্গে এক ছাত্রীর নামও জড়িত।

কি রকম একটা ঘোরের ভেতরে জয়নাল উচ্চারণ করে, সালমা?

আপনি তাহলে জানেন, জয়নাল সাহেব। আপনি তাহলে জানেন যে সালমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িত হতে পারে।

এ আপনি কি বলছেন?'

কলেজে আরো ছাত্রী আছে। তাদের কারো নাম তো আপনি করলেন না? সালমার নামটাই প্রথমে কেন আপনার মনে এলো, এই প্রশ্ন আমি যদি করি, আমি কেন?—কেউ যদি করে, আপনি কী উত্তর দেবেন?

উত্তর অনেক রকম হতে পারত, কিন্তু কোনটা বলা কর্তব্য, জয়নাল বুঝে ওঠে না। যেমন সে বলতে পারত ক্লাশে সালমাকে সে শাসন করেছিল, তখন ছাত্রদের ভেতরে সে এক ধরনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিল। সে বলতে পারত—দেওয়ান খাঁ, বিয়ের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা প্রচার হয়ে গিয়ে থাকবে। এবং এর জন্যে সে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কিম্বা দেওয়ান খাঁ, অথবা দুজনকেই দোষী করতে পারত। এবং সে আরো বলতে পারত, যা শ্রোতা আদৌ বিশ্বাস করবেন না—নামটি করবার সময় জয়নাল তার প্রাক্তন সহপাঠিনী সালমার কথাই ভাবছিল, রাজারহাটের সালমার কথা নয়।

এই মুহূর্তে জয়নাল আকস্মিক যোগাযোগটিও বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত বলে অনুভব করে যে দুজনের নামই সালমা। সে বর্তমান অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও চমৎকৃত না হয়ে পারে না।

সে নীরব হয়ে বসে থাকে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিঁধে রাখেন অনেকক্ষণ ।

জয়নাল উঠে দাঁড়াবার জন্যে নড়েচড়ে উঠতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হাতের ইশারায় তাকে স্থির হতে ইঙ্গিত করেন।

না, আপনার কোনো উত্তর নাই, জয়নাল সাহেব। সাধারণতঃ আমার অনুমান ভুল হয় না। গোড়াতেই আমার সন্দেহ ছিল, আপনি সত্য কথা সব সময় বলেন না। যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল, আপনার সঙ্গে তার আলাপ ছিল না, আমি সেদিনও বিশ্বাস করি নাই, এখনো করি না। আমার ধারণা, আপনি যে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলেন বলে দাবী করেন, সেটাও ঠিক না। চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের টানেই আপনি সেখানে যান, না হলে ছাত্ররা জানেই বা কি করে, আর এতদিন তারা যা করে নাই আজ কেন তা করে? অন্য কথায়, এই প্রথম কলেজের একজন প্রফেসরের নামে চরিত্রহীনতার অপবাদ কোন সাহসে তারা আনে? আপনি স্বীকার করবেন, বিনা কারণে কিছুই হয় না।

BanglaBook.org

জয়নাল যুক্তি দেয়, সালমার জন্যে আমার আকর্ষণ থাকলে আমি কি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হতাম না? বলুন?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রথম দিকে উত্তর খুঁজে পান না। যুক্তিটি তার কাছে অকাট্য বলে মনে হয়। তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, জয়নাল নির্দোষ।

কিন্তু অচিরেই ধাক্কাটি সামলে নিতে সফল হন তিনি।

বলনে, ঢাকার তরুণ সমাজ সম্পর্কে আমি কিছু ধারণা রাখি। সেদিন এ ঘরেই আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল, আশা করি ভুলে যান নাই।

জয়নালের মনে পড়ে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তরুণদের নৈতিক অধঃপতনের কথা বলছিলেন।

না, ভুলিনি।

আমিও ভুলি নাই যে, আপনি সে ব্যাপারে আমাকে কোনো সংবাদ দিতেও উৎসাহ বোধ করেন নাই। বরং আপনার ভেতরে আমি ঘোর সমর্থন লক্ষ্য করেছিলাম।

লোকটির বাকচাতুর্য দেখে জয়নাল বিস্ময়বোধ করে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার অনুমান, বিবাহ না করে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজারহাট ঢাকা শহর নয়, জয়নাল সাহেব। এখানে বাপ-বেটা একসঙ্গে লালপানি খায় না, মা-মেয়ে হাত ধরা ধরি করে ঢাকা ক্লাবে যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করে থাকে জয়নাল।

দিনের মত কলেজ ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দেয় বেয়ারা।

জয়নাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমি পদত্যাগ করছি।

৫২

তার কৌতূহল হয় দেয়ালের লেখাটি সম্পর্কে। বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে গতি শ্লথ করে সন্ধানী চোখে দেয়ালের বিস্তার খুঁটিয়ে দেখে।

মুজিবের রক্ত লাল।

সঠিক পথ চিনে নাও, ধানের শীষে ভোট দাও।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, রাজাকারে করল শেষ।

ইসলামের নৌকায়, আল-বদর পার পায়।

বুকের রক্ত দিয়েছি তাই—জয় বাংলা ভুলো না ভাই।

কিন্তু কোথাও সে, জয়নাল, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উল্লিখিত কুৎসাটি দেখতে পায় না।

আসলে, সে লেখা আকারে ছোট বলে তার চোখে পড়ে না।

তার ধারণা হয়, সালমার সঙ্গে তার বিয়ে ঘটিয়ে দেবার জন্যেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নতুন এই ষড়যন্ত্রটি করেছেন। ভূধর সরখেলের কথা চকিতে মনে পড়ে যায়—চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, আপনি টের পান না?

BanglaBook.org

জয়নাল নির্ভার বোধ করে, কারণ সে পদত্যাগ করে এসেছে এই মাত্র।

তারপর, নিজের কামরায় ঢোকার মুহূর্তে তার চোখে পড়ে, তারই দরোজার পাটে কাঠ কয়লা দিয়ে লেখা, চেয়ারম্যান+ইতিহাস।

লেখাটা ঘন্টাখানেক আগেও দেখা যায়নি।

অস্থির ভেতরে সে হঠাৎ বরফ অনুভব করে।

৫৩

প্রথমে শব্দটা খুব কাছে বলে মনে হয় তার। ঘুম থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠে সে ঘরের ভেতরেই সন্ধানী চোখে উৎস সন্ধান করে। তরল অন্ধকারে সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। তখন সে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করে। জ্যোৎস্নার নিস্তব্ধ সাম্রাজ্য দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়।

শব্দটির জন্যে সে অপেক্ষা করে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই শোনা যায় না। গাছের পাতা নড়ে না। কোনো কিছুই অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হয় না।

সে উঠে বসে।

জ্যোৎস্নার দুধ তাকে মাতৃস্তনের মত আকর্ষণ করে। রাতের স্বৈরাচারী নৈঃশব্দকে ক্ষুন্ন না করবার রক্তের অন্তর্গত প্রেরণায় সে অতি সন্তর্পণে দরোজা খোলে।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

দূরে ঘন জঙ্গলের নিরেট দেহটিকে আজ রাতে আগের মত অপরিচিত বলে তার বোধ হয় না। বারান্দার শেষ মাথায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারের রবীন্দ্র সংগীত তাকে সঙ্গ দিতে থাকে।

দেহ থেকে সূক্ষ্ম ধারায় রক্ত নির্গত হতে হতে মানুষ যেমন তার করোটির ভেতরে মাদকতা এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে রাজসিক ঔদাস্য বোধ করতে থাকে, জয়নালের আত্মার ভেতরে ক্রমশ তেমনি সুখকর একটি ক্লান্তির উদয় হতে থাকে।

ঠিক তখনই বিকট একটি আর্তনাদ শোনা যায়।

মানুষের তুলনায় পাশবিক অথচ পশুর তুলনায় অত্যন্ত মানবিক সেই আর্তনাদ তাকে চোখের পলকে ঊর্ধ্ব আকাশে নিক্ষেপ করে আবার ভূমিতে ছুঁড়ে দেয়। তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল ও অবিরাম ধুপধাপ সে শুনতে পায়। অথবা, কলেজের জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠে অতিকায় কিছু একটা দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায়।

উন্মাদ সেই বস্তুটি মুহূর্তের ভেতরে তার অদূরে এসে স্থির হয়।

এবং সে বিস্ফারিত চোখে সদ্য চামড়া তুলে নেয়া জীবন্ত একটি ষাঁড়ের উলঙ্গ গোলাপী মেদময় দেহ প্রত্যক্ষ করে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না। আসলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার ধারণা হয়, জ্যোৎস্নার গর্ভ থেকে সদ্য জন্ম নিয়ে অপার্থিব একটি প্রাণী তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণীটি মৃত্যু যন্ত্রণায় আবার চিৎকার করে ওঠে।

তার সেই মানবিক হাম্বাধ্বনি মুহূর্তের ভেতরে জয়নালকে সচেতন করে তোলে। ষাঁড়টি হঠাৎ দুপা তুলে দেয় বারান্দায়। অন্তিম মুহূর্তে যার কাছে সে জীবন প্রার্থনা করে, সেই জয়নাল তখন নিজেই চিৎকার করে ওঠে। মাঠের ভেতর দিয়ে, জ্যোৎস্নার মায়াজাল ছিঁড়ে সে, জয়নাল, চিৎকার করতে করতে কালভার্টের দিকে ছুটে যায়।

৫৪

জ্ঞান ফিরে আসে তার। কিন্তু পরিচিত পৃথিবীতে সে আর ফেরে না। জ্বরতপ্ত চোখ মেলে নিজেকে সে অচেনা একটি ঘরে দেখতে পায়। চারদিকের আলো, জ্যোৎস্নার কি সূর্যের, সে কোনো মীমাংসা করতে পারে না।

যে বিছানায় সে শুয়ে আছে তার নীল রঙটি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে পরিচিত বলে বোধ হয়। আবার একবার মনে হয়, সমস্ত কিছুই নীল হয়ে গেছে।

দৃশ্যমান প্রতিটি বস্তু তার চোখে সর্বদা চলমান ও আকারে অনেকগুণ বর্ধিত বলে প্রতীয়মান হয়। কণ্ঠনালীর ভেতরে সে দ্বিতীয় একটি নলের উপস্থিতি বোধ করে।

অনেকক্ষণ ঠাহর করে দেখার পর তার ধারণা হয়, প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব তার বিছানার পাশে বসে আছেন।

সে তখন তাঁর হাত ধরে অনুনয় করে, আমাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের বুকে হাত রেখে আলতো করে বার কয়েক চাপড় দেন এবং তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন।

তিনি যখন হাতখানা তার বুকের ওপর নামিয়ে আনেন, হাতটির বহুগুণ বর্ধিত আকার এবং নারকোল-রশির মত রোম দেখে সে দ্রুতগতিতে চোখ বোঁজে।

আবার যখন সে চোখ খোলে, দেওয়ান খাঁকে দেখতে পায়।

দেওয়ান খাঁর ঠোঁট নড়তে সে দেখে। যে স্বর সে শোনে, তা দৃশ্যমান ঠোঁট থেকে অত্যন্ত বিযুক্ত এবং দূরের বলে মনে হয়।

প্রফেসর সাহেব, আপনার কোনো চিন্তা নাই। আল্লার রহমতে আপনি এখন অনেক সুস্থ।

BanglaBook.org

৫৫

সময়ের কোনো ধারণা নেই তার। জাগ্রত মুহূর্তগুলোকেই পরপর গ্রথিত করে অবিচ্ছিন্ন একটি সময় সে গড়ে নেয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সে আবার বলে, আপনি আমাকে ট্রেনে তুলে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কোমল ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন।

আমি যেতে চাই।

না।

না?

যাওয়া যায় না, জয়নাল সাহেব, এ ভাবে যাওয়া যায় না।

কেন যাওয়া যায় না?

আপনার কি স্মরণ হয় না? কিছুই স্মরণ হয় না?

জ্যোছনা মনে পড়ে।

আর কিছু?

একটি জন্তু। কিন্তু তার লোম ভালুকের মত নয়।

আর কিছু স্মরণ হয়?

না।

আর কিছুই স্মরণ হয় না?

না।

আপনি চিৎকার করে ছুটছিলেন?

না।

কালভার্টের কাছে পড়ে গিয়েছিলেন?

না।

স্মরণ হয় না?

না।

আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন?

না।

চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন?

না।

এখন কার বাড়িতে আছেন, বুঝতে পারেন?

চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি?

আরো একদিন এসেছিলেন, স্মরণ হয়?

হ্যাঁ।

স্মরণ হয়, মাঝে মাঝে আপনার জ্ঞান ফিরে আসছিল?

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

স্মরণ হয়, প্রতিবার জ্ঞান ফিরে আসবার পর আপনি কাউকে ডাকছিলেন?

হ্যাঁ।

চিৎকার করে ডাকছিলেন?

হ্যাঁ।

স্মরণ হয়, আপনি কাকে ডাকছিলেন?

আমি কাকে ডাকছিলাম?'

আপনি সালমাকে ডাকছিলেন।

'কিন্তু সালমা তো আমার ক্লাশে ছিল?

জয়নাল ঢাকায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা সহপাঠিনী সালমার দিকে প্রাণপণে আঙুল তুলে ধরে সবাইকে দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ দেখে না।

হ্যাঁ, সালমা আপনারই ক্লাশে, স্মরণ হয় জয়নাল সাহেব?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দেওয়ান খাঁর মেয়ে রাজারহাট কলেজের ছাত্রী সালমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সালমাকে জানেন না। তিনি এবার বলেন, তাই যাওয়া যায় না। এ ভাবে যাওয়া যায় না। আপনার নিজের সুনাম, কলেজের সুনাম, রাজারহাটের সুনাম, চেয়ারম্যান সাহেবের সুনাম, তার চেয়ে বড় কথা সালমার সুনাম নষ্ট করে এ ভাবে আপনি যেতে পারেন না, জয়নাল সাহেব। কতটুকু আপনার স্মরণ হয়, কতটুকু আপনার স্মরণ হয় না, যতটুকুই আপনার স্মরণ হয়, আপনি ততটুকু বা বলতে চান কিনা, আপনার বর্তমান অবস্থায় সে প্রশ্ন তোলার মত সিমার আমি নই। আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, বিদেশে আপনি আমাকে বড় ভাইয়ের মত দেখে আস্থা রাখতে পেরেছেন কিনা তাও বুঝি না, তবে আমি আপনাকে আগেও বলেছি, এখন বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়ে বলার পরিস্থিতি হলেও, তা উপেক্ষা করে, আগের মতই সব কিছু বিবেচনা করে আপনাকে বলতে পারি, জয়নাল সাহেব,এ বিবাহ আপনার ভালই হবে। এখানে কলেজে যারা পুরাতন প্রফেসর আছেন, তাঁরাও আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁরাও মনে করেন, এ বিবাহ করা আপনার এখন কর্তব্য হয়ে পড়েছে। মানুষ কি আশা করে মানুষ তা জানে না, মানুষ আসলে কোনো কিছু হাতের ভেতরে পাবার পরই তুলনামূলক বিচারে বুঝতে পারে তার আশা কি ছিল? আপনার চেয়ে অনেক বেশি দিন পৃথিবীতে বাস করবার কারণে এটুকু জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, সেই তুলনামূলক বিচারে আপনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হবেন না। চেয়ারম্যান সাহেব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছেন। অতএব, আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী দশজন মিলে বিবাহের আনুমানিক একটা দিন ধার্য করে রেখেছি। তা সত্ত্বেও আপনার মুখের একটা কথা চাই। কারণ, মানুষ আমরা, আমাদের প্রধান প্রধান ভবিতব্যগুলোর সূত্রপাত উচ্চারণ ভিন্ন হয় না। আপনি রাজী?

এতক্ষণ একদৃষ্টে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো সে শুনছিল; পবিত্র কোনো বাণী শোনবার পর মানুষ যে অন্ধ তন্ময়তায় চোখ বোঁজে, জয়নাল এখন তা অনুসরণ করে।

BanglaBook.org

আত্মস্থ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, আমি রাজী,' কিম্বা করে না; তার মনে হয়, সে তার অস্তিত্বের ভেতরে অন্য কারো কণ্ঠ শুনতে পায়।

জুন ১৯৭৯
মনিপুরীপাড়া, ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG